সুখবর

: Sukhabar-patrika

আপনার হাতে, আপনার সাথে
CITIZEN
ছাতা • ব্যাগ • লাগেজ

www.sukhabar.in SUKHABAR ● 18 JUNE 2026 ● Thursday ● কলকাতা ● ৩ আষাঢ় ১৪৩৩ ● বৃহস্পতিবার ● ১৮ জুন ২০২৬ ● দাম : ৪.০০ টাকা প্রভাতী দৈনিক

SUKHABAR, KOLKATA, 18.06.2026, THURSDAY

এলেন, দেখলেন, হ্যাটট্রিক

■ লিওনেল মেসি! বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড করে ফেললেন। ৩৯'এও মেটেনি গোলের খিদে। খবর ➡ ৭ পাতায়

গ্রেফতার প্রাক্তনমন্ত্রী উদয়ন গুহ

উজ্জ্বল দত্ত

কলকাতা : সুজিত বসু, দিলীপ মণ্ডল, উজ্জ্বল বিশ্বাসের পর বুধবার গ্রেফতার হলেন রাজ্যর আরো এক প্রাক্তনমন্ত্রী উদয়ন গুহ। একসময়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দাপুটে নেতা তথা প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়নকে এদিন ফুলবাগানের ফ্ল্যাট থেকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে ফুলবাগান থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১২ জুন শুক্রবার অভিযোগ দায়ের হয় উদয়নের বিরুদ্ধে। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের শিশু বিভাগ তৈরি করা হয়েছিল। সেসময় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নাম করে প্রচুর টাকা তোলাবাজি করার অভিযোগ ওঠে। সেখান থেকেই অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশের গাড়িতে ওঠার আগে রাজ্যের প্রাক্তনমন্ত্রী বলেন, 'আমি জানিই না কেন গ্রেফতার করেছে।' পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ফুলবাগান থানায় প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া ➡ ৫ পাতায়

এফআইআর জাহাঙ্গিরের স্ত্রীর বিরুদ্ধে

রাষ্ট্রদ্রোহর ধারায় মামলার নির্দেশ

সামিম হোসেন

ফলতা : ফলতায় মঙ্গলবারের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহর ধারায় মামলা করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, ফলতায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ফলতায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা, কেউ যেন আইন হাতে তুলে না নেন, 'এই সরকার কাউকে ছাড়বে না।' কেউ যদি মনে করেন আইন হাতে তুলে নেবেন, তা হবে না। কোনো গুন্ডামি, জঙ্গিপনা চলতে দেওয়া হবে না বলেও কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তা-ই নয়, হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় (বিএনএস) রাষ্ট্রদ্রোহর ধারায় মামলা রুজু করার নির্দেশও দেন মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশ সূত্রে খবর, গোটা ঘটনায় নেতৃত্বে ছিলেন জাহাঙ্গিরের স্ত্রী। এই হামলাকাণ্ডে জাহাঙ্গিরের স্ত্রীর নামে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। জাহাঙ্গিরকে ছাড়ানোর জন্য থানায় হামলাকাণ্ডে এরমধ্যেই মোট ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, মূলত জাহাঙ্গিরের স্ত্রীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহর মামলার নির্দেশ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের। বুধবার ফলতায় জলকল্যাণ শিবিরে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখান থেকেই তিনি মঙ্গলবারের ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। নাম না করেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি মঙ্গলবার কার্শিয়াংয়ে ছিলাম। টিভিতে দেখছিলাম, এখানে (ফলতা) কিছু লোক একজন মাফিয়ার স্ত্রীর নেতৃত্বে পুলিশ আর প্যারা মিলিটারি ফোর্সকে আক্রমণ করতে গিয়েছিল। ফলতাতেও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। যত বড়ো মাফিয়া হোক বিজেপি সরকার সবক শিখিয়ে ছাড়বে। কোনো রকম গুন্ডামি, জমি লুঠ চলবে না।' তার পরই শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, 'এসপি-কে বলে গেলাম, ভিডিওতে যত জনকে দেখা গেছে, কেউ যেন বাড়িতে না থাকে। তাঁদের সকলকে আইনের আওতায় আনতে হবে।' তারপরই তিনি এসপি'র উদ্দেশে বলেন, 'ভারতীয় ➡ ৫ পাতায়

রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের যে ধারা আছে, আমি পুলিশমন্ত্রী হিসাবে আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি সেই ধারাতে এমন শিক্ষা দিন, যাতে কোনো দিন কেউ পুলিশ, সরকারি কর্মচারী, প্যারা মিলিটারিকে আক্রমণ করার সাহস না রাখে। এসপির উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

■ কলকাতার বাগবাজার মায়ের ঘাটে 'স্বচ্ছতা সে স্বাগত' কর্মসূচিতে ঝাঁটা হাতে সিঁড়ি পরিষ্কার করছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার —সুফল ভট্টাচার্য

সুখবর

আজ রাজ্য জয়েন্টের ফল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: আজ, বৃহস্পতিবার রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল বেরোবে। বুধবার পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পর্ষদের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ফল বের করার সময়সূচির ঘোষণা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পর্ষদের রেজিস্ট্রার দিব্যেন্দু করের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টায় সল্টলেকের সেক্টর ১-জয়েন্ট এন্ট্রান্স পর্ষদের প্রধান দফতর 'রূপান্ন'-তে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানেই বিকেল সাড়ে ৪টে থেকে র‍্যাঙ্ক কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। অফিশিয়াল ওয়েবসাইট 'www.wbjeeb.nic.in' ও 'www.wbjeeb.in' মারফত নিজেদের ➡ ৫ পাতায়

পুলিশের রক্ত ঝরবে না, বার্তা মুখ্যমন্ত্রী

রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্য পুলিশের মউ সই

সুমন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা: পুলিশের গায়ে যাতে কেউ হাত না দেয়, সে ব্যাপারে কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামী দিনে পুলিশের যাতে রক্ত না ঝরে সেজন্য পুলিশ বাহিনীকে সুরক্ষিত করা হবে বলে আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যর আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর করে তুলতে রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে রাজ্য পুলিশ। বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্ত ও রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য কল্লেশ এইচ ওয়ান্দ্রার মধ্যে সমঝোতা চুক্তি সই হয়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, অন্য রাজ্যর পুলিশের সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মউ সই হলেও পশ্চিমবঙ্গ তা হয়নি। গত বছর নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার রাজ্য সরকারের কাছে এই মর্মের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। সরকার এ ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। প্রস্তাবটি এতদিন পড়েছিল। সম্প্রতি রাজ্যপাল আর এন রবি এই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনেন। তারপর মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে তৎপর হন। পুলিশের আধুনিকীকরণ ও ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশকে যাতে আক্রান্ত হতে না হয় সে ব্যাপারে কঠোর বার্তা দিয়েছেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গর আগের মতো শাসকের আইন নয় ➡ ৫ পাতায়

আজো জনকল্যাণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, ফলতা : রাজ্য সরকারের জনকল্যাণ শিবিরের শেষদিন ছিল বুধবারই। কিন্তু প্রতিটি শিবিরেই এত বেশি ভিড় দেখা যাচ্ছে সেজন্য রাজ্য সরকারের জনকল্যাণ শিবিরের সময়সীমা আরো ১ দিন বাড়ানো হল। বাড়ানোর কথা বুধবার ফলতা থেকে ঘোষণা করেন রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আজ, বৃহস্পতিবারও রাজ্যজুড়ে চলবে জনকল্যাণ শিবির। ১৫ জুন থেকে শুরু হয় জনকল্যাণ শিবির। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'জনকল্যাণ শিবির থেকে কেন্দ্র ও রাজ্যর সমস্ত রকম সুবিধা পাওয়া যাবে। সময়ের অভাবে এই বিধানসভা কেন্দ্রের অঞ্চলে অঞ্চলে শিবির করা যায়নি। তার ফলে বিভিন্ন শিবিরে বিশাল লাইন হচ্ছে। ➡ ৫ পাতায়

বাংলার বাজেটে কি বড়ো চমক অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তর

নির্মলা ও অশোকের সঙ্গে বৈঠক দিল্লিতে

নয়াদিল্লি : বাংলার বাজেটে কি বড়ো চমক! দিল্লিতে নির্মলা ও অশোকের সঙ্গে পরপর বৈঠক অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তর। আজ, ১৮ জুন থেকে শুরু হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গর নবনির্বাচিত সরকারের বাজেট অধিবেশন। ২২ জুন সোমবার রাজ্য বিধানসভায় পেশ হবে হবে পূর্ণাঙ্গ বাজেট। পশ্চিমবঙ্গর অর্থমন্ত্রী হিসাবে সেই বাজেট পেশ করবেন স্বপন দাশগুপ্ত। এই বাজেট অধিবেশনের আগেই দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যর অর্থমন্ত্রী। দেখা করেন নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান অশোক লাহিড়ির সঙ্গেও। বুধবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে স্বপন দাশগুপ্ত সেই খবর ছবি সহ শেয়ার করেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিনি। তবে শুধু নির্মলা নন, দিল্লি সফরে বুধবার স্বপন দাশগুপ্ত বৈঠকে বসেন নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান তথা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ীর সঙ্গে। একদিকে সরকারি কোষাগারে লাখ লাখ কোটি টাকার ঋণের বোঝা। নতুন করে ক্ষমতায় এসেই জনস্বার্থর বিষয়টি মাথায় রেখে বাজেটে চমক দেওয়াও কার্যত চ্যালেঞ্জ সরকারের কাছে। তাই সেই বাজেট অধিবেশনের আগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও অশোক লাহিড়ীর কাছ থেকে বিশেষ পরামর্শ নিতেই দিল্লিতে বিশেষ বৈঠক বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। দিল্লির জোড়া বৈঠকে বাজেটের কোন কোন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তা খোলসা না করলেও অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, বাংলায় দুর্বল রাজনীতি না করে শক্তিশালী করে তুলতে হবে অর্থনীতিকে। বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান, শিল্পের প্রসার করতে হবে। ➡ ৫ পাতায়

■ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে রাজ্যর অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। বুধবার। নয়াদিল্লি ছবি : এক্স

বাঁকুড়ার ৩ পুরসভার প্রধানের ইস্তফা

দীপেন ঢাং, বাঁকুড়া ও সঞ্জয় সরকার, বিষ্ণুপুর : প্রত্যাশা মতোই বাঁকুড়া পুরপ্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তৃণমূল নেত্রী অলকা সেন মজুমদার। রাজ্যে পালাবদলের পর একের পর এক পুরসভা হাতছাড়া হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী পুরসভার পর এবার বাঁকুড়া পুরসভাও তৃণমূল কংগ্রেসের হাতছাড়া হল। বুধবার পুরপ্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন অলকা সেন মজুমদার। এদিন বাঁকুড়া সদর মহকুমাশাসকের দফতরে গিয়ে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন। ইস্তফা দেওয়ার পর অলকা সেন মজুমদার বলেন, 'দল আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছিল সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করেছি। ব্যক্তিগত কিছু কারণ ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান জানিয়েই পদত্যাগ করলাম। আগামীদিনে দল যে দায়িত্ব দেবে সেই দায়িত্বও পালন করব।' উল্লেখ্য, সোনামুখী পুরসভার প্রধান সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ও ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সম্প্রতি ইস্তফা দিয়েছেন। গত ২০২২ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের বোর্ড গড়ার পর অলকা সেন মজুমদার পুরপ্রধানের দায়িত্ব নেন। গত কয়েক বছরে বাঁকুড়া পুরসভাকে ঘিরে একাধিক বিতর্ক সামনে এসেছে। এমনকী পুর বোর্ডের সদস্যদের মতভেদ ও ক্ষোভ প্রকাশ্যে এসেছে। উন্নয়নমূলক কাজ নিয়েও পুরবাসীর অসন্তোষের মুখে পড়তে হয়েছে অলকাকে। রাজ্যে সরকার বদলের পর বাঁকুড়া পুরসভা একাধিক বার রাজনৈতিক সংঘাতের কেন্দ্রে উঠে আসে। কখনো বোর্ড পরিচালনা নিয়ে বিতর্ক, কখনো দলীয় কোন্দল, আবার কখনো বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাজকর্ম নিয়ে প্রকাশ্য অসন্তোষ সামনে এসেছে। ফলে অলকা সেন মজুমদারের পক্ষে আর পুরসভা চালানোর মতো শক্তি ছিল না। কারণ গত বুধবার অলকা সেন মজুমদারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন তৃণমূলেরই ১৬ জন কাউন্সিলর। এই অনাস্থা প্রস্তাবে উপ পুরপ্রধানসহ মোট ১৬ জন তৃণমূল কাউন্সিলর স্বাক্ষর করেছিলেন। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, বাঁকুড়া পুরসভায় ২৪ কাউন্সিলরের মধ্যে ২১ জন তৃণমূলের। পুরসভায় বাকি ৩ নির্দল কাউন্সিলরের মধ্যে ২ জন পরে তৃণমূলে যোগ দেন। এই বিক্ষুব্ধ কাউন্সিলরদের দাবি ছিল, রাজ্যে সরকার বদলের পর থেকেই পুরপ্রধান বিজেপি অনুগিলেহনে চলছেন। এমনকী তিনি অন্যান্য কাউন্সিলরদেরও বিজেপির কথামতো এলাকায় কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এটা মেনে নেওয়া যায় না। অন্যদিকে, সোনামুখীর পর এদিন বিষ্ণুপুর পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম গোস্বামী এবারের বিধানসভা ভোটে দলের হার স্বীকার করে মহকুমাশাসক ও পুরসভার বোর্ড অব কাউন্সিলের কাছে পদত্যাগপত্র দেন। গত শুক্রবার ব্যক্তিগত ও মায়ের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার কথা বলে সোনামুখী পুরসভার চেয়ারম্যান সন্তোষ মুখোপাধ্যায় ইস্তফা দেন। বুধবার পদত্যাগপত্র জমা দিতে এসে গৌতম গোস্বামী বলেন, '৪ বছর ৩ মাস আমি পুরসভার বোর্ডে থেকে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। তবে এবারের বিধানসভা ভোটে আমার বিষ্ণুপুরের ১৯টি ওয়ার্ডের সবকটিতেই আমরা হেরেছি। তাই সেই হারের দায় মেনে চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিলেও এই বোর্ড যতদিন থাকবে ততদিন ১৭নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলর হিসাবে মানুষের জন্য কাজ করে যাব।'

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ পুলিশের হেফাজতে

সুমন তালুকদার, বসিরহাট : উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ শাহানুর মণ্ডল গ্রেফতার হতেই লাড্ডু বিলি শুরু হল বসিরহাটে। বুধবার সকালে সাকচুড়া বাজার এলাকা থেকে রাজ্য পুলিশের বিশেষ টিম তাকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে টাকিতে বেআইনিভাবে জোরপূর্বক জমি দখল করা, ভয় দেখানো সহ একাধিক অভিযোগ ছিল। টাকির সব জমিদার বাড়ির পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, ২০২১ সালে বিধানসভা ভোট, ২০২২ সালে

পুরসভা পরবর্তী হিংসা, ভয়, আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা নিয়ে বেশ কয়েকটা লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন তাকে গ্রেফতার করা হয়। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে বসিরহাট দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী ডাঃ সৌর্য ব্যানার্জি অভিযোগ করেন, 'দীর্ঘদিনের ত্রাস এই শাহানুরের বিরুদ্ধে অবৈধ চোরাচালানকারী, পাচার, তোলাবাজ, মাফিয়া ও গুন্ডামির অভিযোগ আছে। তার গ্রেফতার হওয়াতে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই।' এদিন বিকেলে শাহানুর মণ্ডলকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১০ দিনের জন্য পুলিশের হেফাজতে থাকার আদেশ দেন।

রানিবাঁধের বিজেপি কর্মী অজিত মুর্মু হত্যাকাণ্ডের তদন্তের দাবি স্ত্রী ও ছেলের

দীপেন ঢাং, বাঁকুড়া : রানিবাঁধের বিজেপি কর্মী অজিত মুর্মু হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচার চেয়ে দীর্ঘ ৮ বছর পর বুধবার সরব পরিবার। নিহত অজিত মুর্মুর স্ত্রী সহ পরিবারের লোক, বিজেপির নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা মিছিল করে থানায় গিয়ে এদিন ফের অজিত মুর্মু হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচার চেয়ে লিখিত আবেদন জমা দেন। আগামী ১৯ জুনের মধ্যে ব্যবস্থা না নিলে আন্দোলনে নামার হুমকি দেওয়া হয়। এই অভিযোগপত্রে ১২ জনের নাম রয়েছে। নিহত অজিত মুর্মুর স্ত্রী বলেন, 'সেসময় থানায় অভিযোগ করলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি তৃণমূল সরকারের চাপে। তাই সরকার বদলের পর ফের আবেদন জানালাম।' ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার পথে দুষ্কৃতীদের হামলায় মৃত্যু হয়েছিল বিজেপি নেতা অজিত মুর্মু। সেসময় অভিযোগ উঠেছিল যে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই হামলা চালিয়েছে। নিহত অজিত মুর্মু(৪০)বিজেপির বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ দক্ষিণ মণ্ডল কমিটির সম্পাদক ছিলেন। তাঁর বাড়ি রানিবাঁধ ব্লকের পুনসা গ্রামে। পুনসা গ্রামপঞ্চায়েতের ভোটের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিতে রানিবাঁধ বিডিও অফিস যাচ্ছিলেন অজিত মুর্মু। বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে মিছিল করে যাওয়ার সময় আচমকাই কয়েকজন দুষ্কৃতী পথ আটকায়। এগোতে না পেরে পথেই অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন বিজেপি কর্মীরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছোন আইসিসহ রানিবাঁধ থানার পুলিশ। অভিযোগ, পুলিশের সামনেই দুষ্কৃতীরা চড়াও হয় বিজেপি কর্মীদের ওপরে। লাঠি, টাঙি, বল্লম, রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়েছিল। পুলিশ নীরব দর্শক ছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। এই মারধরে গুরুতর জখম হন ১২ জন বিজেপি কর্মী। তাঁদের রানিবাঁধ ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মণ্ডল সম্পাদকসহ ৪ জনের অবস্থার অবনতি হলে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়। সেখানে জরুরি বিভাগে অজিত মুর্মুর মৃত্যু হয়। ডাক্তাররা জানিয়েছিলেন, মাথা ও অন্ত্রে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন অজিত। এই আঘাতের ফলে বাড়তি রক্তক্ষরণের জেরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের তরফে রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঞ্জয় সিংয়ের নেতৃত্বে ৫ জনের এক প্রতিনিধি দল রানিবাঁধে এসে তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবি জানান। অজিতের স্ত্রী উর্মিলা মুর্মুও দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি তখন থেকেই করে আসছিলেন। কিন্তু পুলিশের কোনোরকম সহযোগিতা পাননি।

জয়নগরে বিজেপি কার্যকর্তাকে ইট ছোড়ায় ধৃত মহিলা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : জনকল্যাণ শিবির চলার সময় জয়নগর মজিলপুরে বিজেপির এক কার্যকর্তাকে ইট দিয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগে তনুশ্রী চক্রবর্তী মুখার্জিকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার বিকালে আমন্ত্রণ কমপ্লেক্সের বাইরে মহিলাদের লাইনে আচমকা উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, লাইনে দাঁড়িয়ে জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ৯নং ওয়ার্ডের মতিলাল পাড়ার বাসিন্দা তনুশ্রী প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর নামে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করে। তার প্রতিবাদ জানিয়ে মোবাইলে মহিলার ছবি তুলতে গেলে শোভন মতিলাল নামে এক বিজেপি কার্যকর্তাকে ইট মারার চেষ্টা করে ওই মহিলা। পরে খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয়বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এদিকে জখম শোভন মতিলালের চিকিৎসা করানো হয় ও ওই মহিলার নামে জয়নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এ ব্যাপারে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার মহিলা মোর্চার ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রিয়াঙ্কা চ্যাটার্জি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর নামে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করে কি করে? তাও আবার সেই সরকারের পরিষেবা নিতে এসে। আমাদের এক কার্যকর্তা আপত্তি করতে তাকে ইট দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়। আমরা ওই মহিলার যথাযথ শাস্তি চাই।' ধৃতকে বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

জনকল্যাণ শিবিরে গাফিলতি, ক্ষুব্ধ মন্ত্রী

পারমিতা মণ্ডল, সিউড়ি : 'এখনো কি মাথার মধ্যে তৃণমূল ঘুরছে নাকি?' জনকল্যাণ শিবিরের পরিকাঠামোর অব্যবস্থা দেখে ক্ষুব্ধ মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। ফিন্যান্স অফিসারকে ডেকে রীতিমতো ধমকও দেন মন্ত্রী। এমনকী যাঁরা এই সরকারি ব্যানার লাগানোর দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের শো কজ করার নির্দেশ দেন সিউড়ির বিজেপি বিধায়ক। ৩ দিন ধরে বীরভূমের একাধিক জনকল্যাণ শিবির পরিদর্শন করছেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী। প্রথম দিন থেকেই জেলাজুড়ে এই শিবির পরিদর্শন করছেন সিউড়ির বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। সেইমতো বুধবার সিউড়িতে সিধো-কানহো মঞ্চে জনকল্যাণ শিবির পরিদর্শনে যান মন্ত্রী। সেখানে দেখা যায় শিবিরের জন্য যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি দেওয়া ব্যানার সঠিকভাবে লাগানো হয়নি। এতে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হন মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। ফিন্যান্স অফিসারকে বাইরে ডেকে সবার সামনে ধমক দিয়ে বলেন, 'এখনো কি মাথার মধ্যে তৃণমূল ঘুরছে? এটা ব্যানার লাগানো হয়েছে? মুখ্যমন্ত্রীর ছবি এভাবে লাগায়? যত শিবির ঘুরলাম এখানে সবচেয়ে খারাপ প্রচার।' এমনকী যাঁরা এই ব্যানার লাগানোর দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের অবিলম্বে শো কজ করার নির্দেশ দেন মন্ত্রী। নিজের বিধানসভা এলাকায় এমন অব্যবস্থা দেখে ক্ষুব্ধ উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, 'এত শিবির ঘুরলাম। এখানে সবচেয়ে খারাপ ব্যান্ডিং প্রমোশন করা হয়েছে। দুঃখের বিষয় এটা আমার বিধানসভা, আমার পুরসভা। আসলে এই বোর্ডটা তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড। আমি প্রশাসনের অন্যান্য অফিসারদের জানাব বিষয়টি।'

ঝাড়গ্রামে এনসিপিআই অফিস খুলছে

চিত্ত মাহাত, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রামের তৃণমূলত্যাগী সাংসদ কালীপদ সরেন এনসিপিআই দলে যোগ দেওয়ার পর ঝাড়গ্রাম শহরে জেলা কার্যালয় খোলার পাশাপাশি জেলা জুড়ে সদস্য সংগ্রহর তোড়জোড় শুরু করেছেন। এবার বিধানসভা ভোটে দলের ভরাডুবি ঘটতেই তিনি দিল্লিতে এনসিপিআই দলে যোগ দেন। এরপরই দলের সংগঠন তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছেন বলে কালীপদ সরেন জানান।

বিষ্ণুপুরে স্ত্রীকে খুনের চেষ্টা স্বামীর

সঞ্জয় সরকার, বিষ্ণুপুর : বুধবার সকালে বিষ্ণুপুর শহরের কুরচিবন এলাকায় ভাড়া বাড়িতে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে ও স্ত্রীকে দেওয়া নগদ ২ লাখ টাকা ও সোনার গয়না ফেরত চেয়েও না পেয়ে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টা করে নিজেও গলায় চাকু চালিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন স্বামী পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা টাউনের বাসিন্দা অভিজিৎ পাল। নিজের গলায় চাকু চালানোর পর রক্তাক্ত অবস্থায় নিজেই স্কুটি চালিয়ে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে যান। অন্যদিকে, কুরচিবনের ভাড়া বাড়িতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিলেন অভিজিতের স্ত্রী হুগলি জেলার মায়াপুরের পূজা মাঝি। ওই অবস্থায় পুলিশ ও প্রতিবেশীরা মিলে তাঁকে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের অবস্থাই সংকটজনক। জানা গেছে, কয়েক বছর আগে তাঁদের বিয়ে হয়। অভিজিৎ কর্মসূত্রে বেঙ্গালউরুতে থাকেন। সোনা রুপোর কারিগর পূজা আগে সন্তানকে নিয়ে হুগলির কামারপুকুরে ১ টি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। ৩ মাস আগে বিষ্ণুপুরে কুরচিবন এলাকায় তরুণ সরকারের বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন। গত ১৫ জুন অভিজিৎ বেঙ্গালউরু থেকে কামারপুকুরের বাড়িতে এসে পূজাকে না পেয়ে আরামবাগ থানায় ১টি নিখোঁজ ডায়ারি করেন। এরপর বিষ্ণুপুরে পূজার খোঁজ পেয়ে সেখানে এসে জানতে পারেন পূজার সঙ্গে অন্য যুবকের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। সেই কথা জানার পর কয়েকদিন আগে অভিজিৎ কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তখন পুলিশ এসে তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করে। মঙ্গলবার অভিজিৎ সুস্থ হয়ে বাড়ি যান। বাড়ির মালিক তরুণ সরকারের কথায় বুধবারই তাঁদের কুর্চিবনের ওই ভাড়া বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু তা না ছেড়ে সকালেই অভিজিৎ ১ টি চাকু দিয়ে স্ত্রীকে কোপাতে থাকেন। এরপর নিজের গলায় ও হাতে ওই চাকুর কোপ বসান। এদিন হাসপাতালে শুয়ে অভিজিৎ বলেন, 'কাজের জন্য বেঙ্গালউরুতে থাকি। আমার না থাকার সুযোগ নিয়ে পূজা পর পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ায়। এরমধ্যে পূজা আমার কাছ থেকে ধাপে ধাপে ২ লাখ টাকা ও বেশ কয়েক ভরি সোনার গয়না নিয়েছিল। আমি ওদের সম্পর্কের কথা জানতে পেরে বলেছিলাম আমার টাকা আর সব গয়না ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু পূজা তা কিছুতেই দিচ্ছিল না। সেই রাগে আমি ওকে চাকু দিয়ে কুপিয়ে নিজেও আত্মহত্যা করার চেষ্টা করি।' পুলিশ জানিয়েছে, অভিজিতের বিরুদ্ধে স্ত্রীকে খুন করার চেষ্টার মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে অভিযুক্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় মামলা আদালতে নেওয়া যায়নি।

নার্সিংহোম থেকে মৃতদেহ উদ্ধার

পারমিতা মণ্ডল, রামপুরহাট : বীরভূমের রামপুরহাট শহরের ১৪নং জাতীয় সড়কের ধারে থাকা ভাঁড়শালা মোড়ের এক বেসরকারি নার্সিংহোমের গোডাউন থেকে উদ্ধার হল এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ। ওই নার্সিং হোমটি তৃণমূল পরিচালিত রামপুরহাট পুরসভার চেয়াম্যান সৌমেন ভকতের দাদার। বুধবার দুপুর থেকে গোডাউনের ভিতর থেকে দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু করে। এরপর নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে গোডাউন থেকে পচাগলা মৃতদেহটি উদ্ধার করে। তবে মৃতের পরিচয় এখনো জানা যায়নি। কতদিন ধরে ওই মৃতদেহ ভিতরে ঢুকেছিল তা জানা যায়নি। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের পরই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। নার্সিং হোমের মালিক দীপককুমার ভকত বলেন, 'এদিন দুপুরে গোডাউন থেকে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। যেখানে নার্সিং হোমের পরিত্যক্ত মালপত্র থাকে, সেখানেই মরে পড়েছিল। মনে হচ্ছে মৃত ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্যহীন। তবে কীভাবে গোডাউনে ঢুকেছিল বুঝতে পারছি না। সিসিটিভি দেখতে হবে।'

তৃণমূলের পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতির দায়িত্বে অনীহা রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

পল্লব ঘোষ, কাটোয়া : পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির পদ ঘোষণার হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পদত্যাগের আবেদন জানিয়ে নিখিল ভারত তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্য কমিটির সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর কাছে মেল করলেন রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। তৃণমূল দলীয় সূত্রে খবর, সাংগঠনিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে মঙ্গলবার রাজ্য নেতৃত্ব বিভিন্ন জেলার নতুন সভাপতি ও চেয়ারম্যানদের নাম ঘোষণা করে। সেই তালিকায় পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে ফের দায়িত্ব পান বর্ষীয়ান নেতা রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। তবে দায়িত্ব ঘোষণার ২৪ ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে তিনি জেলা সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে ই-মেলের মাধ্যমে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন বলে জানা গেছে। দলীয় সূত্রে খবর, শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি রাজ্যের তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে পদ থেকে অব্যাহতির আবেদন জানিয়েছেন। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী ও নিখিল ভারত তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্য কমিটির সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর কাছে ই-মেল মারফত নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান। সামাজিক মাধ্যমে অবশ্য তাঁর যে চিঠিটি ঘুরে

বেড়াচ্ছে সেখানে তিনি শারীরিক অসুস্থতার কথা কিছু লেখেননি। সেই পদত্যাগপত্রে বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্যাডে তিনি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর উদ্দেশ্যে লেখেন, 'ফেসবুকের মাধ্যমে জানতে পারলাম পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে আমাকে মনোনীত করা হয়েছে। আমি এই পদে থাকতে ইচ্ছুক নই। এই পত্রটি আমার পদত্যাগ পত্র হিসাবে গ্রহণ করিবেন।' এদিকে সেই চিঠির সত্যতা জানতে এদিন সুখবরের তরফ থেকে রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জিকে ফোন করা হলে তাঁর ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ৯ আগস্ট থেকে পরপর ২ বার পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও সাংগঠনিক দক্ষতার কারণে সম্প্রতি আবার তাঁকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে ভবিষ্যতে সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব হবে না বলেই তিনি পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে জানা যাচ্ছে। এই ঘটনার পর জেলা তৃণমূলের অন্দরে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। যদি তাঁর পদত্যাগ গৃহীত হয়, তাহলে পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন সভাপতি হিসেবে কাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে তা নিয়ে এরমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। এনিয়ে এখনো পর্যন্ত দলের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো ঘোষণা করা হয়নি।

ছবি : শুভদীপ চ্যাটার্জি।

বিজ্ঞপ্তি

NAME CHANGE

I, **RAJESH SARRAF** F/O Shilpa Sarraf R/O at HL 31/1, B.L. 16, Manikpir, Bhatpara(M), Kankinara, 24 PGS North, Pin-743126 have changed my name and shall henceforth be known as **RAJESH KUMAR SARRAF** as declared before the Notary Public at Sealdah Court vide affidavit dated 17.06.2026. **RAJESH SARRAF** and **RAJESH KUMAR SARRAF** both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ABDUS SELIM MANDAL, S/o- Late OLICHAND MANDAL, R/o: Vill.- Kalikapur, P.O. & P.S.- Paikar, Dist.- Birbhum, do hereby declare that in my son AZAHAR SK's Admit my name has been wrongly recorded as ABDUS SELIM. On 15.06.26 through affidavit no. 21321 submitted before the Court of Executive Magistrate, Rampurhat, Birbhum, I affirm that ABDUS SELIM MANDAL and ABDUS SELIM is the same & one identical person.

আমি, বন্দনা পাল, স্বর্গীয় কানাই পালের স্ত্রী, গ্রাম- থুবা, ডাকঘর - টাকি, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ১২ জুন ২০২৬ তারিখের ৩১৮৯/২০২৬ নং হলফনামা অনুযায়ী আমার নাম ও জন্মতারিখ আমার পুত্রের চাকরির নথিতে ভুলবশত যথাক্রমে "BANDANA PAUL" এবং "05 NOVEMBER 1951" হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমার সঠিক নাম "BANDANA PAL" এবং সঠিক জন্মতারিখ "21 DECEMBER 1954"। উভয় নাম একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শ্রী মনোজ কুমার কনোজিয়া এবং শ্রী শৈলেন্দ্র কুমার (উভয়ের পিতা:- সন্তরাম কুমার), সাং:- সহনেমউ, ডাকঘর:- সিকন্দরপুর, থানা:- সম্মনপুর, জেলা:-আম্বেদনগর, রাজ্য:- উত্তর প্রদেশ, পিন:- ২২৪১৮৬। বিগত ইংরাজী ১৯/০৯/২০২৩ তারিখে ৬৬৩২ নম্বর এবং বিগত ইংরাজী ২৪/০১/২০২৫ তারিখে ৬৯১ নম্বর বিক্রয় কোবালামূলে একত্রে ১৫৫ নম্বর রানাঘাট মৌজায় ৬০০৪ নম্বর দাগের সম্পত্তি ক্রয় করেন। যাহা বিগত ইংরাজী ১৬/০৪/২০২১ তারিখের ১২৯ নম্বর আমমোক্তার নামাবলে দীপিতা সাধু সাহা পক্ষে শ্যামলী সাধু সাহা আমমোক্তার নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড করা বিশেষ প্রয়োজন। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে অদ্যকার তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করিবার অনুরোধ করা হইতেছে।
Amal Kr. Sil Sharma
B.A.LL.B, Advocate
En. No. W. B 1375/1329/96

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মীরা রানী মজুমদার (দাস) স্বামী বরুন দাস, সাং কামারথুবা, হাবড়া। অসিত কুমার রাহা, পিতা অতুলচন্দ্র রাহা ও গোবিন্দ চন্দ্র দে, পিতা শিবেন্দ্রনাথ দে, সাং হাটথুবা, হাবড়া এর পক্ষে গত 9/3/2022 ADSR-হাবড়া রেজিস্ট্রিকৃত 1619 নং আমমোক্তার ঋভু দাস, পিতা বরুন দাসের নিকট থেকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মৌজা ডহরথুবা, JL-74, LR খতিয়ান 174, LR দাগ 314 থেকে 7.033 শতক জমি গত 29/9/2023 ADSR হাবড়া রেজিস্ট্রীকৃত 6848 নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে কিনে নামপত্তনের আবেদন করেন। এবিষয়ে কারোর আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে BL & LRO হাবড়া-১ নিকট জানাতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।
বলরাম শীল
এ্যাডভোকেট
বারাসাত জাজেস কোর্ট

ABRIDGED TENDER NOTICE

e-N.I.T. NO.- WBEO/SUTAHATA/01/2026-27

The Executive Officer, Sutahata Panchayat Samiti invites e-tender from bonafied bidder for Counstruction of a Boundary Wall with a Gate at Kukmshati High School(H.S) under Sutahata Panchayat Samity. Details may be accessed and duly resopnded through http://www.wbtenders.gov.in from **18th June, 2026** (Thursday) At **10-00 Hours to 1st July 2026** (Wednesday) up to **16-00 Hours.**

Sd/-
Executive Officer
Sutahata Panchayat Samiti

ABRIDGED TENDER NOTICE

e-N.I.T.NO.-WBEO/SUTAHATA/02/2026-27

The Executive Officer, Sutahata Panchayat Samiti invites e-tender from bonafied bidder for repairing work at 2 nos of School under Sutahata Panchayat Samity. Details may be accessed and duly resopnded through http://www.wbtenders.gov.in from **18th June, 2026** (Thursday) At **10-00 Hours to 24th June, 2026** (Wednesday) up to **16-00 Hours.**

Sd/-
Executive Officer
Sutahata Panchayat Samiti

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শ্রী বিপুল কর্মকার (পিতা:- শ্রী গোপাল কর্মকার), সাং:- সড়কপাড়া স্ট্রীট, ডাকঘর ও থানা: রানাঘাট, জেলা: নদীয়া। বিগত ইংরাজী ১৬/১০/২০২৫ তারিখে ৭৭১২ নম্বর বিক্রয় কোবালামূলে ১৫৫ নম্বর রানাঘাট মৌজায় ৬০০৪ নম্বর দাগের সম্পত্তি ক্রয় করেন। যাহা বিগত ইংরাজী ১৬/০৪/২০২১ তারিখের ১২৯ নম্বর আমমোক্তার নামাবলে দীপিতা সাধু সাহা পক্ষে শ্যামলী সাধু সাহা আমমোক্তার নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড করা বিশেষ প্রয়োজন। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে অদ্যকার তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করিবার অনুরোধ করা হইতেছে।
Amal Kr. Sil Sharma
B.A.LL.B, Advocate
En. No. W. B 1375/1329/96

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শ্রী নীলকমল দেবনাথ (পিতা:- শ্রী নারায়ন দেবনাথ), সাং:- সন্ন্যাসীবাগান, ডাকঘর ও থানা:- রানাঘাট, জেলা: নদীয়া। বিগত ইংরাজী ২৩/০৫/২০২৫ তারিখে ৪০২৯ নম্বর বিক্রয় কোবালামূলে ১৫৫ নম্বর রানাঘাট মৌজায় ৬০০৪ নম্বর দাগের সম্পত্তি ক্রয় করেন। যাহা বিগত ইংরাজী ১৬/০৪/২০২১ তারিখের ১২৯ নম্বর আমমোক্তার নামাবলে দীপিতা সাধু সাহা পক্ষে শ্যামলী সাধু সাহা আমমোক্তার নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড করা বিশেষ প্রয়োজন। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে অদ্যকার তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করিবার অনুরোধ করা হইতেছে।
Amal Kr. Sil Sharma
B.A.LL.B, Advocate
En. No. W. B 1375/1329/96

NAME CHANGE

I, MINHAJUDDIN KHAN, S/o- KASHEM ALI KHAN, R/o: Ramdaspur, Deasin, Dist.- Purba Bardhaman, PIN- 713502, do hereby declare that my name has been inadvertently recorded as MINHAZ UDDIN KHAN, S/o- KASEM ALI KHAN in Passport. On 16.06.26 through affidavit no. 170 submitted before the Court of 1st Class Judicial Magistrate, Purba Bardhaman, I affirm that MINHAJUDDIN KHAN, S/o- KASHEM ALI KHAN and MINHAZ UDDIN KHAN, S/o- KASEM ALI KHAN is the same & one identical person.

আমি, SHIBSHANKAR MAJUMDER (OLD NAME), S/o Birendra Majumdar, গ্রাম + পো : রামপুর, P.S. সন্দেশখালী, উ: ২৪ পরগনা, PIN - 743329. গত ইং- 17-06-2026 বসিরহাট নোটারী পাবলিকে 1358 নং এফিডেভিট বলে SIB SANKAR MAJUMDAR (NEW NAME) নামে পরিচিত হইলাম। SHIBSHANKAR MAJUMDER (OLD NAME) এবং SIB SANKAR MAJUMDAR (NEW NAME) একই ব্যক্তি।

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, শ্রী অঞ্জন কুমার দাসের নামে ১৮.০৮.২০২২ তারিখের ২১.০৪ লাখ টাকার হোম লোন (এ/সি নং- ৪০৮৪৭৫১১০০০০০৭৪) অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত হোম লোনের জন্য নিম্নলিখিত অরিজিনাল সম্পত্তির নথিগুলি অফিস অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার-I, হাওড়া থেকে সংগৃহীত হয়েছে : (১) ২৩.০৮.২০২২ তারিখে সেল ডিড নং- ০৫০১০৫১২৫-এর জন্য নিবন্ধীত চুক্তি। (২) ১৪.১২.২০২৩ তারিখের নিবন্ধীকৃত ডিড অফ কনভেইয়েন্স নং- ০৫০১০৬০৫০। বর্তমানে উক্ত অরিজিনাল ডিডগুলির হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না এবং অনেক খোঁজ করেও তার সন্ধান পাওয়া যায় নি এবং ব্রাঞ্চ অফিসিয়াল কর্তৃক ভেরিফিকেশন করা হয়েছে অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার-I, হাওড়া থেকে সংগৃহীত করার পর।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শ্রী অনুপম দাস (পিতা:- সুধীর চন্দ্র দাস), সাং:- হিজুলী, ডাকঘর:- হিজুলী, থানা: ধানতলা, জেলা:-নদীয়া। বিগত ইংরাজী ১৮/১১/২০২২ তারিখে ১০১৩০ নম্বর বিক্রয় কোবালামূলে ১৫৫ নম্বর রানাঘাট মৌজায় ৬০০৪ নম্বর দাগের সম্পত্তি ক্রয় করেন। যাহা বিগত ইংরাজী ১৬/০৪/২০২১ তারিখের ১২৯ নম্বর আমমোক্তার নামাবলে দীপিতা সাধু সাহা পক্ষে শ্যামলী সাধু সাহা আমমোক্তার নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড করা বিশেষ প্রয়োজন। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে অদ্যকার তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করিবার অনুরোধ করা হইতেছে।
Amal Kr. Sil Sharma
B.A.LL.B, Advocate
En. No. W. B 1375/1329/96

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শ্রী রূপম শীল (পিতা:- মৃত তারক শীল), সাং:- রামনগর আইশতলা, ডাকঘর ও থানা:- রানাঘাট, জেলা: নদীয়া। বিগত ইংরাজী ২৪/০১/২০২৫ তারিখে ৬৮৯ নম্বর বিক্রয় কোবালামূলে ১৫৫ নম্বর রানাঘাট মৌজায় ৬০০৪ নম্বর দাগের সম্পত্তি ক্রয় করেন। যাহা বিগত ইংরাজী ১৬/০৪/২০২১ তারিখের ১২৯ নম্বর আমমোক্তার নামাবলে দীপিতা সাধু সাহা পক্ষে শ্যামলী সাধু সাহা আমমোক্তার নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড করা বিশেষ প্রয়োজন। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে অদ্যকার তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করিবার অনুরোধ করা হইতেছে।
Amal Kr. Sil Sharma
B.A.LL.B, Advocate
En. No. W. B 1375/1329/96

NAME CHANGE

I, Kingshuk Palchoudhury, S/O Tuhin Palchoudhury, resident of B-12-4, EKTP, phase 3, Kolkata 700107, have changed my surname from Pal Chowdhury to Palchoudhury and henceforth I shall be known as Kingshuk Palchoudhury vide affidavit no 50002 Dated 09/06/2026. Sworn before the first class Judicial Magistrate at Alipore court, Kolkata Kingshuk Pal chowdhury and Kingshuk Palchoudhury are the same and one identical person.

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শ্রী সুদেব দাস (পিতা:- শ্রী সন্তোষ দাস), সাং:- উত্তরপাড়া, ডাকঘর:- হালালপুর কৃষ্ণপুর, থানা:-ধানতলা, জেলা:- নদীয়া। বিগত ইংরাজী ২৫/০১/২০২৪ তারিখে ৭৫৬ নম্বর বিক্রয় কোবালামূলে ১৫৫ নম্বর রানাঘাট মৌজায় ৬০০৪ নম্বর দাগের সম্পত্তি ক্রয় করেন। যাহা বিগত ১৬/০৪/২০২১ তারিখের ১২৯ নম্বর আমমোক্তার নামাবলে দীপিতা সাধু সাহা পক্ষে শ্যামলী সাধু সাহা আমমোক্তার নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড করা বিশেষ প্রয়োজন। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে অদ্যকার তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করিবার অনুরোধ করা হইতেছে।
Amal Kr. Sil Sharma
B.A.LL.B, Advocate
En. No. W. B 1375/1329/96

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শ্রী কৌশিক কয়াল (পিতা:- শ্রী খোকন কয়াল), সাং:- ভাদুড়া, ডাকঘর:- রামনগর, থানা:-রামনগর, জেলা:- দক্ষিণ ২৪ পরগনা। বিগত ইংরাজী ১৬/১১/২০২৫ তারিখে ৭৭১১ নম্বর বিক্রয় কোবালামূলে ১৫৫ নম্বর রানাঘাট মৌজায় ৬০০৪ নম্বর দাগের সম্পত্তি ক্রয় করেন। যাহা বিগত ইংরাজী ১৬/০৪/২০২১ তারিখের ১২৯ নম্বর আমমোক্তার নামাবলে দীপিতা সাধু সাহা পক্ষে শ্যামলী সাধু সাহা আমমোক্তার নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড করা বিশেষ প্রয়োজন। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে অদ্যকার তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করিবার অনুরোধ করা হইতেছে।
Amal Kr. Sil Sharma
B.A.LL.B, Advocate
En. No. W. B 1375/1329/96

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শ্রীমতি কৃষ্ণা কর্মকার (স্বামী:- শ্রী স্বপন কর্মকার), সাং:- গাজনতলা, ডাকঘর:- হিজুলী, থানা:-ধানতলা, জেলা: নদীয়া। বিগত ইংরাজী ০৬/০৯/২০২৪ তারিখে ৬৮১১ নম্বর এবং বিগত ইংরাজী ২৭/০৪/২০২৬ তারিখে ২৭৯৮ নম্বর বিক্রয় কোবালামূলে ১৫৫ নম্বর রানাঘাট মৌজায় ৬০০৪ নম্বর দাগের সম্পত্তি ক্রয় করেন। যাহা বিগত ইংরাজী ১৬/০৪/২০২১ তারিখের ১২৯ নম্বর আমমোক্তার নামাবলে দীপিতা সাধু সাহা পক্ষে শ্যামলী সাধু সাহা আমমোক্তার নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড করা বিশেষ প্রয়োজন। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে অদ্যকার তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করিবার অনুরোধ করা হইতেছে।
Amal Kr. Sil Sharma
B.A.LL.B, Advocate
En. No. W. B 1375/1329/96

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শ্রীমতি সুকৃতি হাজরা (স্বামী:- শ্রী দীপঙ্কর হাজরা), সাং:-রাজবাগানপাড়া, ডাকঘর ও থানা:- রানাঘাট, জেলা:-নদীয়া। বিগত ইংরাজী ২৬/০৪/২০২৪ তারিখে ৩৩৩২ নম্বর বিক্রয় কোবালামূলে ১৫৫ নম্বর রানাঘাট মৌজায় ৭৬৭২ নম্বর দাগের সম্পত্তি ক্রয় করেন। যাহা বিগত ইংরাজী ২৫/১১/২০২২ তারিখের ১০৩৭৪ নম্বর আমমোক্তার নামাবলে রানাঘাট থানার অন্তর্গত পালচৌধুরী স্ট্রীট নিবাসী বাবলু মুখার্জী পক্ষে রানাঘাট থানার অন্তর্গত দে-চৌধুরী স্ট্রীট নিবাসী তন্ময় ঘোষ আমমোক্তার নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড করা বিশেষ প্রয়োজন। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে অদ্যকার তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করিবার অনুরোধ করা হইতেছে।
Amal Kr. Sil Sharma
B.A.LL.B, Advocate
En. No. W. B 1375/1329/96

সত্যমেব জয়তে
Government of India
Ministry of Ayush

সত্যমেব জয়তে
Government of West Bengal

Yoga 365
Embrace Yoga, 365 Days a Year!

International day of yoga

12th INTERNATIONAL DAY OF YOGA

21st JUNE 2026 | WEST BENGAL

Yoga For Healthy Ageing

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে
যোগের প্রত্যাবর্তন উদ্‌যাপন করুন

SHRI NARENDRA MODI
HON'BLE PRIME MINISTER

SHRI SUVENDU ADHIKARI
HON'BLE CHIEF MINISTER OF WEST BENGAL

১৯ শে জুন

দৌড় থেকে ধ্যান

সকাল ৫:৩০ থেকে

কলকাতার ১১টি স্থানে ২ কিলোমিটার যোগ রান

- পি.এ.সি টেন্ট ময়দান
- এলিয়ট পার্ক
- আর.এস.এম স্কোয়ার (সেন্ট্রাল)
- টালা পার্ক (বেলগাছিয়া)
- সুভাষ সরোবর (বেলিয়াঘাটা)
- ক্যাপ্টেন ভেরি (ই.এম. বাইপাস)
- গোলপার্ক (বিবেকানন্দ পার্ক)
- গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম (কসবা)
- কে.এফ.আর গ্রাউন্ড (বেহালা)
- সংঘমিত্রা স্কুল মাঠ (ওয়েস্ট পোর্ট)
- চন্ডিপুরা রাংসারা গ্রাউন্ড (ভাঙড়)

যাত্রার সূচনা করবেন
পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
শ্রী শুভেন্দু অধিকারী

২০ শে জুন

মেগা ড্রোন শো এবং কালচারাল কার্নিভাল

বিকেল ৫:৩০ থেকে

প্রিন্সেপ ঘাট ও মিলেনিয়াম পার্ক

মেগা ড্রোন শো-এ রাত ৮ টায় কলকাতার আকাশে উড়বে ৩০০০ ড্রোন। কালচারাল কার্নিভাল
ফুড স্টল। ফটো বুথ। এন্টারটেনমেন্ট
পেন্ট ইট. ক্লিক ইট. প্রতিযোগিতা। স্যান্ড আর্ট। লেজার শো

২১ শে জুন

সম্মিলিত যোগ প্রদর্শনী

সকাল ৫:০০ থেকে

রেড রোড, কলকাতা

বক্তব্য রাখবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শ্রী নরেন্দ্র মোদী

৫০০ নৌকায় যোগ প্রদর্শন
গিনেস বিশ্বরেকর্ড প্রচেষ্টা

ICA-D914(10)/2026

শহরের খবর

আর জি কর কাণ্ডে নয়া মোড় শ্মশানে এলেন তদন্তকারীরা

উজ্জ্বল দত্ত, কলকাতা ও প্রতীতি ঘোষ, বারাকপুর : বিধানসভা ভোটের আগে পানিহাটিতে গিয়ে সেসময়ের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কথা দিয়েছিলেন ক্ষমতায় এলে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে তরুণী ডাক্তারকে ধর্ষণ ও খুনের মামলার নতুন করে ফাইল খোলা হবে। সেই মতো নতুন সরকার আসার পর থেকেই আর জি কাণ্ডে একের পর এক অ্যাকশন নিচ্ছে বিজেপি সরকার। এরমধ্যেই ৩জন আইপিএস আধিকারিককে সাসপেন্ড করেছে প্রশাসন। নতুন করে সক্রিয় হয়েছে সিবিআইয়ের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। তদন্তের অংশ হিসেবে বুধবার পানিহাটি শ্মশানঘাটে পৌঁছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। ২০২৪ সালের ৯ আগস্ট নিহত ডাক্তারের দেহ ওই শ্মশানেই দাহ করা হয়েছিল। সেসময় মৃতার পরিবার অভিযোগ করেছিল, খুবই তাড়াহুড়ো করে দাহকাজ করা হয়েছিল। কেন এত তাড়াতাড়ি করে দেহ দাহ করা হয়েছিল, কারা সেই প্রক্রিয়ার পেছনে ছিল ও সেই দিনের ঘটনাক্রমে কোনও অসঙ্গতি ছিল কিনা, তারই উত্তর খুঁজতে শ্মশানঘাটে যান তদন্তকারীরা। কেউ দাহ কাজে তাড়া দিয়েছিল কিনা, নিহত ডাক্তারের দেহ তড়িঘড়ি সৎকার করে ফেলার জন্য কোনও প্রভাবশালীর চাপ ছিল কিনা খোঁজ নিচ্ছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, শ্মশানের কর্মী ও সংশ্লিষ্ট লোকেদের সঙ্গে কথা বলে ওই দিনের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছে সিবিআই। ২০২৪ সালের ৯ আগস্ট রাতে পানিহাটি শ্মশানে ঠিক কী ঘটেছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ জানতে, পানিহাটি শ্মশানের অফিসে কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। অভয়ার দেহ সৎকারের রাতের রেজিস্ট্রার চেক করা হয়। বিভিন্ন কাগজ বিশেষ করে অভয়ার মৃতদেহ পোড়ানোর দিনের নথিপত্র খতিয়ে দেখেন। এরপর তারা আবার চলে যায়। এদিনের তদন্ত সম্পর্কে শ্মশানঘাটে থাকা কর্তব্যরত পুরকর্মী বলেন, 'ওই রাতে ঠিক কী কী ঘটনা ঘটেছিল অভয়ার মৃতদেহ ঘিরে সেই সবকিছু জানতে চাওয়া হয়েছে আমার কাছে। সেই রাতে আরো ২টি মৃতদেহ এসেছিল। যাদের লাইন অভয়ার মৃতদেহের আগে থাকা সত্ত্বেও অভয়ার মৃতদেহকেই আগে পোড়ানো হয়। তাঁর মা মৃতদেহের সব কাজ করেন।' এর আগে সোমবার সিবিআইয়ের পূর্বাঞ্চলীয় যুগ্ম অধিকর্তা রাজেশ প্রধানের নেতৃত্বে ৬ সদস্যর এক তদন্তকারী দল আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে যায়। এপ্রসঙ্গে অভয়ার মা তথা বিজেপি বিধায়ক রত্না দেবনাথ বলেন, 'আমরা গিয়ে দেখেছিলাম সেমিনার হলে কিছুই ঘটেনি। সিএফএলএস রিপোর্টেও তাই বলেছে যে, সেমিনার হলে কিছুই ঘটেনি। আমার মেয়েকে অন্য জায়গায় খুন করা হয়েছে। পরে সেমিনার রুমে ওর দেহ রাখা হয়েছে। মেয়ের মুখে একাধিক ক্ষত ছিল। গলায় আঙুলের ছাপ ছিল। যারা ময়নাতদন্ত করেছে তারা সেগুলো কোনও তদন্তের আওতায় আনেনি।'

নব বারাকপুর পুরবোর্ড ভাঙল

অলক আচার্য, নব বারাকপুর : নব বারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা পদত্যাগ করেছিলেন ১ জুন। তারপরে উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস পদত্যাগ করেন ৯ জুন। পুরসভায় একটা অচলাবস্থা তৈরি হয়। পুরপ্রতিনিধিরা সঠিকভাবে ওয়ার্ডের কাজ করতে পারছিলেন না। মঙ্গলবার পুরসভার ১৫জন কাউন্সিলর জরুরি বৈঠক শেষে সিদ্ধান্ত নেন বারাকপুর এসডিওকে চিঠি দেওয়া হবে। যেখানে তাঁরা প্রাক্তন উপপুরপ্রধান মিহির দে'র নাম তাঁরা সম্ভাব্য পুরপ্রধান হিসেবে পেশ করে মহকুমাশাসকের কাছে ইমেল করা হয়। বুধবার আচমকাই ২০টি ওয়ার্ডের বাকি ১৭ জন পুর প্রতিনিধি একে একে ইস্তাফা দেন। এই ঘটনার পর বুধবার নব বারাকপুর পুরসভার পুরবোর্ড পুরোপুরি ভেঙে যায়।

গ্রেফতার তৃণমূল নেতা, কড়া নিরাপত্তায় আদালতে পেশ

রবীন্দ্রনাথ প্রামাণিক, বারাবনি : ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পর অশান্তির মামলায় বারাবনি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অসিত সিংয়ের ভাই তথা তৃণমূল নেতা ইন্দ্রজিৎ সিংহ ওরফে পিন্টু সিংহকে গ্রেফতার করেছে বারাবনি থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে চলা তদন্তের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তার মধ্যে আসানসোল জেলা আদালতে তৃণমূল নেতাকে হাজির করা হয়। থানা ও আদালত চত্বরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যদিও অভিযুক্ত বা তার পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

নীতি, আদর্শ ও গণতন্ত্রর অভাবে তৃণমূল দল ভেঙে পড়ছে : রাহুল সিনহা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : বুধবার সল্টলেকে বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে বক্তব্য রাখেন রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দুর্নীতির তদন্ত, অনুপ্রবেশ, শিল্পায়ন, পশ্চিমবঙ্গ দিবস ও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান নিয়ে বক্তব্য রাখেন। রাহুল সিনহা বলেন, 'মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই আগের সরকারের আমলে সংঘটিত একাধিক দুর্নীতির ঘটনা সামনে আসতে শুরু করেছে। কাটমানি, তোলাবাজি, আবাস প্রকল্প ও নানা সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগগুলো এখন তদন্তের মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করার ষড়যন্ত্র চলেছে বলে বিজেপি অভিযোগ করে এসেছে। বর্তমানে বিভিন্ন তদন্ত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যেম সেই অভিযোগের সত্যতা সামনে আসছে।' তৃণমূল কংগ্রেসের আজকের অবস্থা নিয়ে রাহুল সিনহা বলেন, 'দলে নীতি, আদর্শ ও গণতন্ত্রের অভাবের কারণেই দলটি এভাবে ভেঙে পড়ছে। বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গে শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগও শুরু হয়েছে।' ২০ জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' উপলক্ষে তিনি বলেন, 'এই দিনটি কোনও রাজনৈতিক দলের নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গের দিন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ঐতিহাসিক ভূমিকার ফলেই পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল।'

দুর্গাপুরে শিল্পপতিদের আশ্বস্ত করলেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী অজয় পোদ্দার

সুবীর রায়, দুর্গাপুর : বুধবার দুর্গাপুরের এক বেসরকারি হোটেলে শিল্পপতিদের সংবর্ধনা সভায় ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী ডাঃ অজয় পোদ্দার। সেখানে তিনি বলেন, 'শিল্প সম্ভাবনাই বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অনেক নতুন শিল্প আসবে। বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শিল্প কারখানা গড়তে সবরকম সহযোগিতা করবে রাজ্য সরকার। এবার ভয়মুক্ত বাংলা গড়তে বন্ধ শিল্পকারখানাও খোলা হবে। কর্মসংস্থান বাড়াতে শিল্প কলকারখানাই মূল ভরসা। রাজ্যের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আনা হবে। ঝাড়খণ্ডের মতো এরাজ্যে বিদ্যুতের দাম সমান রাখার জন্য ডিভিসির সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা করা হবে। বর্ধিত বিল সব শিল্পপতিরা দিতে পারবেন না। কারখানা সহ লাগোয়া এলাকায় পর্যাপ্ত জল সরবরাহের জন্য কৃষি দফতরের মাধ্যমে দামোদরে চেক ড্যাম তৈরি করা হবে।' এদিনের সভায় হাজির থাকা শিল্পপতিরা মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে প্রচুর অভিযোগ করেন। তাঁদের অভিযোগ, শুধু দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে ৪০টি কারখানা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। কারখানার মালিকরা বিপাকে পড়েছেন। তৃণমূল নেতাদের দৌলতে একজন শ্রমিক সারাদিনে ৪টি কারখানায় কাজ করছেন। তাঁদেরকে কাজ থেকে ছাড়ানো যাচ্ছে না। প্রতিবাদ করলে কারখানার কেবিল লাইন চুরি করে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিচ্ছে অপরাধীরা। স্থানীয় কোক ওভেন থানায় অভিযোগ জানানোর পরেও পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে না। শিল্পপতিদের অভিযোগ শুনে মন্ত্রী অজয় পোদ্দার বলেন, 'অপরাধীদের কারখানা এলাকায় গুণ্ডাগিরি বন্ধ করতে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা হবে। কলকারখানা চত্বরে সমাজ বিরোধীদের রাজ চলবে না।'

নয়া সাফল্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের

বিপুন ভট্টাচার্য, বর্ধমান : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষকের উদ্ভাবিত নতুন পদ্ধতির জন্য সম্প্রতি ভারত সরকারের পেটেন্ট মঞ্জুর হয়েছে। এই আবিষ্কারের পেটেন্ট ২০২৬ সালের ১০ মার্চ মঞ্জুর করা হয়েছে। পেটেন্ট নথি অনুযায়ী, এই গবেষণার মূল বিষয় হল বিশেষ ধরনের ন্যানো-কণা বা 'কোয়ান্টাম ডট'-এর সঙ্গে এক জৈব অণুর স্বতঃস্ফূর্ত সংযুক্তিকরণ ও সেই প্রক্রিয়ায় শক্তি স্থানান্তরের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা। গবেষকদের দাবি, ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি শক্তি সঞ্চয়, সেন্সর প্রযুক্তি, আলোক-নির্ভর যন্ত্র ও উন্নত ন্যানো-উপাদান তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অধ্যাপক সুমন্ত ভট্টাচার্য, শুভেন্দু দে, ড. সুব্রত নায়ক, শালমলী ভট্টাচার্য ও ড. শ্রাবন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়। পেটেন্টের আবেদনকারী হিসেবে রয়েছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। গবেষক সুমন্ত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, কোয়াণ্টাম ডটস নিয়ে ২০০৭ - ২০০৮ সালে বিদেশে গবেষণা শুরু হয়েছে। বর্ধমান বিশ্বিদ্যালয়ে ২০২৪ সালের শেষ থেকে কাজ শুরু হয়েছে। এই গবেষণায় ৫ জন ছিলেন।

শুভেন্দু, দিলীপের প্রশংসা করে তৃণমূল ছাড়লেন প্রদীপ সরকার

সুমনকুমার দাস, খড়্গপুর : খড়্গাপুরে তৃণমূলের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক শেষ করলেন খড়্গাপুর সদরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা পুরপ্রধান প্রদীপ সরকার। মঙ্গলবারই তাঁকে মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েছিল দল। বুধবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি বলেন, 'ব্যক্তিগত কারণে তৃণমূলের জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। দলের যাবতীয় পদ ও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলাম। তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছি।' তবে প্রদীপ সরকার কাউন্সিলর পদ থেকে ইস্তফা দেননি। তিনি পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। তিনি বলেন, 'কাউন্সিলর পদেও থাকতে চাই না। কিন্তু বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার জন্য ওয়ার্ডের মানুষের কাউন্সিলরের শংসাপত্র দরকার হয়। একজন কাউন্সিলর হিসেবে মানুষকে পরিষেবা দেওয়া আমার দায়িত্ব।' দল ছাড়া নিয়ে প্রদীপ সরকার বলেন, 'যাঁরা ৬/৭ টা পদ নিয়ে বসেছিলেন তাঁরা দলে নেই। আর আমাকে তো দল ২০২২ সালে কোনো কারণ ছাড়াই পুরপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। মেদিনীপুর জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা নানাভাবে অপমান করতেন। উনিও এখন দল থেকে দূরে সরে গিয়েছেন তাই তৃণমূলের দেওয়া পদ গ্রহণ করছি না। কোন দলে যাব এখনই বলার সময় আসেনি। খড়্গাপুর উপনির্বাচনে শুভেন্দুদার নেতৃত্বেই তৃণমূলের টিকিটে বিধায়ক হয়েছিলাম। মেদিনীপুর থেকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শুভেন্দুদা। তিনি যে উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়েছেন তাতে আমি খুশি ও গর্বিত। খড়্গাপুরের বিধায়ক দিলীপ ঘোষ রাজ্যের মন্ত্রী হয়েছেন। ভালো কাজ করছেন। দিলীপদার নেতৃত্বে খড়্গাপুরের আরও অনেক উন্নয়ন হবে।'

ভিডিও ভাইরাল করে ধৃত প্রেমিক

অগ্নি বন্দ্যোপাধ্যায়, অণ্ডাল : অণ্ডাল থানার মধুসূদনপুর কোলিয়ারি এলাকায় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নাবালিকার সঙ্গে সহবাস ও ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল করার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন প্রেমিক রোহিত মুর্মু (২১)। অভিযুক্তকে বুধবার আদালতে হাজির করে পুলিশ। অভিযোগ, রোহিত এলাকার এক নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তার সঙ্গে সহবাস করে। এমনকী সহবাসের ভিডিও তুলে রাখতেন তাঁর নিজের মোবাইলে। ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের সেই ভিডিও যুবকটি সমাজ মাধ্যমে ছেড়ে দেন। বিষয়টি মেয়েটির পরিবারের নজরে এলে তারা মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্য রোহিতকে বলে। কিন্তু ওই যুবক বিয়ে করতে অস্বীকার করেন। এরপরই মেয়েটির পরিবার অণ্ডাল থানার রোহিতের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পাওয়ার পর মঙ্গলবার তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

Office Of The
PINGLA PANCHAYAT SAMITI
Vill+ P.O - Pingla, Dist - Paschim Medinipur
e-Tender
office of the Pingla Panchyat Samiti invites Tender
NOTICE INVITING E- TENDER NO.

NIT NO.	Last Date of Application
Pingla/e-NIT/15th FC/02/2026-27	26.06.2026 Upto 16:00 Hrs.

Details of the Tender notice is available in website wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Pingla Panchayat Samiti

পাঞ্জাব নেশনাল বৈঙ্ক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !
জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন, সার্কেল অফিস নদীয়া, কৃষ্ণনগর,
১/৪ পণ্ডিত এল. কে. মৈত্র রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া-৭৪১১০১/ই-মেল : Conadiagad@pnb.bank.in

শাখার জন্য জায়গা দরকার

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের শাখার জন্য একটি তৈরি এবং সুগঠিত হলটাইপ বিল্ডিং যার কার্পেট এরিয়া **১২০০-১৬০০ বর্গফুট** লিজ/ভাড়ার ভিত্তিতে দরকার। প্রেমিসেসটি **বেথুয়াডহরি, নদীয়া, প.ব.-৭৪১১২৬**-তে বিদ্যমান শাখার থেকে ৫০০ মিটার দূরের মধ্যে গ্রাউন্ড ফ্লোরে হতে হবে এবং যদি ফার্স্ট ফ্লোরে হয়, তাহলে লিফটের সুবিধা থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রেমিসেসটিকে স্ট্যাটুটরি অথরিটির কাছ থেকে সমস্ত রকম ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট থাকতে হবে। কাঙ্খিত এলাকায় অবস্থিত এমন প্রেমিসেসের আগ্রহী মালিক/নিবন্ধিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির হোল্ডাররা যাঁরা দীর্ঘমেয়াদি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১৫ বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য লিজে প্রেমিসেসটি দিতে ইচ্ছুক, তাঁরা নির্ধারিত ফর্ম্যাটে তাঁদের প্রস্তাব পাঠাতে পারেন যা বেথুয়াডহরি শাখায় অফিস চলাকালীন সময় যোগাযোগ করে সংগ্রহ করা যাবে। যথাযথভাবে সিল এবং স্বাক্ষরিত সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি **০৩.০৭.২০২৬ তারিখে (বিকেল ৫টার মধ্যে)** উপরের ঠিকানায় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কাছে পৌঁছাতে হবে।
ব্যাঙ্ক কোনো প্রকার ব্রোকারেজের ফী দেবে না। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার পূর্ণ অধিকার ব্যাঙ্কের আছে।
যোগাযোগের বিশদ : ৯৮৬৪০৯৭২১৬ (চিফ ম্যানেজার, জিএসএডি) -স্বা-
তারিখ : ১৮.০৬.২০২৬ সার্কেল হেড

আধাটা গ্লোবাল লিমিটেড
৩২ চৌরঙ্গী রোড, ওম টাওয়ার, অষ্টম তল, কলকাতা - ৭০০০৭১
CIN : L18101WB1993PLC060752,
যোগাযোগের নম্বর : ০৩৩-২২২৬ ৩৭৮০,
ই-মেল : compliance.mvcl@gmail.com
ই-ভোটিং ও বুক ক্লোজার এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ১৪ জুলাই, ২০২৬ তারিখে বেলা ১১টায় এজিএম এর বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত সাধারণ ও বিশেষ ব্যবসায়িক কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্য ৩২ চৌরঙ্গী রোড, ওম টাওয়ার, অষ্টম তল, রুম নং- ৮০৫ কলকাতা - ৭০০০৭১-এ অনুষ্ঠিত হবে।
কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ এর সেকশন ৯১ সহ কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ এর ১০ নম্বর রুল অনুযায়ী, কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বার্স ও শেয়ার ট্রান্সফার বুক ৮ জুলাই, ২০২৬ থেকে ১৪ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত (দু'টি দিন ধরে) এজিএম এর কারণে বন্ধ থাকবে।
এজিএম এর বিজ্ঞপ্তি সহ ২০২৫-২৬ বার্ষিক বিবরণী কোম্পানি পাঠিয়ে দিয়েছে। রিমোট ই-ভোটিং এর জন্য প্রয়োজনীয় ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড কোম্পানি সদস্যদের পাঠিয়েছে।
কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ এর সেকশন ১০৮ সহ কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ এর ২০ নম্বর রুল, যা কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস ২০১৫ দ্বারা সংশোধিত এবং লিস্টিং রেগুলেশন্স এর ৪৪ নম্বর রেগুলেশন অনুযায়ী সদস্যদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে রিমোট ই-ভোটিং এর সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। কোম্পানি রিমোট ই-ভোটিং এর সুবিধা পেতে এনএসডিএল এর পরিষেবা পাবে।
রিমোট ই-ভোটিং এর বিশদ তথ্য নীচে দেওয়া হল :
(১) রিমোট ই-ভোটিং শুরু হওয়ার দিন ও সময় : ১১.০৭.২০২৬ তারিখে সকাল ৯টা।
(২) রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার দিন ও সময় : ১৩.০৭.২০২৬ তারিখে বিকেল ৫টা।
(৩) এই সময়ের পর আর রিমোট ই-ভোটিং এর সুবিধা থাকবে না : ১৩.০৭.২০২৬ তারিখে বিকেল ৫টার পর।
(৪) কাট অফ তারিখ ০৭.০৭.২০২৬।
(৫) রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া প্রয়োগ করার পরও কোনো সদস্য সাধারণ সভায় অংশ নিতে পারেন কিন্তু সভায় আর ভোট দিতে পারবেন না; ও
(৬) কাট অফ তারিখের হিসাবে ডিপোজিটরিস দ্বারা পরিচালিত বেনিফিশিয়াল ওনার্সের রেজিস্টারে বা সদস্যদের রেজিস্টারে যে ব্যক্তির নাম নথিভুক্ত থাকবে তিনিই একমাত্র রিমোট ই-ভোটিং ও সভায় ভোটের সুবিধা পাবেন।
(৭) কোম্পানির ওয়েবসাইট www.mvcotspinltd.com ও ন্যাশনাল সিকিওরিটিস ডিপোজিটরি লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com -এ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি আপলোড করা থাকবে।
(৮) ই-ভোটিং সংক্রান্ত আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে ই-মেল করতে পারেন compliance.mvcl@gmail.com বা যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায় : মি. বিবেক আগরওয়াল, ফোন নং- ০৩৩ ২২২৬৩৭৮০, ই-মেল আইডি : compliance.mvcl@gmail.com

বোর্ড অফ ডিরেক্টরের আদেশানুসারে
স্বাক্ষর
আধাটা গ্লোবাল লিমিটেড এর পক্ষে
সাকেত খেমকা
কমপ্লায়েন্স অফিসার
Membership No. A75501
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬.০৬.২০২৬

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
PROCUREMENT OF VARIOUS RETURN AND CARRIER ROLLERS FOR CONVEYING ROUTES, CHP-MM, BTPS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BTPS/CC-5649, Dtd: 15/06/26
NIT No: WBPDCL/BTPS/NIT/E2846/26-27/1326814
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager BTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 02 (two) Part bid system for **"Procurement of various return and carrier rollers for conveying routes, CHP-MM, BTPS". Tender Document Download Start Date:** 24.06.2026 at 15:00 Hrs. **Bid Submission End Date:** 17.07.2026 at 16:00 Hrs. **Contact Person:** Mrs. Ranjana Bhaduri, Add. General Manager (M&C). **Contact No.:** 033-2681-2311. **E-mail:** purchase_btps@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA-T10405(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
SERVICE CONTRACT FOR ENGAGEMENT OF HME AND DOZER OPERATORS AND ENGAGEMENT OF OPERATORS FOR ROUND THE CLOCK OPERATION OF SKID STEER LOADER (MAKE: BOBCAT) FOR TWO YEARS FOR DIFFERENT JOBS UNDER CHP (O) DEPT. OF STPS, WBPDCL
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/STPS/CC-5655, Dtd: 16/06/26
NIT No: WBPDCL/STPS/NIT/E4392/26-27/1377528
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, STPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **"Service contract for engagement of HME and Dozer operators and Engagement of operators for round the clock operation of Skid Steer Loader (Make: BOBCAT) for Two years for different jobs under CHP (O) deptt. of STPS, WBPDCL". Tender Document Download Start Date:** 22.06.2026 from 11:00 Hrs., **Bid Submission End Date:** 15.07.2026 within 16:00 Hrs. **Contact Person:** Mr. G. C. Maji. **Contact No.:** 8336903939/ 9147338296. **E-mail:** gcmaji@wbpdcl.co.in/ cc_stps@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA-T10401(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
BIENNIAL MAINTENANCE CONTRACT FOR C&I SYSTEM (MANDATORY, OVERHAULING & OTHER JOBS) UNDER THE SCOPE OF C&I-II DEPTT. (2X500 MW), SGTPP
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/SGTPP/CC-5656, Dtd: 16/06/26
NIT No: WBPDCL/SGTPP/NIT/E4098/26-27/1317760 Dtd: 01/06/2026
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, SGTPP, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 3 Part bid system for the job **"Biennial Maintenance Contract for C&I System (Mandatory, Overhauling & other Jobs) under the scope of C&I-II deptt. (2x500 MW), SgTPP." Tender Document Download Start Date:** 18-06-2026 at 10:00 Hrs. **Bid Submission End Date:** 18-07-2026 at 15:00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Jaydeep Kundu [Dy. General Manager (Contracts)]. **Contact No.:** 8336903930. **E-mail:** jkundu@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA-T10407(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
PROCUREMENT OF VARIOUS STEEL ITEMS (DECK SHEET) REQUIRED FOR VARIOUS ROUTE AT CHP, BTPS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BTPS/CC-5651, Dtd: 15/06/26
NIT No: WBPDCL/BTPS/NIT/E2844/26-27/E1441404
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager BTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 02 (two) Part bid system for **"Procurement of various steel items (Deck Sheet) required for various route at CHP, BTPS". Tender Document Download Start Date:** 22.06.2026 at 15:00 Hrs. **Bid Submission End Date:** 15.07.2026 at 16:00 Hrs. **Contact Person:** Mrs. Ranjana Bhaduri, Add. General Manager (M&C). Contact No.: 033-2681-2311. **E-mail:** purchase_btps@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA-T10402(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DIRECTORATE OF PUBLIC HEALTH ENGINEERING
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, RESOURCES DIVISION
Janaswasthya Karigari Bhawan (NIJALAYA),
C.N.B. STREET NO- 18, CN BLOCK, SECTOR-V
BIDHANNAGAR, Kolkata - 700 091.
NOTICE INVITING E-TENDER
NOTICE INVITING E-TENDER NO.: WBPHED/EE/RS/e01/2026-2027
TENDER ID : 2026_PHED_1027944_1
Engagement of 2 (Two) no. Group-D cum Office Attendant on monthly contractual basis for the office of the Executive Engineer, Special Investigation Division, P.H.E. Dte., for a period of 12 (twelve) months. **Pre-qualification, Technical & Financial bid Submission starting date (online) (12-Jun-2026 06:30 P.M.) Pre-qualification, Technical & Financial bid Submission closing date (online) (23-Jun-2026 02:00 P.M.)** For detail Log on to : www.etender.wb.nic.in Sd/- Executive Engineer, Resources Division, Public Health Engineering Directorate, Govt. of West Bengal.
ICA-T10394(3)/2026

নাম ও পদবি পরিবর্তন
আমি **SANCHITA MAHATO @ SARDAR (Aadhaar No. 3603 5319 8315), D/o- HAREN SARDAR,** গ্রাম- বেড়মজুর, পোঃ- বেড়মজুর হাটখোলা, **P.S-** সন্দেশখালী, উঃ ২৪ পরগনা। গত ইং **11-06-2026** বসিরহাট নোটারী পাবলিকে হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়া **SANCHITA MAHATO (SARDAR)** থেকে **AMINA BIBI** একই ব্যক্তি হইলাম।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male Dead body,** found on 20.05.2026, at about 07.10 hrs, Lying at KM 63/10 on DN Line main line No-02, Description of this dead body is: **Age-** 65 Years (Approx), **Sex:** Male, **Complexion**-Sallow, **Height**-5 Feet 6 Inch (Approx), **Build**- Thin, **Hair**-white, **Wearing**- (i) Blue check lungi. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.
ICA-D877(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Tapan Kumar Das,** Father's Name - **Lt. Tarapada Das,** of Vill - Gilaberia Daspara, PO + PS- Deganga, Dist - North 24 Parganas, WB, who has been missing Since 20.05.2023, at about 08.00 hrs, Residential area under PS - Deganga, Description of this missing person is: **Age -** 36 Years, **Complexion -** Sallow, **Height** - 5 Feet 4 Inch, **Wearing** - Half Pant & Red Genji, **Language** - Bengali. **Identification Mark** - Two hans are Amputed. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120
ICA- D871(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice inviting e-Tender
Secretary, Jhargram Zilla Regulated Market Committee invites e-Tender from the eligible contractors. (Submission of Tender is to be made online through the website : https//wbtenders.gov.in NIT No. **WB/JZRMC/e NIT-01/2nd Call/2026-27 vide memo no. 296 /ZRMC dated 12.06.2026.** Title & Ref. No./Tender ID : **2026_WBSMB_1027782_1**
Detail information will be obtained from the website.
Sd/-
S. Chakroborty, Secretary,
Jhargram Zilla Regulated
Market Committee

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tenders from bonafide bidders as per GO are invited by the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division No.II. e-N.I.T. No. 30 of 2025-26 (3rd Call) Tender for the work :- Construction of Memorial for tourist attraction near Katra Masjid, Murshidabad (Civil work). Estimated Amount put to tender Rs.89,03,158.00; Tender ID : 2026_WBPWD_5015619_1. Details may be obtained from office during working hours and also from http://www.wbpwd.gov.in & http://wbtenders.gov.in Bid submission staring date and time 20.06.2026 from 6:55 pm (IST) & Bid submission end date and time 06.07.2026 upto 2:00 pm (IST).
N.B.-Any corrigendum/ and addendum, if issued for this eNIT will be published in Online mode only. Sd/- Executive Engineer, P.W.D. Berhampore Division No.II.
ICA-T10456(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tenders from bonafide bidders as per GO are invited by the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division No.II. e-N.I.T. No. 30 of 2025-26 (3rd Call) Tender for the work :- Construction of Memorial for tourist attraction near Katra Masjid, Murshidabad (Civil work). Estimated Amount put to tender Rs.89,03,158.00; Tender ID : 2026_WBPWD_5015619_1. Details may be obtained from office during working hours and also from http://www.wbpwd.gov.in & http://wbtenders.gov.in Bid submission staring date and time 20.06.2026 from 6:55 pm (IST) & Bid submission end date and time 06.07.2026 upto 2:00 pm (IST).
N.B.-Any corrigendum/ and addendum, if issued for this eNIT will be published in Online mode only. Sd/- Executive Engineer, P.W.D. Berhampore Division No.II.
ICA-T10445(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Annexure to the Memo No. 2116-WT/TPT-11011(11)/8/2026 Dated 17.06.2026
CORRIGENDUM
Portal address as mentioned in the memo no. 2065-WT/TPT-11011(11)/8/2026 dated 15.06.2025 of Transport Department, Govt. of W.B. should be read as https://tenders.wb.gov.in instead of https://wbtenders.gov.in. The other contents of the aforesaid memo shall remain unchanged.
Sd/- Assistant Secretary to the Govt. of W.B.
ICA-T10410(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tenders are invited from the bonafide Firms/Owners to provide 02 (Two) Wooden Motor Launches (NIT No. WBP/HRD/NIT-01/2026-27) for the use of Howrah Rural District Police on hiring basis for the Financial Year 2026-27. Intending Firms/Owners are requested to submit the tender within 14 (Fourteen) days from the date of publication. Tender will be opened on 14 + 02 day from the date of publication at 12.00 hrs. Tender paper can be downloaded from https://wbtenders.gov.in
Sd/- Superintendent of Police, Howrah Rural District.
ICA-T10397(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Tender is invited by The Executive Engineer, New Town Kolkata W/S Divn.-II, P. H. E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. PHE/NTKD-II/e-24 OF 2026-2027 ID: 2026_PHED_1028353_1 for Sl No. 1 (i) Last date of submission : 03.07.2026 Upto 12:00 p.m. (ii) Date of Opening: 06.07.2026 After 12:00 p.m. (iii) Intending Bidders are requested to visit the website: http://wbtenders.gov.in Sd/- For Executive Engineer, New Town Kolkata W/S Divn.-II, P.H.E. Dte.
ICA-T10393(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER
WBIW/SE/CE(SW)/NIT-02e/2026-27(2nd Call)
On behalf of the Governor of West Bengal Superintending Engineer attached to Chief Engineer, South West, Khasjungle, Abas, Paschim Medinipur invites online tender for 1(One) no. civil work named:- 1. "Bank protection work at right bank of river Rupnarayan for a length of 300 m near Denan Irrigation Bunglow at Denan, Mouza Amalhanda, GP Amalhanda, Block & P.S. Kolaghat, District Purba Medinipur." A.P.T. ₹ 2,00,55,610.00. Tender forms and other details may be obtained from the departmental website www.wbiwd.gov.in and https://etender.wb.nic.in (direct site). Online document Download, Bid submission of Technical & Financial Bids with others documents end date is 09.07.2026 upto 14:00 hrs. [Sd/- S. N. Hait] Superintending Engineer attached to chief Engineer, South West, Irrigation & Waterways Directorate, Khasjungle, Abas, Midnapore.
ICA-T10388(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NRS Medical College & Hospital , Kol-14
E-Tender Notice(1st Call)
MSVP, NRS Medical College &Hospital Inviting E-Tenders for supply of medicine for various department at NRS Medical College & Hospital vide two NIT no: 229/2026-2027 and NIT no: 228/2026-2027 dated : 15.06.2026 from reputed Vendor/manufacturer/direct importer/ distributors or other eligible suppliers are invited to participate, Detailed tender information, terms, and conditions are available on the following websites:- wbtenders.gov.in & wbhealth.gov.in Sd/- MSVP, NRSMC&H.
ICA-T10375(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
On behalf of the Govt. of West Bengal, E-Tender 3rd call vide Memo No. RIO-2026/566 is invited by the Director, Regional Institute of Ophthalmology (RIO), MCH Campus, Kolkata – 700 073, for Selection of Indian or Foreign Manufacturers or their Indian Importer/ Authorized Agent/Authorized Distributors towards purchase of different items, in **Regional Institute of Ophthalmology, Kolkata – 700 073.** Technical & Financial Bid Submission Closing Date : 08/07/2026 at 6:00 P.M. For Detail, Please visit the website https://wbtenders.gov.in or http://riokolkata.in/ or the Office of the Undersigned. Sd/- Director, RIO, MCH Campus, Kolkata-73.
ICA-T10373(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
On behalf of the Govt. of West Bengal, E-Tender 2nd call vide Memo No. RIO-2026/567 is invited by the Director, Regional Institute of Ophthalmology (RIO), MCH Campus, Kolkata – 700 073, for Selection of Indian or Foreign Manufacturers or their Indian Importer/ Authorized Agent/Authorized Distributors towards purchase of different items, in **Regional Institute of Ophthalmology, Kolkata – 700 073.** Technical & Financial Bid Submission Closing Date : 08/07/2026 at 6:00 P.M. For Detail, Please visit the website https://wbtenders.gov.in or http://riokolkata.in/ or the Office of the Undersigned. Sd/- Director, RIO, MCH Campus, Kolkata-73.
ICA-T10372(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
On behalf of the Govt. of West Bengal, E-Tender 2nd call vide Memo No. RIO-2026/569 is invited by the Director, Regional Institute of Ophthalmology (RIO), MCH Campus, Kolkata – 700 073, for Selection of Indian or Foreign Manufacturers or their Indian Importer/ Authorized Agent/Authorized Distributors towards purchase of different items, in **Regional Institute of Ophthalmology, Kolkata – 700 073.** Technical & Financial Bid Submission Closing Date : 08/07/2026 at 6:00 P.M. For Detail, Please visit the website https://wbtenders.gov.in or http://riokolkata.in/ or the Office of the Undersigned. Sd/- Director, RIO, MCH Campus, Kolkata-73.
ICA-T10370(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
District Health & Family Welfare Samity, Paschim Medinipur
Tender Notice
DH&FWS/2026/946 Dt. 15.06.2026
E-tenders are invited by Member Secretary, DH&FWS & CMOH, Paschim Medinipur on behalf of Government of West Bengal related to "Supply of Contingency Items" from bonfide bidders/agencies/suppliers. Last date of Submission of Tender Documents:- 29.06.2026 UPTO 5.00 P.M. Details will be available in the website of www.wbtenders.gov.in under the Organisation District Health & Family Welfare Samity, Paschim Medinipur, www.wbhealth.gov.in/tender & office Notice board. Sd/- Chief Medical Officer of Health, Paschim Medinipur
ICA-T10369(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-NIT NO. WBPWD/PC/SE/NIeT-05/2026-2027. SE, Presidency Circle, PWD invites online e-tender for the work of "Thorough Repair and renovation of 2nd floor Balcony including designer railing, Stage and Stage crafts, false ceiling under GCI roof, Auditorium Chair at the auditorium of Minerva Theater." Tender ID :- 2026_WBPWD_5015635_1. Bid Submission Start date (online):- 22/06/2026 from 1.00 PM. Bid Submission Closing date (online) :- 15/07/2026 upto 1.00 PM. Corrigendum if any will be published in website only Details of NIT and Tender Documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- Superintending Engineer, Presidency Circle, PWD.
ICA-T10444(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Executive Engineer – I, Kolkata South Health Electrical Division, PW Dte. invites eNIQ for "Annual Maintenance Contract of entire Electrical Installation incl. operation of electrical utilities of CCB within premises of Kolkata Police Hospital, Annex-6 under IPGME&R SSKM Hospital, Kolkata.-Day to day operation of AC machines (For the period of 1 year)" vide Tender ID - 2026_WBPWD_5015618_1. Last date of submissions – 08/07/26 upto 12.00 Noon. All documents can be seen / obtained from the websites- tenders.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer – I, Kolkata South Health Electrical Division, PW Dte.
ICA-T10414(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-QUOTATION
No.WBPWD/SSE/SWEC/NIQ12/2026-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5015518_1. Last date of submission of bid:- 01.07.2026 up to 02.30 PM. Name Of Work:- Repairing and renovation of Old Antenatal Ward, Post Natal Ward, Old Gynae OT to turn into Emergency Department at Bidhan Block ground floor of Midnapore Medical College and Hospital, Paschim Medinipur.--- S & I of Air-Conditioning System. Further details can be seen in the above-mentioned office during working hours or in Official Website www.pwdwb.gov.in For all details and online tender submission visit https://tenders.wb.gov.in Sd/-S.K.Biswas. Sr.SE, SWEC, PWDte.
ICA-T10411(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Executive Engineer-I
Damodar Canal Division, Court Compound, Purba Bardhaman, Pin- 713101
e-TENDER NOTICE
No- WBIW/EE-I/DCD/e-NIT-05/2026-27
e-Tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the eligible contractors for 01 (One) no. work under SDS/NP. Last date & time of Bid submission is 03.07.2026. Details of Tender Notice may be seen at https://wbtenders.gov.in or https://wbiwd.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, Damodar Canal Division.
ICA-T10387(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-NIT No: WBIW/SE/CE(S)/NIT-02e/2026-27
Online Tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of W.B. from the bonafide agencies for the work of clearing and removal of water hyacinth under Bidyadhari Drainage Division in Block Gaighata, Dist.- North 24 Parganas. **Amount put to tender is Rs. 165.17 lakh.** Last date of online bid submission for Tenders is **09.07.2026 till 14.00 Hours.** Other details may be obtained from the departmental website www.wbiwd.gov.in and www.wbtenders.gov.in (direct site) and also in the office of the undersigned. Sd/- Superintending Engineer, Attached to Chief Engineer (South), I &W Dte, Govt. of W.B.
ICA-T10384(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
MSVP, NRS Medical College & Hospital invites E-Tender (NIT No. 227, dt. 13/06/2026) from eligible and qualified bidders for **"E- Tender for Stainless Steel pipe for Door and Window curtains with complete fittings for N.R.S Medical College and Hospital, Kolkata."** Details given in websites - wbtenders.gov.in & wbhealth.gov.in Sd/- MSVP, NRSMC&H.
ICA-T10367(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Webel Technology Limited
(A Government of West Bengal Undertaking)
e-Tender Notice
e-Tender No: WTL/PLANNING/BIOMET/26-27/008 Dated 16/06/2026
Tender is invited for Department wise Face recognition Biometric Attendance Management System (approx 50 devices) to bring transparency, accountability, and operational efficiency to workforce management for Government of West Bengal. e-Tender/corrigendum may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in & www.wtl.co.in Sd/- For Webel Technology Limited, Manager (Commercial)
ICA-T10360(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
O/O THE EXECUTIVE ENGINEER, PURULIA DIVISION, MUNICIPAL ENGINEERING DTE., GOVERNMENT OF WEST BENGAL.
TENDER NOTICE
E-tenders are invited from Interested Bonafide bidders/contractors of Govt./PSU/Autonomous body (State/Central) for Canal Cleaning related works within Purulia and Jhalda Municipality. The tender details as given below : NIeT No.: MED/PD/EE/NIeT-03/2026-2027, dt. 10.06.2026. **Tender ID :** 2026_MAD_5015327_1. **Bid Submission Start Date :** 18.06.2026, 10:00 A.M. **Bid Submission End Date :** 02.07.2026, 06:00 P.M. AND **NIeT No :** MED/PD/EE/NIeT-04/2026-2027, dt. 10.06.2026. **Tender ID :** 2026_MAD_5015331_1. **Bid Submission Start Date :** 18.06.2026, 10:00 A.M. **Bid Submission End Date :** 24.06.2026, 06:00 P.M. Interested Bonafide bidders are requested to visit https://tenders.wb.gov.in
Sd/- E.E., Purulia Divn., MED.
ICA-T10350(3)/2026

ভারতীয়দেরও প্রাণ গেছে, জি-৭ সম্মেলনে ট্রাম্পকে পাশে বসিয়ে কড়া বার্তা মোদীর

এভিয়াঁ লে ব্যান্স: ওমান উপসাগরে মার্কিন সেনার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বাণিজ্যিক জাহাজের ৩ ভারতীয় নাবিকের মৃত্যুর পর এতদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন চুপ তা নিয়ে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছিলেন। এতদিন পর্যন্ত প্রকাশ্যে ভারতীয় নাবিকদের মৃত্যু নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিবৃতি না দিলেও জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের মঞ্চে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পাশে বসিয়ে কড়া বার্তা দেন। ফ্রান্সের এভিয়াঁ লে ব্যান্সে বসেছে এবারের জি-৭ গোষ্ঠীর শীর্ষ সম্মেলন। ভারতীয় সময় মঙ্গলবার জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের মধ্যাহ্নভোজনের বৈঠকে মোদীর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন ট্রাম্প। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীকে শান্ত স্থিতধী বলে বর্ণনা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ভারতীয় সময় বুধবার দু'জনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মুখোমুখি হওয়ার কথা রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাশে বসে চাঁচাছোলা ভাষায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে ভারতকেও মাশুল গুণতে হয়েছে। প্রাণ গেছে ভারতীয়দেরও। নাবিকদের নিরাপত্তা রক্ষা করা জরুরি। তাঁরাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সচল রাখে। কিন্তু সমুদ্রপথ ও নাবিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা বিশেষ কয়েক জনের নয় গোটা বিশ্বের দায়িত্ব। প্রতিটি দেশে এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত যেখানে সমুদ্র পথ সকলের জন্য নিরাপদ থাকে। নাবিকরা নিজেদের কাজ ঠিকমতো পালন করতে পারেন।' ইরানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তিচুক্তির প্রশংসা করে মোদী বলেন, 'শান্তি ফেরানোর উদ্যোগকে ভারত স্বাগত জানায়। এই যুদ্ধের মধ্যে পড়ে বহু দেশের অনেক সম্পদ নষ্ট হয়েছে। এখন সময় এসেছে আমাদের সেনা-পাওয়ার মানসিকতা ত্যাগ করে সকলকে সমান অংশীদার হিসাবে দেখে সকলে মিলে কাজ করতে হবে। একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করতে হবে। আজকে দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের ঘাটতি রয়েছে। এখন বিশ্বের সব দেশই একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। খাদ্য, জ্বালানি, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ও অর্থনীতি, সাইবার নিরাপত্তা, সব বিষয়েই একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। মানুষের কল্যাণে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন। অনিশ্চিত বিশ্বে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ স্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যবসা ও প্রযুক্তির অপব্যবহার করা হচ্ছে। আজ পৃথিবীতে সম্পদের অভাব না থাকলেও আস্থার অভাব রয়েছে। ভারত মনে করে প্রকৃত আস্থা তখনই গড়ে ওঠে যখন অন্য কারোকে এক সুনিশ্চিত আগামী গড়ে তোলার পথ দেখানো যায়। যে উন্নয়ন মানুষের আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে সরাসরি জড়িত সেটাই প্রকৃত উন্নয়ন। ভারত গোটা বিশ্বকে একটা পরিবার বলে মনে করে। ভারতের কাছে সবার আগে হল মানবিকতা। ভারত মনে করে যে কোনো সংঘাতের সমাধান আলোচনার মাধ্যমে হওয়া সম্ভব।' সোমবার থেকে ফ্রান্সে বসেছে জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন। প্রায় ১৬ মাস পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীর। দু'জনে হাত মিলিয়ে সৌজন্য বিনিময় করলেও কেউ কাউকে জড়িয়ে ধরেননি। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউজে দু'জনের শেষবার ২ দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের দেখা হয়েছিল। ১৬ মাস পর ফের ফ্রান্সের মাটিতে দু'জনের দেখা হল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ধারাবাহিক ভাবে জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়ে আসছেন। জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে সব রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে যৌথ ফটো সেশনে আয়োজক দেশ ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন মোদী। জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিয়েডরিখ মার্জের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট অ্যান্তোনিও কোস্টা আর ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেয়েনের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। —সংবাদ সংস্থা

হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে ধর্মতলায় মিছিল মমতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে পথে নামলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার ধর্মতলা থেকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পর্যন্ত এই মিছিল যায়। এই কর্মসূচি পূর্বনির্ধারিত ছিল না। আচমকা এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন মমতা। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিভিন্ন জায়গায় হকার ও জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ চলছে। এনিয়ে দলকে আন্দোলনে নামার নির্দেশ দিয়েছিলেন মমতা। এবার তিনি নিজেও পথে নামলেন। ধর্মতলায় প্রথমে জমায়েত ও প্রতিবাদ সভা হয়। তারপর লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হয় এই কর্মসূচি। টিপু সুলতান মসজিদ থেকে শুরু হওয়া এই মিছিল যায় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার পর্যন্ত। হকারদের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি। তৃণমূল নেতৃত্বর বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে ফুটপাথ ও রাস্তার ধারে ব্যবসা করে বহু পরিবার জীবিকা নির্বাহ করে। উচ্ছেদ অভিযানের ফলে তাঁদের রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই হকারদের পুনর্বাসন দিয়ে সরানোর দাবি জানিয়েছে তৃণমূল। প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে মানববন্ধন করে ধর্মতলায় এই মিছিলে হাঁটেন তৃণমূল প্রধান। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন, বিধায়ক কুণাল ঘোষ, রত্না শূর সহ একাধিক নেতা ও নেত্রীরা। মিছিল থেকে বুলডোজারের প্রতিবাদে স্লোগানও ওঠে। হকারদের সঙ্গেও কথা বলে তাঁদের সমস্যার বিষয়ে শোনেন মমতা। আচমকা ডাকা এই কর্মসূচিতে যে ভিড় হয়েছিল তা এখনকার পরিস্থিতিতে আশাব্যাঞ্জক বলে দাবি করছে তৃণমূল নেতৃত্ব। কয়েকদিন আগে শিয়ালদহের প্রাচী সিনেমা হল সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান বিক্ষোভেও অংশ নেন তৃণমূল নেতারা। সেই কর্মসূচি থেকে কুণাল ঘোষ জানিয়েছিলেন, পুনর্বাসন ছাড়া কোনো উচ্ছেদ মেনে নেওয়া হবে না। উল্লেখ্য, দলের সংগঠনের রাশও নিজের হাতে নিয়েছেন মমতা। মমতার নির্দেশে বিভিন্ন জেলায় জেলা সভাপতিদের রদবদল করা হয়েছে। সেখানে পুরোনো ও প্রবীণ নেতাদেরই জায়গা দেওয়া হয়েছে।

অধ্যক্ষর সিদ্ধান্ত নিয়ে শুনানি শেষ

আদালত সংবাদদাতা, কলকাতা: বিরোধী দলনেতা বাছাইয়ে কেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হল না প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাই কোর্ট। বুধবার বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের মন্তব্য, '৯ মে জমা পড়া প্রথম আবেদন নিয়ে অধ্যক্ষ কোনো সিদ্ধান্ত নিলেন না কেন? আবার ৩ জুন দ্বিতীয় আবেদন আসার পর দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল কেন?' বিচারপতি জানতে চান, ২ পক্ষকে ডেকে শুনানি না করে অধ্যক্ষ কীভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন। এদিন সব পক্ষর বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি রায় সংরক্ষণ করেন। আজ বৃহস্পতিবার রায় ঘোষণা হতে পারে।

পুলিশের রক্ত ঝরবে না, বার্তা মুখ্যমন্ত্রী

⬅ ১ পাতার পর

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। তা আরো সুদৃঢ় করা হবে। আমাদের পুলিশকর্মীরা কেউ জখম হয়ে হাসপাতালে ভরতি হবেন না। পুলিশ কর্মীদের গা থেকে রক্ত বেরোবে না। আমরা সেই ভাবে পুলিশকে সুরক্ষিত করব। জনগণের নিরাপত্তা ও পুলিশের নিরাপত্তা দুটোই আমরা সুনিশ্চিত করব।' মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের দক্ষতা অনেক উচ্চ স্তরের। কলকাতা পুলিশকে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে তুলনা করা হয়। পুলিশের দক্ষতাকে আগের সরকার সঠিকভাবে কাজে লাগায়নি। পুলিশের আধুনিকীকরণ ও পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকেও বিগত সরকার নজর দেয়নি বলে তাঁর অভিযোগ। শুভেন্দু বলেন, 'পুলিশের লোকবল বাড়ানো হবে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ করা। আমরা রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যে চুক্তি স্বাক্ষর করলাম, তার ফলে সাইবার অপরাধ তদন্ত, ডিজিটাল ফরেনসিক, ডার্ক ওয়েব নজরদারি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর পুলিশিং, সন্ত্রাসদমন, সীমান্তে গোয়েন্দা কার্যক্রম, উপকূলীয় নিরাপত্তা, মানবপাচার বিরোধী অভিযান, ড্রোন পুলিশিংয়ের ওপর একাধিক বিশেষ কোর্স চালু হবে। আইপিএস, ডব্লিউবিপিএস, ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টরদের পাশাপাশি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কনস্টেবলরাও এই প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। সীমান্ত নিরাপত্তা, নারী সুরক্ষা আর নতুন ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অধীনে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতেও এই প্রশিক্ষণ কার্যকর হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

আজ রাজ্য জয়েন্টের

⬅ ১ পাতার পর

পরীক্ষার ফল দেখতে পারবেন জয়েন্ট পরীক্ষার্থীরা। বিকেল ৪টে থেকে ফল দেখা যাবে।

গত ২৪ মে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা হয়েছিল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ১ মাসের মধ্যেই ফল বের হচ্ছে। গত বছর জয়েন্ট পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৩ মাস পর ফল বেরিয়েছিল।

রাষ্ট্রদ্রোহর ধারায় মামলার নির্দেশ

⬅ ১ পাতার পর

ন্যায় সংহিতার অন্তর্গত রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের যে ধারা আছে, আমি পুলিশমন্ত্রী হিসাবে আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি সেই ধারাতে এমন শিক্ষা দিন, যাতে কোনো দিন কেউ পুলিশ, সরকারি কর্মচারী, প্যারা মিলিটারিকে আক্রমণ করার সাহস না রাখে। শুধু জেলের ভাত খাওয়ানো নয়, যারা হামলা করেছে, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তা নিলামে চড়ানোর কাজও আপনাদের ডাবল ইঞ্জিন সরকার করবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য।'

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার ফলতার ধৃত তৃণমূল নেতা 'পুষ্পা' জাহাঙ্গির খানের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন ফলতার বেশ কিছু বাসিন্দা। যার নেতৃত্বে ছিলেন জাহাঙ্গিরের স্ত্রী। তাঁরা থানা ঘেরাওয়ের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। তবে পুলিশ আর কেন্দ্রীয়বাহিনীর তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ফলতাকে আদর্শ বিধানসভা বা মডেল বিধানসভা হিসাবে আমরা গড়ে তুলব। ফলতায় এসইজেডে বন্দরভিত্তিক সম্পদ ও তালুক করার কর্মসূচি নিয়েছি। এছাড়া ফলতা গ্রামীণ হাসপাতালকে ১০০ বেডে উন্নীতকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, প্রধানমন্ত্রী জনঔষধি কেন্দ্র আর আধুনিক চিকিৎসা সামগ্রী হাসপাতাল থেকে এখানকার জনতা জনার্দন পাবেন। এরপর বিডিও ও এসডিওকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, অবিলম্বে জায়গাটা চিহ্নিত করে ডিপিআর বানিয়ে জেলাশাসকের মাধ্যমে আমাদের সচিবালয়ে পাঠাবেন।' এছাড়া তিনি বলেন, ফলতায় একটি মহিলা কলেজ ও একটি ফায়ার ব্রিগেড স্টেশনের অনুমোদন দেওয়া হবে। এছাড়া ফলতা থানাকে শক্তিশালী করা ও ফলতা থানার মহিলাদের জন্য আলাদা হেল্প ডেস্ক তৈরি করে এখানে আরো মহিলা অফিসারদের নিয়োগ করা হবে। এছাড়াও এদিন মুখ্যমন্ত্রী আমফানের সময়কার দুর্নীতির প্রসঙ্গ টানেন। তিনি বসেন, 'আমি জেলাশাসককে বলে গেলাম, গত আমফানে ফলতাতে প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত ঘরপিছু প্রধানমন্ত্রী রিলিফ ফান্ড থেকে ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। তাতেও দুর্নীতি হয়েছে। তার তালিকা কিছুদিন আগে পেয়েছি। কিছুদিন আগে বিগত সরকার বাংলার বাড়ি স্কিমে প্রথম কিস্তির ৮ হাজার বাড়ি হয়নি। সেখানে ৭ হাজার টাকা করে ৮ হাজার ইউনিট টাকা তুলে নিয়ে চলে গেছে। কে তুলে নিয়ে গেছে সেটা আপনারা জানেন। বিগত দিনের বিডিও সেই কাজে সহায়তা করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমাদের সরকারি ভিজিলেন্স নেবে।' এরপর জেলাশাসককে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রত্যেকটি বেনিফিশিয়ারির ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন করতে হবে। বাড়ির যে টাকা লুঠ হয়েছে সেই লুঠের টাকা ফেরত করাতে হবে। পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কাজ করতে হবে। আমি এটার দিকে নজর রাখব।'

গ্রেফতার প্রাক্তনমন্ত্রী উদয়ন গুহ

⬅ ১ পাতার পর

সম্পন্ন করার পর তাঁকে উত্তরবঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে। ৪ মে দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর কাছে হেরে যাওয়ার পরে কোচবিহার ছেড়ে কলকাতার ফুলবাগানের বাড়িতে পালিয়ে আসেন। তার পর থেকে তিনি থাকছিলেন কলকাতাতেই। গত কয়েকদিনে প্রকাশ্যেও দেখা যায়নি তাঁকে। উদয়নের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে দিনহাটার বিজেপি বিধায়ক অজয় রায় বলেন, 'ওঁর বিরুদ্ধে অনেক মামলা রয়েছে। আমাদের কর্মী রতন বর্মণের খুনের মামলা থেকে শুরু করে বীজ মামলা, আবাস যোজনায় কাটমানি নেওয়া থেকে থেকে শুরু করে আরো অনেক মামলা রয়েছে উদয়নের বিরুদ্ধে। ২০২১ সালের ভোটের পরের- হিংসার তদন্তে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এসেছিল। সেখানেও তাঁর নাম প্রথম সারিতে ছিল। ওঁকে অনেক আগেই গ্রেফতার করার প্রয়োজন ছিল। নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পরেই ভয়ে উনি দিনহাটা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন। আমি মনে করি আইনের আওতায় নিয়ে এসে এই সব তদন্তর সঠিক বিচার করা প্রয়োজন।'

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন উদয়ন। তাঁর বাবা কমল গুহ ছিলেন বাম সরকারের মন্ত্রী। ২০১১ সালে ফরওয়ার্ড ব্লকের টিকিটে আর ২০১৬ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে দিনহাটা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন উদয়ন।

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে রাজ্যর বর্তমান উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা নিশীথ প্রামাণিকের কাছে হেরে যান তিনি। পরে নিশীথ বিধায়ক পদ ছেড়ে দিলে উপনির্বাচনে ওই কেন্দ্র থেকেই বিপুল ভোটে জয়ী হন উদয়ন। তখনকার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী হিসাবে যোগ দেন তিনি। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ১৭ হাজারেরও বেশি ভোটে বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়েরর কাছে হেরে যান। উদয়নের গ্রেফতারির খবর প্রকাশ্যে আসতেই দিনহাটার পাঁচমাথা মোড়ে মিষ্টিমুখের আয়োজন করে বিজেপি। বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা মিষ্টি খাওয়ান দিনহাটার বিধায়ক অজয়কে। অন্যদিকে ওড়িশার পুরী থেকে গ্রেফতার হন কলকাতার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষ। তোলাবাজির ঘটনায় তাঁকে গ্রেফতার করে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ।

নির্মলা ও অশোকের সঙ্গে

⬅ ১ পাতার পর

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে যৌথভাবেই নজরজদারি করতে হবে। উল্লেখ্য, এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার জনকল্যাণ শিবির থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আগামী ২২ জুন রাজ্য বাজেট রয়েছে। সেখানে যুবকদের জন্য, সরকারী কর্মীদের জন্য, শিক্ষিত চাকরিপ্রার্থীদের জন্য আরো অনেক কর্মসূচি দেখতে পাবেন। কৃষকদের জন্য আমরা নানা কর্মসূচি নিতে চলেছি। আপনারা আমাদের সহযোগিতা করুন।'

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, নতুন সরকারের প্রথম বাজেটে একগুচ্ছ বড়োসড়ো 'চমক' থাকতে চলেছে। রাজ্য বাজেট পেশের ঠিক ৪ দিন আগে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তর দিল্লি সফর আর অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর সেই 'চমকের' জল্পনা ও আশ্বাসকে আরো কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, রাজ্যর আর্থিক হাল ফেরাতে আর বাজেটকে যুগান্তকারী রূপ দিতেই অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তর এই দিল্লি সফর। সূত্রের খবর, দিল্লি সফরে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তর এদিন মূলত ২টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর নীতিনির্ধারক বৈঠক করেন। তিনি প্রথমে সাক্ষাৎ করেন নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান অশোক লাহিড়ীর সঙ্গে। বাংলার অর্থনীতির হাল সম্পর্কে অশোক লাহিড়ী যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সূত্রের খবর তিনি স্বপন দাশগুপ্তকে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। এর পরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যর অর্থমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গর আর্থিক পুনর্গঠন, কেন্দ্রীয় করের ন্যায্য অংশ আদায় আর নতুন সরকারের জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলিতে দিল্লির বাড়তি আর্থিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে স্বপন দাশগুপ্ত কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দ্বারে পৌঁছেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। —সংবাদ সংস্থা

আজো জনকল্যাণ শিবির

⬅ ১ পাতার পর

রাজ্যবাসী এই সরকারের ওপর আস্থা ও ভরসা রেখেছেন। মানুষ যাতে পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সব কল্যাণকর কর্মসূচি ও প্রকল্পর সুবিধা পেতে পারেন সেজন্য ব্যবস্থা করছে। আর কোনোরকম দুর্নীতি ছাড়াই সমস্ত প্রকল্প যাতে রাজ্যবাসী পেতে পারেন তা সুনিশ্চিত করছে এই সরকার। মোট ৫৪টি প্রকল্পর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আয়ুষ্মান ভারত। দেশের যে কোনো জায়গায় সরকারি, বেসরকারি হাসপাতালে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার সুবিধা পাবেন রাজ্যবাসী। এই রাজ্যে ১ কোটি ৪৩ লাখ পরিবার, সাড়ে ৬ কোটি মানুষ আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।' দ্বিতীয়ত, গ্রামে যাঁরা স্বল্প রোজগার করেন তাঁরা প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর প্রকল্পর সুবিধা নিতে পারবেন বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ১০০ ইউনিটের জন্য ৩০ হাজার টাকা, ২০০ ইউনিটের জন্য ৬০ হাজার টাকা ও ৩০০ ইউনিটের জন্য ৭৮ হাজার টাকা ভরতুকি দেওয়া হবে। এই প্রকল্পর সুবিধা পেতে জনকল্যাণ শিবিরে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। এছাড়া কেন অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ছাপিয়ে তথ্য যাচাই করে উপযুক্ত প্রাপকদের চিহ্নিত করা হচ্ছে, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি এপ্রসঙ্গে বলেন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর ব্লকে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার পুরুষ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা তুলে নিয়েছেন। কৃষ্ণনগর ২ নম্বর ব্লকে ১৭৩ জন পুরুষ এই টাকা তুলেছেন। পুলিশ, সিআইডি তদন্ত করছে। মা-বোনেদের হকের টাকা লুট করেছে। ৩ জুন ২৮ লাখ মা-বোনের অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার ৩ হাজার টাকা ঢুকেছে। এখনও পর্যন্ত ১ কোটি ৫ লাখ মা-বোন নাম নথিভুক্ত করেছেন। তাঁদের তথ্য যাচাই করে পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে। আগামী ২২ জুন রাজ্য বাজেট রয়েছে। সেখানে যুবকদের, সরকারী কর্মীদের, শিক্ষিত চাকরিপ্রার্থীদের জন্য আরও অনেক কর্মসূচি দেখতে পাবেন। কৃষকদের জন্য আমরা নানা কর্মসূচি নিতে চলেছি। আপনারা আমাদের সহযোগিতা করুন।'

আমমোক্তারনামা

ক্রেতা – হায়দার আলী গং,পিতা- মহঃ জিস, সাং- কাঙ্কিনাড়া আমি ঘোষনা করতেছি যে- মৌজা জে, এল, নং- ২১৫ যাহা হাল ৩৫৪ - খতিয়ান ভুক্ত ও ৭৭ হাল দাগ নং যাহা কাঙ্কিনাড়া নিবাসী নাসিম আনাসারী ইং ০৭/০৬/২০১০ সালে শ্রী সুবাষ গুহ মহাশয়ের ৪৪২ নং আমমোক্তার ধারা ইং ২১/১২/২০১১ সালে ১০১৬৯ দলিল মূলে ক্রয় সুত্রে ইং ১৫/০৭/২০২৪ সালে নৈহাটি সাবরেজিস্ট্রি অফিসের ৬৯৫৫ দলিল মূলে আমরা ওনার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া নাম পত্তন করিবার আবেদন করিয়াছি,যদি কারো আপত্তি থাকে তাহলে শ্যামনগর বি এল & এল আরও অফিসে ঘোষনার পরে ১৫ দিনের মধ্যে আপনার লিখিত আপত্তি জমা করবেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, শ্রীমতী দীপান্বিতা দাস, স্বামী: শ্রী কৌশিক দাস সাং: কামারহাটি, পোঃ নন্দন নগর, থানা: বেলঘরিয়া, পিন: ৭০০০৮৩, বিগত ইংরাজী ০৭/০১/২০২৬ তারিখে নৈহাটী এ. ডি. এস আর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১৭৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে নিম্ন বর্নিত সম্পত্তির মালিক চিহ্নিত হন, উক্ত দলিলের অন্দরে পাওয়ার অফ এ্যাটর্নির উল্লেখ আছে (যার নং ৭৮২৪/২৫ তাং ২৩/১২/২০২৫) এবং আমমোক্তার শ্রীমতী পুতুল সাহা, স্বামী: মৃত দীপক কুমার সাহা সাং: ধরমপুর খেলার মাঠ, পো: মাঝিপাড়া। নিম্নের তপশীল সম্পত্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে B. L & L. R. O, BKP-I, Shyamnagar অফিসে উপযুক্ত কাগজ পত্র সহ উপস্থিত হইবেন, অন্যথায় কোন প্রকার আপত্তি মঞ্জুর হইবে না।

-: তপশীল বর্নিত সম্পত্তির বিবরন :- জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, থানা: বীজপুর, এ. ডি. এস. আর অফিস নৈহাটীর হাবেলি শহর পরগনার অন্তর্গত পলাশী মাঝিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পলাশী মৌজায়, জে. এল নং ২৪, এল. আর জরিপে ৪১৬৪ নং খতিয়ান ভুক্ত ও এল. আর দাগ নং ১৮, জমির পরিমান .০৪১২ শতক ডাঙ্গা জমি।

Gouranga Ch. Das (Advocate)
Barrackpore Court.

আমমোক্তারনামার

আমি পাপিয়া নাগ, পিতা- অনুপম নাগ, সাং- নীলতলা, নিরঞ্জন পল্লি, থানা- বাসুদেবপুর, পিন নং- ৭৪৩১২৭- এ বসবাসকারী ঘোষনা করিতেছি যে কাউগাছি ১ নং গ্রামপঞ্চায়েত অধীন, মৌজা:- কাউগাছি গ্রামে, জে. এল. নং-২০, হাল এল আর ৮৩৫৭ ও ৮৩৫৮ নং খতিয়ানভুক্ত, এল.আর. ৫৩৪ নং দাগে যথাক্রমে ৪৫ শতক ও ২৩ শতক সম্পত্তির মালিক রুমা ঘোষ ও তপতী হালদার-এর পক্ষে গত ইং- ০৮/০৭/২০২৫ তারিখে এ.আর.এ.-২ কোলকাতা, অফিসের ১ নং বহির, ৮০৭৯ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার সুব্রত সিনহা, পিতা- মৃত রাম কিশোর সিনহা - কতৃক সম্পাদিত গত ইং- ২৪/০৪/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর-নৈহাটী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ০৩৯৩৮ নং বিক্রয় কোবালা মূলে ১ কাঠা ৮ ছটাক জমি খরিদ করিয়াছি এবং উক্ত সম্পত্তি আমি বর্তমানে ব্যারাকপুর-১ বি.এল.এন্ড.এল.আরও অফিসে রেকর্ড করিবার আবেদন করিয়াছি এ বিষয়ে কাহারো আপত্তি বা দাবি দাওয়া থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে লিখিতভাবে আপত্তি জানাইতে হইবে অন্যথায় একতরফা শুনানি হইবে।

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, (১) আশীষ কুমার মালিক, পিতা কিরিটী ভূষণ মালিক, সাং মাঠশিয়ালী, পোঃ মুইদিপুর, থানা জামালপুর, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন ৭১২৪১০, পঃবঃ ও (২) বরুণ কুমার মোদক, পিতা এলারাম মোদক, সাং পারুল, পোঃ ও থানা আরামবাগ, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৬০১, পঃবঃ মহাশয়গণ বিগত ইংরাজীর ১৫.০৫.২০২৩ তারিখে বর্ধমান এ. ডি.এস.আর অফিসে সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ০২০৩-২০২৩ নং ভল্যুমে ৯৮০০৫ নং হইতে ৯৮০২৫ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ ০২০৩৬৩০ নং একখন্ড জেনারেল পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি বা সাধারণ আমমোক্তারনামা দলিল মূলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যস্থিত পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত তথা বর্ধমান সদর থানা ও সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের অন্তর্ভুক্ত বৈকুণ্ঠপুর-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন ৭৪ নং জে.এল. ভুক্ত বামচান্দাইপুর মৌজার যথাক্রমে ৩৫৬৪ নং এল, আর, খতিয়ানভুক্ত (১) ৬৩২ নং আর. এস. তথা ৭৪৫ নং এল. আর. দাগে ০২ শতক (২) ৬৭২ নং আর. এস. তথা ৭৯২নং এল. আর. দাগে ১০ শতক একুনে মোট ১২ শতক শালি শ্রেণীর সম্পত্তি এবং ঐ জেলা, ঐ থানা ও সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস এবং ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঐ মৌজার শালি শ্রেণীভুক্ত ২৮৯০ নং এল. আর. খতিয়ানভুক্ত (১) ৬৩২ নং আর. এস. তথা ৭৪৫ নং এল. আর. দাগে ১৯ শতক, (২) ৬৭২ নং আর. এস. তথা ৭৯২ নং এল. আর. দাগে ১৬ শতক এবং (৩) ৬৩৯ নং আর. এস. তথা ৭৪৭ নং এল. আর. দাগে ১৫ শতক, একুনে মোট ৫০ শতক পরিমিত সম্পত্তি দেখভাল, রক্ষণাবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও বিক্রয়ের নিমিত্ত (১) শ্রী সুব্রত বৈদ্য, পিতা চিত্তরঞ্জন বৈদ্য, সাং রায়নগর, পোঃ শ্রীপল্লী, থানা বর্ধমান সদর, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন ৭১৩১০৩, পঃবঃ এবং (২) শ্রী সুজন সরকার, পিতা স্বর্গীয় সমীর সরকার, সাং বিধানপল্লী, পোঃ শ্রীপল্লী, থানা বর্ধমান সদর, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন ৭১৩১০৩, পঃবঃ মহাশয়গণকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি সকল হস্তান্তর ও নাম পত্তন সংক্রান্তে কাহারও কোনো দাবী-দাওয়া বা কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. বর্ধমান-২ অফিসে এবং বর্ধমান এ.ডি.এস.আর. অফিসে অথবা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষর
তুষার কান্তি বটব্যাল
অ্যাডভোকেট
বর্ধমান জাজেস কোর্ট, পূর্ব বর্ধমান
মো: ৯৭৩২০০৯৩৯৭
Enrolment No. F-1352/1331/02

গণবিজ্ঞপ্তি

আমি- প্রশান্ত নস্কর, পিতা- স্বর্গীয় ধীরেন্দ্র নাথ নস্কর, মাতা-স্বর্গীয় সরস্বতী নস্কর এবং পিতামহ- স্বর্গীয় উপেন্দ্র নাথ নস্কর, সাং- ৫২, ব্রিজি পূর্বপাড়া, পোস্ট অফিস- গড়িয়া, থানা-পাটুলী , কলকাতা- ৭০০০৮৪, পশ্চিমবঙ্গ, এই মর্মে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাই যে,আমার দুই বোন আছেন, যথা- (১) ডলি নস্কর, স্বর্গীয় ধীরেন্দ্র নাথ নস্করের অবিবাহিতা কন্যা এবং (২) নমিতা মণ্ডল, স্বর্গীয় ধীরেন্দ্র নাথ নস্করের বিবাহিতা কন্যা। আমি, প্রশান্ত নস্কর, ডলি নস্কর এবং নমিতা মণ্ডলই স্বর্গীয় ধীরেন্দ্র নাথ নস্করের একমাত্র জীবিত বৈধ উত্তরাধিকারী। স্বর্গীয় ধীরেন্দ্র নাথ নস্করের কোনো জীবিত স্ত্রী নেই। উক্ত বিষয়টি কলকাতার নোটারি পাবলিকের সম্মুখে ১৬.০৬.২০২৬ তারিখে সম্পাদিত এফিডেভিট নং,৫৪ দ্বারা শপথপূর্বক ঘোষণা করা হয়েছে। উপরোক্ত ঘোষণার বিষয়ে অথবা স্বর্গীয় ধীরেন্দ্র নাথ নস্করের বৈধ উত্তরাধিকার সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তির যদি কোনো দাবি, আপত্তি বা স্বার্থ থেকে থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে মোবাইল নম্বর +৯১ ৬২৯১২৮২৩৪৩-এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো দাবি বা আপত্তি প্রাপ্ত না হলে, এ বিষয়ে কারও কোনো দাবি বা আপত্তি নেই বলে গণ্য করা হবে এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম আইনানুগভাবে সম্পন্ন করা হবে।

বিনীত,
-স্বাক্ষরিত-
(প্রশান্ত নস্কর)

আমমোক্তারনামা

আমি শ্রীমতী Mousumi Ghoshal, পিতা-রাজু ঘোষাল, সাং-Halisahar, থানা- Bizpur, ঘোষনা করিতেছি যে, মৌজা-Rahuta, জে.এল. নং-222 আগামী ইংরেজি 3-2-20 সাল Naihati সাবরেজিষ্ট্রি অফিসের 86 নং আমমোক্তার নামা মূলে, মাদরাল নিবাসী শুভঙ্কর মন্ডল গং নিকট হইতে Naihati সাবরেজিষ্ট্রি অফিসের 6-8-25 সালে 8008 দলিল মূলে খতিয়ান নং- 1226 to 1231 পরিমান-.0248, দাগ নং-766, জমি ক্রয় করিয়া নিজ নাম পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছি। যদি কারো অবজেকশন থাকে তাহলে শ্যামনগর B.L.& L.R.O, অফিসে ১৫ দিনের মধ্যে আপনার লিখিত অবজেকশন জমা করবেন।

আমমোক্তারনামা

ক্রেতা শ্রীমতী সন্ধা সরকার, স্বামী-লাল্টু সরকার, সাং- ইছাপুর আমি ঘোষনা করতেছি যে-মৌজা পলতাপাড়া জে.এল, নং- ২২৫ যাহা হাল ৩১৭ - খতিয়ান ভুক্ত ও ৮৮৫ হাল দাগ নং যাহা বাবনপুর নিবাসী শ্রী নিউটন সরকার ক্রয় সুত্রে ইং ২৩/৪/২০০৮ সালে নৈহাটি সাবরেজিস্ট্রি অফিসের - ১ নং বহিরের নং ১২৪ আমমোক্তার শ্রী চন্দন মিত্র কে নিযুক্ত করেন ঐ আমমোক্তার দ্বারা বিগত ইং- ২৭/০৬/২০১১ সালে নৈহাটি সাবরেজিস্ট্রি অফিসের ৫১৮৩ দলিল মূলে আমি ক্রয় করিয়া নাম পত্তন করিবার আবেদন করিয়াছি, যদি কারো আপত্তি থাকে তাহলে শ্যামনগর বি এল & এল আরও অফিসে ঘোষনার পরে ১৫ দিনের মধ্যে আপনার লিখিত আপত্তি জমা করবেন।

আমমোক্তারনামা

ক্রেতা শ্রী সরোজ কাইতি, পিতা- শ্রী প্রকৃতি কাইতি সাং- কাউগাছি আমি ঘোষনা করতেছি যে-মৌজা কাউগাছি জে.এল.নং- ২২০যাহা হাল ১৫৫ -খতিয়ান ভুক্ত ও ১১৫৩ হাল দাগ নং যাহা নয়াপাড়া নিবাসী শ্রী অশোক কুমার বিশ্বাস ক্রয় সুত্রে ইং ২৩/৪/২০০৮ সালে নৈহাটি সাবরেজিস্ট্রি অফিসের 4 নং বহিরের নং ৪৬১ আমমোক্তার শ্রী খোকন দাস কে নিযুক্ত করেন ঐ আমমোক্তার দ্বারা বিগত ইং- ০৮/১২/২০০৪ সালে নৈহাটি সাবরেজিস্ট্রি অফিসের ৫৭২৫ দলিল মূলে আমি ক্রয় করিয়া নাম পত্তন করিবার আবেদন করিয়াছি,যদি কারো আপত্তি থাকে তাহলে শ্যামনগর বি এল & এল আরও অফিসে ঘোষনার পরে ১৫ দিনের মধ্যে আপনার লিখিত আপত্তি জমা করবেন।

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা জানাইতেছে যে পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী দাতা-সুধীর কুমার দেবনাথ, পিতা-মৃত অক্ষয় কুমার দেবনাথ, গ্রহীতা- সঞ্জয় ঘোষ, পিতা- মৃত বিজয় ঘোষ, মহাশয়দ্বয়কে গত ইংরাজী ০৫/১২/২০২৫ তারিখে নৈহাটি সাব রেজিস্ট্রী অফিসে ১নং বহির ১১৫৯৫ নং POWER মূলে, মৌজা- গড় শ্যামনগর, জে.এল-১৯, LR দাগ- ২৬৮৫, .০৮৩৩ শতক, LR দাগ- ২৬৮৪ .০০৭০ শতক, LR দাগ-- ২৬৮৩ .০৭৪৭শতক, L.R খতিয়ান- ১৬৪১। এই বিষয় যদি কাহারোও কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে ১৫ দিনের মধ্যে B.L &L.R.O BARRACKPORE-1 office-এ যোগাযোগ করিবেন।

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রী জগন্নাথ দে, পিতা স্বর্গীয় হরিসাধন দে, সাং মিঠাপুকুর, পোঃ রাজবাটী, থানা বর্ধমান সদর, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন ৭১৩১০৪, পঃবঃ মহাশয় বিগত ইংরাজীর ২৪.০৫.২০২৪ তারিখে বর্ধমান এ. ডি.এস.আর অফিসে সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ০২০৩-২০২৪ নং ভল্যুমে ৮০৩৩১ নং হইতে ৮০৩৪৮ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ ০৩২৭৭ নং একখন্ড জেনারেল পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি বা সাধারণ আমমোক্তারনামা দলিল মূলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যস্থিত পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত তথা বর্ধমান সদর থানা ও সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের অন্তর্ভুক্ত বৈকুণ্ঠপুর-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন ৭৪ নং জে.এল. ভুক্ত বামচান্দাইপুর মৌজার ২৭৬ নং আর. এস. খতিয়ানভুক্ত এবং ৩৯০৭ নং এল. আর. খতিয়ানভুক্ত ৪১১ নং আর. এস. তথা ৫০৫ নং এল. আর. দাগে ০.৬৩০ একর বা ৬৩ শতক শালি শ্রেণীর সম্পত্তি দেখভাল, রক্ষণাবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও বিক্রয়ের নিমিত্ত শ্রী সুজন সরকার, পিতা স্বর্গীয় সমীর সরকার, সাং বিধানপল্লী, পোঃ শ্রীপল্লী, থানা বর্ধমান সদর, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন ৭১৩১০৩, পঃবঃ মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর ও নাম পত্তন সংক্রান্তে কাহারও কোনো দাবী-দাওয়া বা কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. বর্ধমান-২ অফিসে এবং বর্ধমান এ.ডি.এস.আর. অফিসে অথবা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষর
তুষার কান্তি বটব্যাল
অ্যাডভোকেট
বর্ধমান জাজেস কোর্ট, পূর্ব বর্ধমান
মো: ৯৭৩২০০৯৩৯৭
Enrolment No. F-1352/1331/02

পূর্ব রেলওয়ে

শিয়ালদহ ডিভিসনে ২৫টি জেনারেল মাইনর ক্যাটারিং ইউনিট (জিএমইউ) বন্টন

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), শিয়ালদহ ডিভিসন, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ **"শিয়ালদহ ডিভিসনের বিভিন্ন অবস্থানে মডিউলার ক্যাটারিং স্টলের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা"**-এর জন্য ক্যাটারিং ব্যবসায় তিন বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ বা একক মালিকানাধীন সংস্থা বা কম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-র অধীনে নিগমবদ্ধ কম্পানি বা পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ১৯৩২-এর অধীনে নিবন্ধিত অংশীদারী সংস্থার কাছ থেকে প্রতিযোগিতামূলক, সিঙ্গেল স্টেজ দুই প্যাকেট সিস্টেমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। স্টেশনের বিবরণ ও প্রস্তাবিত ইউনিট নিম্নরূপ। (১) **নৈহাটী জংশন- ২ ইউনিট**, (২) **হালিসহর- ৫ ইউনিট**, (৩) **কাঁচরাপাড়া- ১ ইউনিট**, (৪) **কল্যাণী- ১ ইউনিট**, (৫) **মদনপুর- ৫ ইউনিট**, (৬) **শিমুরালি- ৩ ইউনিট**, (৭) **পালপাড়া- ৪ ইউনিট**, (৮) **পায়রাডাঙ্গা- ৪ ইউনিট**। সংরক্ষিত মূল্য, টেন্ডার নথির মূল্য, বায়নামূল্য জমা, বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সমন্বিত টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে শুধুমাত্র ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে এই টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। **বিড বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৭.২০২৬ দুপুর ২টা। (SDAH-84/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Change Of Name

I, Nita Datta Nee Roy (Old Name), W/o Diptendu Bhusan Datta, Residing at 182A, Netaji Subhas Chandra Bose Road, Jayasree Appt, Flat No-413, Netaji Nagar, Kolkata- 700040, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Nita Datta Nee Roy (Old Name) to Nita Datta (new name) and henceforth I be known as Nita Datta (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide an affidavit Dated 17/06/2026. Nita Datta (New Name) and Nita Datta Nee Roy (Old Name) both are same and one identical person.

I, Sanhita Paul (Old Name), W/o Suman Paul, Residing at BL-A, 3rd Floor, FL-404, 262 Pulin Avenue Madhu Malancha, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 700081, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Sanhita Paul (Old Name) to Sanhita Ghati Paul (new name) and henceforth I be known as Sanhita Ghati Paul (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide an affidavit Dated 17/06/2026. Sanhita Ghati Paul (New Name) and Sanhita Paul (Old Name) both are same and one identical person.

I, Sk Md Hasim (Old Name), S/o Md Roja Sk, Residing at Flat No B-3, Natures Lap Reality, Dakhkhin Math Mondal Ganthi, Rajarhat Gopalpur (M), North 24 Parganas, Pin- 700052, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Sk Md Hasim (Old Name) to Mahammad Hasim Sk (new name) and henceforth I be known as Mahammad Hasim Sk (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide an affidavit Dated 17/06/2026. Mahammad Hasim Sk (New Name) and Sk Md Hasim (Old Name) both are same and one identical person.

I, Pawan Kataruka (Old Name), S/o Late Shiwbhagawan Kataruka, Residing at S.N. Sarkar Road, Munsiffanga Municipal Ward No-3, P.O.- Purulia, Pin- 723101, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Pawan Kataruka (Old Name) to Pawan Kumar Kataruka (new name) and henceforth I be known as Pawan Kumar Kataruka (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit No.- 36, Dated 17/06/2026.Pawan Kumar Kataruka (New Name) and Pawan Kataruka (Old Name) both are same and one identical person.

I, Bharat Jaiswal S/o Late Jhinkuram Jaiswal, Residing at 243/M, Satin Sen Sarani, Kankurgachi, Kolkata- 700054, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my father name from Jhinkuram Shaw (father Old Name) to Jhinkuram Jaiswal (father new name) and henceforth he be known as Jhinkuram Jaiswal (father New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate at Howrah, vide an affidavit no 7924 Dated 15/06/2026. Jhinkuram Jaiswal and Jhinkuram Shaw both are same and one identical person (my father).

I, Adtiya Anand Yadav (Old Name), S/o Anand Manish, Residing at Aster Garden Block 5, Flat 1E, First Floor, Kalaberia, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 700135, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Adtiya Anand Yadav (Old Name) to Aditya Anand Yadav (new name) and henceforth I will be known as Aditya Anand Yadav (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide an affidavit No.- 35, Dated 17/06/2026. Aditya Anand Yadav (New Name) and Adtiya Anand Yadav (Old Name) both are same and one identical person.

I, Sunil Agarwal (Old Name), S/o Ghanshyam Das Agarwal, Residing at 91/94/96 G.T Road, Ganes Shiva Flat No-506, 5th Floor, Nandi Bagan, Howrah- 711106, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Sunil Agarwal (Old Name) to Sunil Kumar Agarwal (new name) and henceforth I shall be known as Sunil Kumar Agarwal (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide an affidavit Dated 17/06/2026. Sunil Kumar Agarwal (New Name) and Sunil Agarwal (Old Name) both are same and one identical person.

I, RUHUL AMIN (OLD NAME), SON OF HASEN MANDAL, RESIDENT OF PURB ITABEDIYA PASCHIM, ITABERIA, HANSKHALI, RANAGHAT-741101, WEST BENGAL DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM RUHUL AMIN (OLD NAME) TO RUHUL AMIN MANDAL (NEW NAME) AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS RUHUL AMIN MANDAL (NEW NAME) IN ALL PURPOSE, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/06/2026. RUHUL AMIN MANDAL (NEW NAME) AND RUHUL AMIN(OLD NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

I, HASSEN MONDAL (OLD NAME), SON OF ALIHIM MANDAL, RESIDENT OF PURB ITABEDIYA PASCHIM, ITABERIA, HANSKHALI, RANAGHAT-741101, WEST BENGAL DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM HASSEN MONDAL (OLD NAME) TO HASEN MANDAL (NEW NAME) AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS HASEN MANDAL (NEW NAME) IN ALL PURPOSE,VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/06/2026. HASEN MANDAL (NEW NAME) AND HASSEN MONDAL (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

I, Mst Anjumana Abkari (Old Name), W/o Rajib Hossain Khan, Residing at Sajahan Road, P.O. & P.S.- Baruipur, Dist.- South 24 Parganas, Pin- 700144, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Mst Anjumana Abkari (Old Name) to Anjumona Abkari (new name) and henceforth I shall be known as Anjumona Abkari (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide an affidavit Dated 17/06/2026. Anjumona Abkari (New Name) and Mst Anjumana Abkari (Old Name) both are same and one identical person.

I, PARVEEN KHATOON (OLD NAME), WIFE OF MOHAMMAD TAREK, RESIDENT OF Q-611, GOLAM ROB LANE, PO GARDEN REACH, KOLKATA- 700024, WEST BENGAL DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM PARVEEN KHATOON (OLD NAME) TO PARVIN BIBI (NEW NAME) AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS PARVIN BIBI (NEW NAME) IN ALL PURPOSE, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/06/2026. PARVIN BIBI (NEW NAME) AND PARVEEN KHATOON (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Change Of Name

I, Nripendra Chandra Das (Old Name) S/o Debendra Chandra Das Residing at F/18, Bapuji Nagar, P.o - Regent Estate, P.s - Jadavpur, District - Kolkata, Pin - 700092, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Nripendra Chandra Das (Old Name) to Nripen Chandra Das (New Name) and henceforth I shall be known as Nripen Chandra Das (New Name) in all purpose, vide affidavit no 425/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 16-06-2026. Nripen Chandra Das (New Name) and Nripendra Chandra Das (Old Name) both are same and one identical person.

I, Suchitra Adhikary Sarkar, Suchitra Adhikari Sarkar (Old Name) W/o Mrinal Kanti Sarkar Residing at Betpul South, P.o - Maslandapur, P.s - Gobardanga, District - North 24 Parganas, Pin - 743289, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Suchitra Adhikary Sarkar, Suchitra Adhikari Sarkar (Old Name) to Suchitra Adhikary (New Name) and henceforth I shall be known as Suchitra Adhikary (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 17-06-2026. Suchitra Adhikary (New Name) Suchitra Adhikary Sarkar, Suchitra Adhikari Sarkar (Old Name) both are same and one identical person.

I, Manoj Jha (Old Name) S/o Suryanarayan Jha Residing at 259, Ward 02, Kanhauli, P.o+P.s - Jhanjharpur, District - Madhubani, Bihar - 847404, Bihar, India, do hereby declare that I have Changed my name from Manoj Jha (Old Name) to Manoj Kumar Jha (New Name) and henceforth I shall be known as Manoj Kumar Jha (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 17-06-2026. Manoj Kumar Jha (New Name) Manoj Jha (Old Name) both are same and one identical person.

I, Joydab Sarkar (Old Name) S/o Shanti Sarkar Residing at Janglitala Lane, Krishnanagar, Sadar, District - Nadia, Pin - 741103, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Joydab Sarkar (Old Name) to Joydeb Sarkar (New Name) and henceforth I shall be known as Joydeb Sarkar (New Name) in all purpose, vide affidavit no 40/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 17-06-2026. Joydeb Sarkar (New Name) and Joydab Sarkar (Old Name) both are same and one identical person.

I, Sk Kurban Ali (Old Name) S/o Harun Rasid Mondal Residing at Vill - Bhaira, P.o - Beloon, P.s - Pandua, District - Hooghly, Pin - 712149, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Sk Kurban Ali (Old Name) to Kurban Ali (New Name) and henceforth I shall be known as Kurban Ali (New Name) in all purpose, vide affidavit no 42/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 17-06-2026. Kurban Ali (New Name) and Sk Kurban Ali (Old Name) both are same and one identical person.

I, Sk Ahamad Tulla, Sk Ahamed Tulla (Old Name) S/o Late Kismat Tulla Residing at Vill - Hinchageria, P.o - Narayandari, P.s - Bhagwanpur, District - Purba Medinipur, Pin - 721655, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Sk Ahamad Tulla, Sk Ahamed Tulla (Old Name) to Sk Ahamad Ulla (New Name) and henceforth I shall be known as Sk Ahamad Ulla (New Name) in all purpose, vide affidavit no 16 Sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Contai, Purba Medinipur on Dated 19-08-2025. Sk Ahamad Ulla (New Name) and Sk Ahamad Tulla, Sk Ahamed Tulla (Old Name) both are same and one identical person.

I, Sekh Soufique Tulla (Old Name) S/o Sk Ahamad Ulla Residing at Vill - Hinchageria, P.o - Narayandari, Hincha Gerya, District - Purba Medinipur, Pin - 721655, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Sekh Soufique Tulla (Old Name) to Sk Soufique Tulla (New Name) and henceforth I shall be known as Sk Soufique Tulla (New Name) in all purpose, vide affidavit no 41/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 17-06-2026. Sk Soufique Tulla (New Name) and Sekh Soufique Tulla (Old Name) both are same and one identical person.

I, Uzma Khatoon (Old Name) W/o Iqbal Hussain Residing at 4F Ripon Residency, 93B Ripon Street, St. Marry School, Vtc+P.o - Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Uzma Khatoon (Old Name) to Uzma Iqbal (New Name) and henceforth I shall be known as Uzma Iqbal (New Name) in all purpose, vide affidavit no 39/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 17-06-2026. Uzma Iqbal (New Name) and Uzma Khatoon (Old Name) both are same and one identical person.

I, Md. Iqbal Hussain (Old Name) S/o Mubarak Hussain Residing at 93 B Ripon Street, Park Street, Circus Avenue, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Md. Iqbal Hussain (Old Name) to Iqbal Hussain (New Name) and henceforth I shall be known as Iqbal Hussain (New Name) in all purpose, vide affidavit no 43/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 17-06-2026. Iqbal Hussain (New Name) and Md. Iqbal Hussain (Old Name) both are same and one identical person.

I, SUPARNA PANDEY DAS (Old Name) wife of Mr. Abhijit Das, daughter of Chowharya Pandey, presently residing at West Wind, 78 Raja S.C Mullick Road, Rajpur Sonarpur, Garia, South 24 Parganas, Kolkata - 700 084, West Bengal, India, have change my name and shall henceforth be known as Suparna Das (New name) as declared before the Notary Public at Kolkata Dated 16/06/2026.SUPARNA DAS (New Name) and SUPARNA PANDEY DAS (Old Name) both are same and identical person.

I, DEBENDRANATH MONDAL (OLD NAME), SON OF RAMPADA MONDAL, RESIDENT OF SINGHER GHERI KUMRAPARA, RAIDIGHI, KUMRAPARA, SOUTH 24 PARGANAS- 743383, WEST BENGAL DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM DEBENDRANATH MONDAL (OLD NAME) TO DEBEN MONDAL (NEW NAME) AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS DEBEN MONDAL (NEW NAME) IN ALL PURPOSE, VIDE AFFIDAVIT NO 1337 SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT DIAMOND HARBOUR ON 13/02/2019. DEBEN MONDAL (NEW NAME) AND DEBENDRANATH MONDAL (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

I, Poli Kayal (Old Name), W/o Ganesh Chandra Kayal, Residing at Das Para, Jagadishpur, Howrah- 711114, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Poli Kayal (Old Name) to Pali Kayal (new name) and henceforth I be known as Pali Kayal (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit Dated 16/06/2026. Pali Kayal (New Name) and Poli Kayal (Old Name) both are same and one identical person.

জয় হো জয় হো জয় হোক

সুখবর

বর্ষ ২১ ■ সংখ্যা ২৩৮ ■ কলকাতা ■ ৩ আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
২ মুহররম ১৪৪৮ হিজরি ■ ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৯৪৮ শকাব্দ

সম্পাদকের কলম

চিকিৎসা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হতে হলে ভেষজ উদ্যানে নজর দিতে হবে

কেন্দ্রীয় সরকার যেমন অটল মিশন ফর রেজুভিনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন, অর্থাৎ অমরুত প্রকল্পে শহরে উদ্যান ও পরিস্রুত জল সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছে, তেমন রাজ্য সরকারও এই প্রকল্পের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে ভেষজ উদ্যান তৈরি আর কেন্দ্রের আয়ুষ মন্ত্রকের মতো রাজ্যে নেচারোপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ গড়ছে। রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে যতই রাজনৈতিক সংঘাত থাক না কেন, লক্ষ্য কিন্তু একই। ভারতের সনাতন ধ্যান ধারণায় ফেরা।

আদিবাসী অধ্যুষিত ঝাড়গ্রাম জেলায় মোট ২০০ একর জমিতে পাইলট প্রোজেক্ট হিসাবে ২০০ কোটি টাকা খরচে ভেষজ উদ্যান তৈরির কাজ হবে। গত বছরই রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রক, পঞ্চায়েত ও বায়োডায়ভার্সিটি বোর্ড একত্রিত হয়ে এরপর রাজ্যের প্রতিটি ব্লকেই এ ধরনের ভেষজ উদ্যান তৈরির পরিকল্পনা করেছে। ঠিক হয়েছিল, ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে স্থানীয় বাসিন্দাদের এই কাজে লাগানো হবে। ভেষজ উদ্ভিদের ঔষধি গুণ ছাড়াও অনেক গাছ বাতাসের ধূলিকণাও শোষণ করে। ফলে পরিবেশে দূষণ ঠেকাতেও সাহায্য করে। রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ভেষজ উদ্যানে নিম, তুলসী, কালমেঘ, অর্জুন, অশ্বগন্ধা, আকন্দ, আদা, আমলকী, কর্পূর, গুলঞ্চ, চন্দন, চিরতা, ছোটো এলাচ, থানকুনি, ধুতরো, নয়নতারা, পাথরকুচি, বনতুলসী, রুদ্রাক্ষ, ব্রাহ্মী, হরিতকি, হেলেঞ্চা-সহ কয়েকশো প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদের চাষ হবে। এইসব ভেষজ গাছ আসলে আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরিতেই কাজে লাগে। এর পাশাপাশি আয়ুর্বেদিক ওষুধের কারখানা গড়ায় সরকার মদত দিলে বিশাল কর্মসংস্থানের যেমন সুযোগ হবে, তেমন কম খরচে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াহীন আয়ুর্বেদিক ওষুধ খাওয়ার চল বাড়বে।

এর পাশাপাশি হাওড়া জেলার বেলুড়ে ১৭ বিঘা জমিতে তৈরি হয়েছে রাজ্যের প্রথম যোগ নেচারোপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। এখানে হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদের ডিগ্রি কোর্সের মতো ব্যাচেলর অফ নেচারোপ্যাথি অ্যান্ড যোগ সায়েন্সের (বি.এন.ওয়াই.এস) সাড়ে ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হচ্ছে। এরপর ১ বছর ইন্টার্নশিপে থাকতে হবে। ভেষজ উদ্ভিদের চাষের পাশাপাশি এ ধরনের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের উদ্যোগ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, রাজ্য সরকারেরও অভিমুখ ভারতের সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতির দিকেই। অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি ওষুধের বেশিরভাগ উপাদান আসে বিদেশ থেকে। ভারতে এইসব উপাদানের যেসব কারখানা ছিল, তা সরকারি মদতের অভাবে অনেককাল আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। তাই করোনা আবহে লকডাউন পর্যায়েই টের পাওয়া গেছে উপাদানের আমদানির সঙ্কটে কীভাবে এদেশে ওষুধ তৈরির প্রায় সব কারখানাই উৎপাদন কমাতে বাধ্য হয়। পাশাপাশি দেশে ওষুধ সঙ্কট দেখা দেওয়ায় ওষুধের দাম ফাটকায় বেড়ে যায়। এই সমস্যা মেটাতেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এখন আত্মনির্ভরতার দিকে নজর দিচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, ব্রিটিশ আমল থেকে চালু হওয়া কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট আইনে ওষুধের দোকান খোলার লাইসেন্স দেওয়া হলেও কোনো ওষুধের দোকানেই আর কেমিস্টদের দেখা পাওয়া যায় না। লাইসেন্স নেওয়ার সময় শুধুমাত্র ফার্মাসির কোনো গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের নাম থাকলেই সাত খুন মাফ। অথচ পাঁচ ও ছয়ের দশকেও নামি বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশনে ওষুধের বিভিন্ন উপাদানের জেনেটিক নাম ও পরিমাণ লিখে দিতেন। কেমিস্টের দোকানে ওই প্রেসক্রিপশন জমা দিয়ে ওষুধ করিয়ে নিতে হত। বাজার থেকে তৈরি ওষুধ কেনার ঝোঁক ছিল না। ওষুধ তৈরির কারখানার একচেটিয়া আধিপত্যে ইচ্ছেমতো দাম বাড়ানোর সুযোগও ছিল না। এখন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের নানান ভেট দিয়ে ডাক্তাররা যেমন প্রেসক্রিপশনে বিভিন্ন কোম্পানির চুক্তিমতো নেমের ওষুধ লিখে দায় সারেন, তখন সে সুযোগ ছিল না। অথচ ব্রিটিশ কালের সেই আইনই এখনো বলবৎ রয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগ হয় না। আর সাধারণ মানুষও এই বেআইনি রীতি নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে। ফলে কেমিস্টদের আর চাহিদা নেই। একমাত্র আয়ুর্বেদিক ওষুধের ক্ষেত্রে এখনো খল-নুড়ির প্রচলন রয়েছে, যা একসময় কেমিস্টরা করতেন।

তৈরি ওষুধ সহজলভ্য। কিন্তু তাতে যে নানান বিপদ আছে সেকথা কে কবে বুঝবেন? পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হলেই টের পান। আর পরিণামে মৃত্যু হলেও ভবিতব্য বলে ডাক্তারবাবু ও রোগীর পরিবাররা মেনে নিতে বাধ্য হন। ব্রিটিশ আমলের আইনে কেমিস্ট শপের লাইসেন্স দেওয়া হলেও সারা দেশে কোনো যথার্থ কেমিস্ট শপই আজ আর নেই। সবই রিটেল ট্রেড হয়ে গেছে। আলু, পটল, জামা-কাপড়ের মতো পাইকারদের ঘর থেকে কিনে এনে রিটেলারদের মতো বিক্রি চলছে। মাঝে একবার প্রেসক্রিপশনে জেনেটিক ওষুধের নাম লেখা বাধ্যতামূলক হলেও পরে ভেট বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তা নিয়ে হইচই বাঁধিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল। একালের কেমিস্ট শপের কথা যেমন লোকে কবে ভুলে গেছে কিংবা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তেমন ওষুধের জেনেটিক নাম লেখার চলও ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির অনেক আগে থেকেই কিন্তু চলে আসছে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা। এমনকী অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায়ও অনেক ক্ষেত্রেই এখনও আয়ুর্বেদিক ওষুধ ছাড়া গতি থাকে না। তাই ঔষধি গাছের উদ্যান আজ বড়ো জরুরি। আত্মনির্ভর হতে হলে এছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই।

অমিত্রসূদন ঘোষ

সুখবর
দৈনিক সংবাদপত্র
প্রধান কার্যালয়
১২/৩/৪ জামির লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১৯
বালিগঞ্জ বাস টার্মিনাস, গড়িয়াহাট ব্রিজের মুখোমুখি
হেল্প লাইন ✆: ০৮২৭২৯৪৭৮০০
নয়াদিল্লি কার্যালয়
রুম নং ১০২, অ্যানেক্স, আই এন এস বিল্ডিং,
রফি মার্গ, নয়াদিল্লি-১১০ ০০১
ফোন: ০৯৮৭১৯০২১১৩

বঙ্গবিভাগে শ্যামাপ্রসাদের পাশে ছিলেন তপশিলী নেতা প্রেমহরি বর্মণ

সৌমক পোদ্দার

সাল ১৯৪৭, তারিখ ২০ জুন। বঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হল। গড়ে উঠল হিন্দু হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ। এর নেপথ্যের প্রধান রূপকার ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র, বিশিষ্ট জননায়ক ও রাজনীতিক ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তবে বঙ্গভাগের দাবিকে শুধুমাত্র শ্যামাপ্রসাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ বলে দেখলে ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক আড়ালেই থেকে যায়।

সমকালীন সময়ে অনেক বাঙালি বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ ও সমাজনেতাও বঙ্গভাগের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন। কে ছিলেন না সেই তালিকায়! স্যার যদুনাথ সরকার, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. মেঘনাদ সাহা, ড. শিশিরকুমার মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ সেন, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিত্ব বঙ্গভাগের পক্ষে জনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে, এমনকী বাংলার বাইরেও, এই দাবির সমর্থনে সভা-সমিতি সংগঠিত হতে থাকে।

১৯৪৭ সালের ২৬ মে বিহারের বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের পাটনা শাখার উদ্যোগে পাটনা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. সুবিমলচন্দ্র সরকারের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বাংলার বিভাজনের দাবি উত্থাপিত হয় ও ‘ইন্ডিয়ান নেশন’-এর সম্পাদক ড. শচীন সেন সেই প্রস্তাবের সমর্থনে ভাষণ দেন। কলকাতার সিংহী পার্কে আয়োজিত এক জনসভায় স্যার যদুনাথ সরকারও বঙ্গভাগের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। এ ধরনের অনেক সভা-সমাবেশ বাংলার ভেতরে ও বাইরে হয়েছিল।

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রও জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ‘শনিবারের চিঠি’তে সজনীকান্ত দাস লিখেছিলেন, পৃথক হইয়া যাওয়াই ভালো। অপরদিকে ‘প্রবাসী’ পত্রিকা মন্তব্য করেছিল, দুই সম্প্রদায়ের মিলনের আশা সুদূর পরাহত। বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব স্থির ভাবে বিচার করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। জনমানসের এই ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষাকেই রাজনৈতিক দিশা দিয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৯৪৭ সালের ৪ এপ্রিল তারকেশ্বরে শুরু হয় বেঙ্গল পার্টিশন কনভেনশন। প্রায় ২৫ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে ড. শ্যামাপ্রসাদ ঘোষণা করেন, বাংলা ভাগ করা ছাড়া হিন্দু বাঙালির বাঁচবার আর কোনও উপায় নেই; এটি তাদের জীবন-মরণের প্রশ্ন। সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে বঙ্গভাগের দাবিকে সফল করার জন্য এক লক্ষ স্বেচ্ছাসেবকের বাহিনী গঠনের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়। পরবর্তী কয়েক মাসের প্রবল রাজনৈতিক সংগ্রাম ও জনআন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাস্তব রূপ পায় পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। বঙ্গীয় আইনসভায় ৫৮-২১ ভোটে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমিউনিস্ট পার্টির দুইজন প্রতিনিধি যথাক্রমে জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মিণ ভোট দিয়েছিলেন। এরাই বাইরে বেরিয়ে এসে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে অপপ্রচার করেছিলেন।

এখানেই বিতর্কের সূত্রপাত হয়। পরে বিশেষত মার্কসবাদী ইতিহাসচর্চার একটি অংশ বঙ্গভাগ আন্দোলনের শ্রেণিচরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তাদের যুক্তির অন্যতম ভিত্তি ছিল মুসলিম লিগের নেতা ও পাক-ই-স্তান আন্দোলনের প্রধান মুখ মহম্মদ আলি জিন্নাহর বক্তব্য। জিন্নাহ দাবি করেছিলেন, বঙ্গবিভাগের আন্দোলন মূলত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের একটি সীমিত রাজনৈতিক উদ্যোগ, যার সঙ্গে বাংলার বৃহত্তর সমাজের কোনো সম্পর্ক নেই।

কিন্তু সমকালীন দলিলপত্র কি সত্যিই সেই দাবিকে সমর্থন করে?

এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী ও তপশিলী সমাজের বিশিষ্ট নেতা প্রেমহরি বর্মণ। তিনি এক বিবৃতিতে স্পষ্ট ভাষায় জানান, তাঁর সম্প্রদায়ের বৃহত্তর অংশ বঙ্গভাগের পক্ষেই অবস্থান করছে। জিন্নাহর বক্তব্য খণ্ডন করে তিনি বলেন, বাংলার শহর, মফস্বল ও গ্রামাঞ্চলে বঙ্গভাগের সমর্থনে অনুষ্ঠিত জনসভাগুলিতে বিপুল সংখ্যক তপশিলী মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, এই আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি অনেক বিস্তৃত। তাঁর মতে, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ অনুসারী ছাড়া তপশিলী সমাজের স্বাধীন নেতৃত্বের মধ্যে বঙ্গভাগের বিরুদ্ধে কার্যত কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ দেখা যায়নি।

প্রেমহরি বর্মণের বক্তব্যের সমর্থনে সমকালীন সংবাদপত্রেও তথ্য পাওয়া যায়। লখনৌ থেকে প্রকাশিত প্রভাবশালী দৈনিক ‘পাইওনিয়ার’-এর ৩০ মে, ১৯৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে নোয়াখালি জেলা তপশিলী সমিতির সম্পাদক মনোরঞ্জন দাস জানান, নোয়াখালির প্রায় দেড় লক্ষ তপশিলী হিন্দু বঙ্গভাগের দাবিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছেন। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গকে পৃথক হিন্দু ও মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে বিভক্ত করার দাবির পেছনে তপশিলী সমাজেরও সুস্পষ্ট সমর্থন রয়েছে বলেও তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

সংগঠিতভাবেও তপশিলী সমাজ বঙ্গবিভাগের প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান জানিয়েছিল। এরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪৭ সালের ২৮ মে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি হলে অনুষ্ঠিত তপশিলী শ্রেণির এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে। রাধানাথ দাসের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও ভারতের শ্রমমন্ত্রী জগজীবন রাম। সম্মেলনে স্বাধীন ও সার্বভৌম বঙ্গ গড়ার পরিকল্পনার বিরোধিতা করা হয় ও বাংলার বিভাজনের পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। একই সঙ্গে এই অভিমতও ব্যক্ত করা হয় যে, বিভক্ত বাংলার উভয় অংশই ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকুক। ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন, যদি ভারত বিভক্ত হয়, তবে পাঞ্জাব ও বাংলারও বিভাজন অবশ্যই ঘটতে হবে। এর থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই, শুধু সাংগঠনিক স্তরেই নয়, ব্যক্তিগতভাবেও অনেক তপশিলী নেতা বঙ্গবিভাগের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। জগজীবন রাম, রাধানাথ দাস, বিরাটচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ নেতারা বিভিন্ন সময়ে বাংলার বিভাজনের সমর্থনে নিজেদের মত প্রকাশ করেন। ফলে বঙ্গভাগের দাবিকে শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের উদ্যোগ বলে ব্যাখ্যা করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ে।

অতএব, সমকালীন দলিলপত্র, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, জনসভা-সমিতির বিবরণ ও তপশিলী নেতাদের প্রকাশ্য বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, বঙ্গভাগের দাবিকে উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের একটি সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্যোগ বলে চিহ্নিত করা ইতিহাসসম্মত নয়। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই আন্দোলনের প্রধান রাজনৈতিক মুখপাত্র ও সংগঠক হলেও এর সমর্থনভিত্তি ছিল বহুধা বিস্তৃত। শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সমাজনেতা, সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী ও তপশিলী সমাজের এক বৃহৎ অংশ বঙ্গভাগের প্রশ্নে একই অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছিল। ফলে বঙ্গভাগ আন্দোলনের প্রকৃতি ও সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কে পরে নানা মতাদর্শগত ব্যাখ্যার বদলে সমকালীন প্রমাণগুলিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কারণ ইতিহাসের বিচারে বঙ্গভাগ শুধু রাজনৈতিক নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত নয় বরং তখনকার বাংলার এক বৃহৎ অংশের জনমতেরও প্রতিফলন ছিল।

বিশ্বর সঙ্গে ভারতের অর্থনীতিও কি ভারসাম্যহীন হবে

মনোরঞ্জন নায়েক

এই মুহূর্তে বিশ্বে যে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে ও যেভাবে দিনদিন তার বিস্তার ঘটছে তাতে তার ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে। এর মধ্যেই বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ে চর্চা করে এমন সংস্থাগুলি পূর্বাভাস দিতে শুরু করেছে, বিশ্বের তথাকথিত উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের রাষ্ট্রনায়করা যদি না অবিলম্বে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষার কথা ছেড়ে মুক্ত ভাবনায় ভাবিত হতে পারেন ও বিশ্বের মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে নিজেদের বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক কৌশল ও অবস্থানের বদল ঘটিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নতিসাধনের জন্য সচেষ্ট হন তাহলে সারা বিশ্বের সব দেশের অর্থনীতিতে জোগান শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে আর খুব বেশিদিন সময় লাগবে না। বিশ্ব অর্থনীতির একেবারে হালের তথ্য বিশ্লেষণ করে এসব সংস্থা দেখেছে এর মধ্যেই অনেক দেশেই এমন অবস্থা তৈরি হয়ে গেছে।

একেবারে হালে এসব অর্থনীতি বিশ্লেষণকারী সংস্থা যেসব সমীক্ষা করেছে তাতে দেখা গেছে, বিশ্বের প্রায় সব দেশেরই বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন উদ্বৃত্তের হিসেবে ভারসাম্যহীনতা খুবই স্পষ্টভাবে দেখা দিতে শুরু করেছে। উল্লেখ্য, বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন উদ্বৃত্তের হিসেবের দু'টি খাত (অ্যাকাউন্ট) রয়েছে। এর একটি হল চলতি খাত (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট) ও অপরটি হল মূলধনী খাত (ক্যাপিট্যাল অ্যাকাউন্ট)। একটি দেশের বাকি বিশ্বের সঙ্গে সব ধরনের পণ্য ও পরিসেবা আমদানি ও রফতানির হিসেব চলতি খাতে দেখানো হয়। উল্লেখ্য, এই খাতের হিসেবে কখনই রফতানির মূল্য ও আমদানির মূল্য স্থির থাকে না। সময়ান্তরে এর বদল ঘটেই থাকে। কখনো রফতানির মূল্য বেশি হয় আবার কখনো আমদানির মূল্য বেশি হয়। রফতানির মূল্য আমদানির মূল্যের চেয়ে বেশি হলে লেনদেন উদ্বৃত্তের হিসেবে উদ্বৃত্ত হয়েছে বলে ধরা হয়। আর এই হিসেবে আমদানির মূল্য রফতানির মূল্যের চেয়ে বেশি হলে লেনদেন উদ্বৃত্তের হিসেবে ঘাটতি হয়েছে বলে ধরা হয়। এভাবে যখন হিসেব করা হয় তখন অন্য দেশের সঙ্গে যে দেশের হিসেবে ঘাটতি থাকে সেই দেশটি যে দেশের হিসেবে উদ্বৃত্ত রয়েছে সে দেশ থেকে মূলত ঋণ নেয়। অর্থাৎ এই হিসেবে যে দেশের হিসেবে উদ্বৃত্ত রয়েছে সে দেশটি তার বাণিজ্য প্রক্রিয়ার বিপরীতে থাকা ও মূলধন ঘাটতির মুখে পড়া দেশে বিনিয়োগ করে বা মূলধনের বহিঃপ্রবাহ ঘটায়। এতে ঘাটতির মুখে পড়া দেশে মূলধনের আগমণ বাড়ে ও শেষমেশ লেনদেন উদ্বৃত্তের হিসেবে সমতা এসেছে দেখানো হয়। বস্তুত লেনদেন উদ্বৃত্তের হিসেব একটা শূন্য অঙ্কের খেলা (জিরো-সাম গেম)। এখানে আয় ও ব্যয় সমান দেখানো হয়। সাময়িকভাবে এই ধরনের হিসেব মেলানোর খেলা সব দেশই করে। এটাই রেওয়াজ।

কিন্তু অসুবিধাটা দেখা দেয় তখনই যখন কোনো দেশের হিসেবের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা দীর্ঘস্থায়ী হয়। তখন যে দেশটিতে এমনটা ঘটে সেদেশের সঙ্গে অন্যদেশ বাণিজ্য করতে অনীহা প্রকাশ করে। এর ফলে সে দেশটির পক্ষে অন্যদেশ থেকে একদিকে যেমন নিজের দেশের জনগণের দরকারি পণ্যসামগ্রী ও সেবাদি আমদানি করা কঠিন হয়ে পড়ে অন্যদিকে তেমনি সে দেশটির পক্ষে অন্যদেশে রফতানি করাও কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে সে দেশটিতে একদিকে যেমন জনগণের দরকারি পণ্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের অভাব পড়ে ঠিক অন্যদিকে তেমনি সে দেশটিতে যেসব উৎপাদন প্রতিষ্ঠান রয়েছে ও যেগুলি মূলত রফতানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন করে সেসব প্রতিষ্ঠানের চাহিদাও কমে যায় ও সেসব প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়ার অবস্থায় চলে যায়। ফলে সে দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় একটা সাঁড়াশি-চাপ তৈরি হয়। একদিকে দেশের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে শুরু করে, অন্যদিকে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। তাই বিশ্বের কোনো দেশের রাষ্ট্রনায়কই চান না তাঁর দেশ এমন অবস্থায় পড়ুক।

স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বের প্রতিটি দেশই চায় তার বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন উদ্বৃত্তের হিসেবে ভারসাম্যহীনতা যেন স্থায়ী না হয়। অবশ্য একথা এখানে বলতেই হবে, লেনদেন উদ্বৃত্তের হিসেবে ভারসাম্যহীনতা খুবই সাময়িক হলে তা দেশের অর্থনীতির পক্ষে খুবই ভালো ফল দেয়। কেন-না এর ফলে যে দেশের সঙ্গে বৈদেশিক লেনদেন উদ্বৃত্তের হিসেবে ঘাটতি হয় সে দেশের মূলধন দেশটিতে চলে আসে ও তা বিনিয়োগের আকারে দেশের অর্থনীতিতে অবস্থান করে। এতে দেশটির অর্থনীতির উন্নয়নের চাকার গতি বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস তাই-ই বলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ষোড়শ শতক থেকেই বিশ্ব বাণিজ্যের বিশ্বায়ন ঘটার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এসময় থেকেই মূলত বিশ্বের নানান দেশই বুঝতে পারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দেশের সম্পদ বাড়ানোর অন্যতম উপায়। তবে সেসময় বাণিজ্য উদ্বৃত্তকেই দেশের সম্পদ বাড়ানোর উপায় বলেই মনে করা হত। অর্থাৎ সেসময় বণিকরা নিজেদের দেশের পণ্যসামগ্রী অন্যদেশে বিক্রি করে যত বেশি সোনা বা রুপোর মোহর সংগ্রহ করতে পারতেন তত বেশিই তাঁদের নিজেদের ও দেশের তথা রাষ্ট্রনায়কদের সম্পদ বাড়ত।

সপ্তদশ শতক থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রূপের বদল ঘটতে থাকে। নিজের দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থ অটুট রাখার জন্য ইউরোপের দেশগুলি বিশ্বের অন্যান্য মহাদেশের দেশগুলিতে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা শুরু করে। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বরূপটাই বদলে যেতে থাকে। এধরনের বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় দেখতে পাওয়া যায় বাণিজ্যে লিপ্ত দেশগুলির একটি বেশি রফতানি করছে ও অপরটি বেশি আমদানি করছে। অর্থাৎ বাণিজ্যে লিপ্ত দেশগুলির মধ্যে যে দেশটির রফতানির পরিমাণ বেশি হচ্ছে সে দেশটির অপর দেশটির কাছে কিছু পাওনা থেকে যাচ্ছে। অন্যদিকে যে দেশটির আমদানি বেশি হচ্ছে সে দেশটির দেনা বেশি হচ্ছে। এই অবস্থায় যেভাবে পাওনা মেটানো হত তা হল বেশি আমদানিকারক দেশটি বেশি রফতানিকারক দেশের কাছ থেকে ঋণ নিত। তখন রফতানিকারক দেশটি ওই বেশি আমদানিকারক দেশে তার পাওনা হিসেবে প্রাপ্য অর্থ মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করত ও পরোক্ষে ওই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করত।

বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসের পাতা ওল্টালেই যে কেউই দেখতে পাবেন এভাবে ভিন দেশে মূলধন বিনিয়োগ প্রথম শুরু করে ইংল্যাণ্ড। এই দেশটি অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়া মহাদেশের নানান দেশে বাণিজ্য করে নিজের দেশের মূলধন সেসব দেশে বিনিয়োগ করে সেখানে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল ও ধীরে ধীরে সেসব দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়ে দেশটির সম্পদ লুঠ করেছিল। অবশ্য একথা মানতেই হবে, সেসব দেশে ব্রিটিশ বণিকরা যে বিনিয়োগ করেছিল তা পরে ওইসব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করেছিল। এভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ল্যাটিন আমেরিকার নানান দেশে মূলধন বিনিয়োগ করেছিল ও তাতে একদিকে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাভ হয়েছিল অন্য দিকে তেমনি ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিও লাভবান হয়েছিল।

প্রায় ২ শতক ধরে বৈদেশিক বাণিজ্যের এই ভারসাম্যহীনতার কার্যকারিতা নিয়ে তেমন কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু নতুন শতকের প্রথম দশকে বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকট দেখা দিলে এই ভাবনার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অনেকের মতে বৈদেশিক লেনদেনে এই ভারসাম্যহীনতার নীতি বজায় থাকার কারণেই বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট তৈরি করেছিল। বস্তুত বৈদেশিক লেনদেন উদ্বৃত্তের হিসেবে উদ্বৃত্ত দেশের সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় ও তার ফলে উদ্বৃত্তে থাকা দেশগুলির কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদের হার কমিয়ে দেয়। এটাই নতুন শতকের প্রথম দশকে ঘটেছিল। তখন দেশের সঞ্চয়কারীরা বেশি মুনাফার আশায় আবাসন শিল্পে ও ফাটকা কারবারে বিনিয়োগ করা শুরু করে ও তার ফলে বিশ্বের আর্থিক বাজারে বুদবুদ তৈরি হয় ও তা হঠাৎ করে ফেটে যায় ও সারা বিশ্বের বাজারে ভয়ঙ্কর আর্থিক সংকট তৈরি হয়ে যায়। এরপর বিশ্বের সব দেশই বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলার বা কমানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কার্যত বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা কোনোমতেই এড়ানো সম্ভব নয়। অর্থনীতিবিদদের মতে এই ভারসাম্যহীনতা থাকবেই। অবশ্য এর বিস্তারকে যদি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখা যায় তাহলে অর্থনীতির ওপর তার খুব একটা ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না।

কিন্তু এই মুহূর্তে বিশ্বে যে ভূ-রাজনৈতিক অবস্থা তৈরি হয়েছে তাতে বিশ্বে এমন কোনো দেশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যার অর্থব্যবস্থায় এই ভারসাম্যহীনতার আকার ক্রমশ বাড়ছে না। মূলত বিশ্বের সব দেশেই মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ বাড়ার কারণেই এটা ঘটছে। আর একথা বুঝতে কারোর কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, মূলত রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের যুদ্ধ, ইরান ও লেবাননের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বব্যাপী যে খনিজ জ্বালানির সংকট তৈরি হয়েছে তাতে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই মুদ্রাস্ফীতি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আর এই কারণেই বিশ্বের সব অর্থনীতিতেই একদিকে যেমন বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের খরচ বাড়ছে অন্যদিকে তেমনি বাজারে পণ্য ও পরিসেবার দাম বাড়ছে। আর তার ফলে দেশের অভ্যন্তরীন বাজারে চাহিদা কমছে ও সেইসঙ্গে বিদেশেও দেশের রফতানিজাত পণ্যের চাহিদা কমছে। আর এর ফলেই বিশ্বের প্রায় সব দেশের লেনদেন উদ্বৃত্তের হিসেবে ভারসাম্যহীনতার বিস্তার ক্রমশ বাড়ছে। আর এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের সব দেশের জোগান শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। তথ্য বলছে, ভারতের অর্থনীতিতেও একই অবস্থা তৈরি হয়েছে।

এর মধ্যেই খবর বেরোতে শুরু করেছে বিশ্বের সব দেশের অর্থনীতির প্রসারের হার কমতে শুরু করেছে। বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে আলোচনাকারী সংস্থাগুলি এর মধ্যেই বলতে শুরু করেছে এই পরিস্থিতি আর কিছুদিন ধরে চলতে থাকলে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিপর্যয় নেমে আসবেই। আর তাতে বিশ্বের তথাকথিত উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশই যে ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুত অবিলম্বে এ বিশ্ব যুদ্ধমুক্ত না হলে বিশ্বের মানবসভ্যতা সমূহ বিপদের মধ্যে পড়ে যাবে।

উত্তর সম্পাদকীয় সব প্রবন্ধের যাবতীয় দায় লেখকের। সম্পাদক কোনোভাবেই দায়বদ্ধ নয়।

জেলার খবর

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ৩০০ কোটি টাকার মাটি চুরির অভিযোগ অভিজিৎ দাস ববির

বিশেষ সংবাদদাতা, ডায়মণ্ড হারবার : ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ৩০০ কোটি টাকার মাটি চুরির অভিযোগ করেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস (ববি)। তাঁর অভিযোগ, ২০২৩ সাল থেকে জোকা মেট্রোর কারশেডের পাশে এমএলএ লেকের নামে ১৬৩ বিঘার জমিতে ১২০ ফুট গভীর এক জলাশয় তৈরি করা হয়। সেই জলাশয়ের মাটি কলকাতাসহ বিভিন্ন এলাকায় ৩০০ কোটি টাকায় বিক্রি করে টাকা তুলে নেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর তাঁর আপ্তসহায়ক সুমিত রায় ও দলের অন্যান্য কর্মীরা। কিন্তু পুরোটাই হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ষড়যন্ত্র ও সুচতুর পরিকল্পনায় বলে অভিযোগ অভিজিৎ দাসের।

এজন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানায় ১৬ জুন তিনি এফআইআর দায়ের করেন (মামলা নং ৬৬৮)। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৪১৯। ৪২০। ৪৬৭।৪৭১।৪০৯।১২০ বি ও মাটি কাটা আইনে ৭।১৩(এ), ৫২।৫৩ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছ। প্রতিটি ধারাই জামিন অযোগ্য। অভিজিৎ দাস তাঁর অভিযোগের প্রমাণ হিসাবে সংবাদমাধ্যমের হাতে ২০১৭ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত এই জমির স্যাটেলাইট ছবিও তুলে দেন।

জিটিএর চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা অনীত থাপার

সুদীপকুমার বল, দার্জিলিঙ : বুধবার জিটিএ চেয়ারম্যান ও সভাসদ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন অনীত থাপা। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার পাহাড়ে জনকল্যাণ শিবির ও প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানেই পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে বলেন, ‘আগে নেগেটিভ সরকার ছিল। নিয়োগ হয়নি। উলটে জিটিএর মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। বিজেপি সরকারে দুর্নীতি হবে না।’ মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যর পরই বুধবার সকালে সমাজ মাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে ইস্তফার কথা জানান অনীত। ভিডিও বার্তায় বলেন, ‘রাজ্যে নতুন সরকার এসেছে। মানুষ আস্থাশীল। কিন্তু ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে গঠিত জিটিএ-কে এই সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে না। পদ আঁকড়ে থাকার কারণ দেখছি না। পাহাড়ের মানুষ ক্ষুব্ধ। সবাই তদন্ত চাইছে। আমিও চাই। তবে জিটিএতে বেশি টাকা আসত না। জিটিএ থাকলেও পাহাড়ের স্থায়ী সমাধান হয়নি। বিধানসভায় বিজেপিকে বিপুল জনরায় দেওয়ায় স্পষ্ট, মানুষ রাজনৈতিক সমাধান চায়। চেয়ারের মোহ নেই। জিটিএ থেকে বেরিয়ে স্থায়ী সমাধানের পথ খুলতে চাই।’ বিজেপি সরকার এরমধ্যেই জিটিএর শিক্ষক নিয়োগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। এদিকে রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে জিটিএকে এড়িয়েই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সরকার। মঙ্গলবারের কর্মসূচিতেও ডাক পাননি অনীত। অন্যদিকে, এদিন অনীত থাপার পথে হেঁটে ইস্তফার কথা ঘোষণা করলেন জিটিএর ডেপুটি চিফ এগজিকিউটিভ সঞ্চবির সুব্বাও। পাশাপাশি পদত্যাগ করেছেন কার্শিয়াঙ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনু ছেত্রী। নিজের ইস্তফা প্রসঙ্গে অনু ছেত্রী বলেন, ‘রাজ্যের নতুন সরকারের ওপর পাহাড়ের মানুষের আস্থা রয়েছে। এবার ডবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে পাহাড়ের সমস্যা মিটবে বলে মনে করছেন সকলে। আমিও পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাই। তাই ইস্তফা দিলাম।’ এদিন ইস্তফার কারণ নিয়ে একই সুর শোনা গিয়েছিল অনীত থাপার গলাতেও। তিনি বলেছিলেন, ‘জিটিএ থাকা সত্ত্বেও পাহাড়ের মানুষের সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব হচ্ছিল না। বিধানসভা ভোটে পাহাড়ের মানুষ যেভাবে বিজেপিকে বিপুল জনরায় দিয়েছেন তাতেই স্পষ্ট যে তাঁরা পাহাড় সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী ও রাজনৈতিক সমাধান চান।’

দুবরাজপুরে এইচপিভি টিকাকরণ শুরু

অশোক মণ্ডল, দুবরাজপুর : বুধবার বীরভূমের দুবরাজপুর গ্রামীণ হাসপাতালে আনুষ্ঠানিকভাবে এইচপিভির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে টিকাকরণ শুরু হল। ব্লক মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ সলমান মণ্ডলের ব্যবস্থাপনায় এদিন টিকাকরণের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন দুবরাজপুর বিধানসভার বিধায়ক অনুপকুমার সাহা। সঙ্গে ছিলেন দুবরাজপুর শহরের মানুষ তথা বিজেপি নেতা সত্যপ্রকাশ তেওয়ারি, দুবরাজপুর গ্রামীণ মণ্ডলের বিজেপি সভাপতি এইচপিভি শম্ভুনাথ ব্যানার্জি ও অনেকে। দুবরাজপুর বিধানসভার বিধায়ক অনুপকুমার সাহা বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশে ১৪ বছর বা তার ঊর্ধ্বে মেয়েদের এই এইচপিভি টিকাকরণ করার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি এলাকার জনগণকে বার্তা দিতে চাই নিজেদের মেয়েদের জীবন সুরক্ষিত রাখতে ওই বয়সের মেয়েদের টিকাকরণের জন্য পদক্ষেপ নিন ও আগামী প্রজন্মকে সুস্থ রাখার সংকল্প করুন।’ দুবরাজপুর গ্রামীণ হাসপাতালের আওতায় যেসব হাসপাতাল রয়েছে সব হাসপাতালেই টীকাকরণের ব্যবস্থা করেছে বর্তমান স্বাস্থ্য দফতর। দুবরাজপুর গ্রামীণ হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার তথা ব্লক মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ সলমান মণ্ডল জানান, ‘১৪-১৫ বছর বয়সী মেয়েদের এইচপিভি টিকাকরণের খুবই দরকার।’ প্রথম দফায় ১৭ জন ও কিছুক্ষণ পর আরো ১৮ জনকে এইচপিভি টিকা দেওয়া হয়। সপ্তাহে ৩দিন সোম, বুধ ও শুক্র ওই টিকাকরণ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়া ৩ মাস ধরে চলবে। দুবরাজপুর ব্লকের বিডিও জয়সূর্য চক্রবর্তী বলেন, ‘ওই নির্দিষ্ট বয়সের মেয়েদের সুস্থ রাখতে টিকাকরণ অবশ্যই করণীয়।’

রঘুনাথগঞ্জে মারপিটে জখম একাধিক

পরাগ মজুমদার, রঘুনাথগঞ্জ : বুধবার মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের সেকেন্দ্রার গ্রামপঞ্চায়েতের গিরিয়া এলাকায় গ্রাম দখল নিয়ে এলাকার ২ প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মধ্যে দফায় দফায় মারপিট থেকে বোমাবাজির জেরে গুরুতর জখম হন ২ মহিলা সহ একাধিক। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশবাহিনী ও র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়। জানা গেছে, সোমবার মাঝরাতে ১টি বাইক নিয়ে বচসা ও উত্তেজনা হয়। এরপর ওই ২ পক্ষের মধ্যে মারপিট বাধে। অভিযোগ, একদল দুষ্কৃতী বোমাবাজি করে, ধারালো অস্ত্র ও লাঠি দিয়ে গ্রামে চড়াও হয়। হামলায় জখম হন মহিলারা। খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে । গ্রামবাসীদের একাংশ জানায়, অন্তত ১০টি বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। প্রতিবেশীরা জখমদের প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে তাঁদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি পুলিশ। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

বিশ্বকাপে আজকের খেলা

উজবেক-ই-স্তান-কলম্বিয়া সকাল ৭.৩০ মি. ● চেক প্রজাতন্ত্র-দক্ষিণ আফ্রিকা রাত ৯.৩০ মি. ● সুইজারল্যান্ড-বসনিয়া রাত ১২.৩০ মি. ● কানাডা-কাতার ভোর ৩.৩০ মি.

বিশ্বকাপে জ্বলে উঠল তিন নক্ষত্র

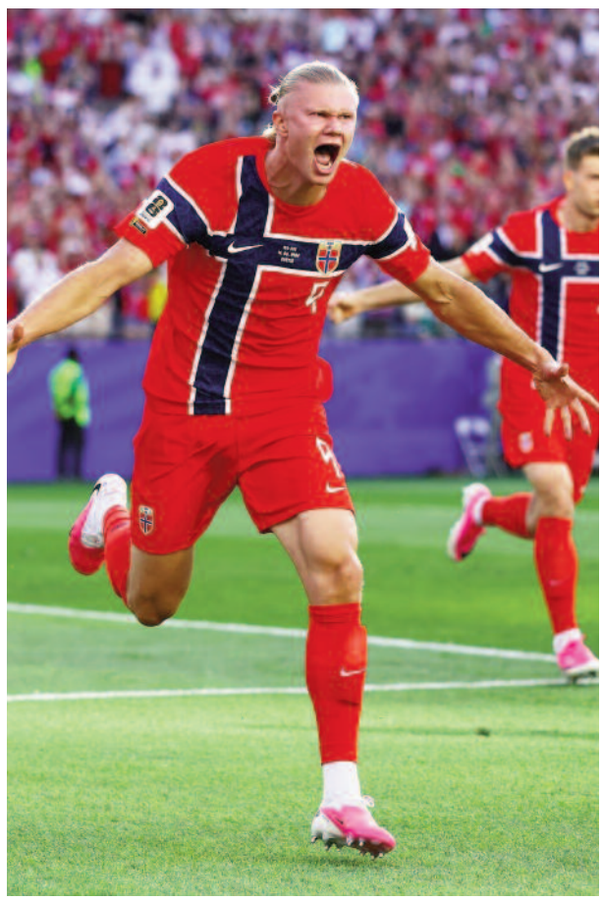

এক সময় ফুটবল বিশ্ব ভাগ হয়ে গিয়েছিল দুই মেরুতে- মেসি আর রোনাল্ডো। সেই যুগ প্রায় শেষের পথে। কিন্তু ২০২৬ বিশ্বকাপের ষষ্ঠ দিনে যেন ফুটবল ঈশ্বর নিজেই নতুন এক দৃশ্যপট সাজিয়ে দিলেন। এক রাতে মাঠে নামলেন তিন প্রজন্মের তিন তারকা, লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপ্পে ও আরলিং হালান্ড। আর তিনজনই নিজেদের মতো করে জানিয়ে দিলেন, বিশ্বকাপের মঞ্চ এখনও তাদেরই দখলে। বিশ্বকাপের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার কথা ছিল শুধু মেসির ২০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। কিন্তু রাত শেষ হতে হতে গল্পটা হয়ে গেল তিন সুপারস্টারের শক্তি প্রদর্শনের এক অনন্য অধ্যায়।

ফুটবলবিশ্ব যখনই ভাবে লিওনেল মেসির হয়তো আর কিছু প্রমাণ করার নেই, তখনই যেন তিনি নতুন কোনো রেকর্ড স্পর্শের নেশায় মাতেন। ৩৮ বছর বয়সেও লিওনেল মেসি যেন সময়কে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন। নিজের ২০০তম ম্যাচে আলজেরিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ৩-০ জয়ে নিজের হ্যাটট্রিক করে তিনি বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা মিরোস্লাভ ক্লোসার ১৬ গোলের রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন। একই সঙ্গে প্রথম ফুটবলার হিসেবে ছয়টি বিশ্বকাপে খেলার কীর্তিও গড়েছেন। বিশ্বকাপে এটাই তার প্রথম হ্যাটট্রিক।

ইন্টার মিয়ামিতে চোটের কারণে তাকে নিয়ে যে আশঙ্কা ছিল, তা এক রাতেই উড়িয়ে দিয়েছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। তার প্রতিটি স্পর্শে ছিল পুরনো দিনের সেই জাদু, প্রতিটি

বিশ্বকাপের নায়ক

গোল যেন ফুটবল ইতিহাসের আরেকটি পৃষ্ঠা লিখে দিল। মেসির অমরত্বের ইতিহাসে যোগ হলো আরও একটি নতুন পাতা।

মেসি যেখানে ইতিহাস ছুঁয়েছেন, সেখানে এমবাপে লিখেছেন নিজের নতুন ইতিহাস। সেনেগালের বিপক্ষে ফ্রান্সের ৩-১ জয়ে দুটি গোল করে তিনি ৫৮ গোল নিয়ে ফরাসি জাতীয় দলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা বনে গেছেন। শুধু তাই নয়, বিশ্বকাপে তার গোলসংখ্যা এখন ১৪। এতে তিনি জার্মান কিংবদন্তি গার্ড মুলারের পাশে জায়গাও করে নিয়েছেন। বিশ্বকাপের নতুন রাজা হওয়ার পথে এমবাপে যে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন, তার প্রমাণ মিললো আবারও। গতির প্রশ্নে এমবাপে যেন অপ্রতিরোধ্য।

প্রথমার্ধে ফ্রান্সকে অনেকটা এলোমেলো দেখালেও দ্বিতীয়ার্ধে এমবাপের বিস্ফোরণই ম্যাচের ভাগ্য বদলে দেয়। এর মাধ্যমে বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসেবে নিজেদের অবস্থানও শক্ত করে ফ্রান্স।

মেসি-এমবাপের আলোচনার মাঝেও নিজের উপস্থিতি জোরালোভাবে জানান দিয়েছেন আরলিং হালান্ড। ইরাককে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে বিশ্বকাপে ২৮ বছর পর ফেরা নরওয়ে দুর্দান্ত সূচনা করেছে। ম্যাচে হালান্ড গোল করে বিশ্বকাপ অভিষেককে স্মরণীয় করে রাখেন। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ১৬ গোল করা এই নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার আগেই গোল্ডেন বুটের অন্যতম দাবিদার ছিলেন। প্রথম ম্যাচেই গোল করে সেই দাবিকে আরও জোরালো করলেন তিনি।

তিন তারকা যেন এক নিরব বার্তাই দিলেন নিজেদের পারফরম্যান্স দিয়ে।

মেসি দেখালেন কিংবদন্তিরা সহজে বিদায় নেন না। এমবাপে প্রমাণ করলেন তিনি বর্তমানের সবচেয়ে বড়ো মঞ্চের সবচেয়ে বড়ো নায়ক হতে প্রস্তুত। আর হালান্ড জানিয়ে দিলেন, গোলের খিদে নিয়ে তিনিও আছেন বিশ্বকাপের সিংহাসনের লড়াইয়ে।

২০২৬ বিশ্বকাপের ষষ্ঠ দিন তাই শুধু কয়েকটি ম্যাচের গল্প নয়। এটি ছিল এক রাতের মধ্যে ফুটবলের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে একই ফ্রেমে দেখার বিরল সুযোগ।

মেসির স্ত্রী বললেন, তোমার পাশে আছি, তুমি অসাধারণ

পুরো পৃথিবী আবারো আজ মেসি বন্দনায় মুখর। ২০২২ বিশ্বকাপের ফাইনালের পর মেসির আরও একটি বিধ্বংসী পারফরম্যান্স জাতীয় দলের জার্সি গায়ে। তার এমন জয়ে সব আর্জেন্টাইন ভক্তের পাশাপাশি আনন্দে আত্মহারা মেসির স্ত্রী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জোও। মেসির অনবদ্য হ্যাটট্রিক করার দিনে কানসাস সিটির স্টেডিয়ামে বসে রোকুজ্জো উপভোগ করেন তার শ্রেষ্ঠত্ব। তাই আবেগ ধরে রাখতে না পেরে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন তিনি। সেখানে লেখেন, 'আমরা সব সময় তোমার পাশে আছি, মেসি। তুমি অসাধারণ।' নিজে মেসির জয় উদযাপনের পাশাপাশি তার সঙ্গে ছিল তাদের তিন সন্তান থিয়াগো, মাত্তেও ও সিরো মেসি।

সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনে যৌথভাবে মেসি

লস অ্যাঞ্জেলস : ১৩ গোল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপে পা রাখতে যাওয়ার আগে আলোচনা ছিল মেসিকে নিয়ে। আলোচনা থাকাটা স্বাভাবিকই। নানা বিষয় নিয়েই আলোচনায় থাকেন তিনি। এই আলোচনাটা, বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা হতে পারবেন কি না, তা নিয়ে। জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোজে ১৬ গোল নিয়ে বেশ কয়েক বছরই শীর্ষ আসনে বসে আছেন। মেসির সামনে সেই আসন দখল করার সুযোগ। পারবেন কি তিনি! আলজেরিয়ার বিপক্ষে এবারের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই মিরোস্লাভ ক্লোজের পাশে বসে গেলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। দুর্দান্ত এক হ্যাটট্রিক করে সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনে এখন যৌথভাবে বসে আছেন মেসি ও ক্লোজে। গ্রুপ 'জে'-এর ম্যাচে আলজেরিয়ার বিপক্ষে ৩৯ বছর বয়সী মেসি তিনটি গোল করলেন। প্রথমটি আসে বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত বাঁ-পায়ের শটে, দ্বিতীয়টি করেন রিবাউন্ড থেকে বল জালে ঠেলে দিয়ে ও তৃতীয় গোলটি আসে তার চেনা ভঙ্গিতে বক্সের কিনারা থেকে নিখুঁত ফিনিশিংয়ে। এই হ্যাটট্রিকের মাধ্যমে বিশ্বকাপে তার গোলসংখ্যা দাঁড়ালো ১৬-তে। এর ফলে বিশ্বকাপের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা ক্লোজের রেকর্ডে ভাগ বসালেন মেসি। জার্মান কিংবদন্তি চারটি বিশ্বকাপ খেলে ২৪ ম্যাচে করেছিলেন ১৬ গোল। অন্যদিকে মেসি ২৭ ম্যাচে পৌঁছালেন সেই উচ্চতায়। ম্যাচ শেষে ব্যক্তিগত অর্জন নিয়ে খুব বেশি উচ্ছ্বসিত হতে দেখা যায়নি আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে। বরং তিনি রেকর্ডের গুরুত্ব কমিয়ে দেখিয়েছেন। মেসি বলেন, 'ক্লোজের পাশে নিজের নাম দেখতে পারাটা অবশ্যই সম্মানের। রোনাল্ডো, এমবাপে- তারাও এই তালিকায় আছে। কিন্তু আমার কাছে এগুলো শুধুই পরিসংখ্যান। রোনাল্ডো ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলার, অথচ তিনি প্রথম স্থানে নেই। তাই এসব রেকর্ড শেষ পর্যন্ত শুধু সংখ্যাই।' বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় মেসি এখন যৌথভাবে শীর্ষে থাকলেও খুব কাছেই আছেন ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে। সেনেগালের বিপক্ষে জোড়া গোল করে এমবাপের বিশ্বকাপ গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪-তে। মাত্র ১৫ ম্যাচেই এই কীর্তি গড়েছেন ফরাসি তারকা। বিশেষ করে এমবাপের সঙ্গে মেসির লড়াই এখন বিশ্বকাপের অন্যতম আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে। ফরাসি ফরোয়ার্ড এখনও কেরিয়ারের তৃতীয় বিশ্বকাপ খেলছেন, অথচ এরমধ্যে ১৪ গোল করে ফেলেছেন। ফলে রেকর্ডটি ভবিষ্যতে তার দখলে যাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এদিকে আলজেরিয়ার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করে মেসি আরেকটি অনন্য কীর্তিও গড়েছেন। তিনি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডের সঙ্গে পাঁচটি ভিন্ন বিশ্বকাপে গোল করার রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন। ২০০৬, ২০১৪, ২০১৮, ২০২২ এবং ২০২৬- এই পাঁচ বিশ্বকাপেই গোল করেছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। তবে রেকর্ডে ভাগ বসিয়েই থামতে চাইবেন না মেসি। বিশ্বকাপের পরবর্তী ম্যাচেই অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে একটি গোল করতে পারলে তিনি এককভাবে বিশ্বকাপের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে যাবেন। আর সেটি হলে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মঞ্চে আরও একটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা অধ্যায় যোগ হবে তার বর্ণময় কেরিয়ারে।

অভিষেকের চিঠি ঘিরে সিএবিতে চাপানউতোর, ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে সৌরভরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে সম্প্রতি ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁকে খোলা চিঠি দিয়েছিলেন সিএবির প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া। এরপর থেকেই চাপানউতোর শুরু সিএবিতে। রবিবার ইডেনে বেঙ্গল টি২০ লিগের ফাইনালে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানাতে বুধবার ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস। সেই বৈঠকেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়-সহ সিএবির পাঁচ পদাধিকারীর সই করা একটি চিঠি মন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। চিঠিতে সিএবি দাবি করেছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ও লোধা কমিটির সুপারিশ মেনে সংস্থায় ওমবাডসম্যান ও এথিক্স অফিসারের স্বাধীন ব্যবস্থা রয়েছে। অভিযোগ এলে তা নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতেই খতিয়ে দেখা হয়। ফলে পৃথক দুর্নীতিদমন ব্যবস্থা তৈরির দাবি বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলেই মত সিএবির। পাশাপাশি চিঠিতে বলা হয়েছে, গত তিন দশকে বিশ্বনাথ দত্ত, জগমোহন ডালমিয়া, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অভিষেক ডালমিয়া ও স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়-সহ একাধিক প্রশাসক সিএবির নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁদের সময়ে সিএবির বিরুদ্ধে বড় ধরনের কোনও অভিযোগ ওঠেনি। তাই সামগ্রিকভাবে সংস্থার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন মন্তব্যে বিস্ময় প্রকাশ

করেছে বর্তমান প্রশাসন। ক্রীড়ামহলের একাংশের মতে, অভিষেক ডালমিয়ার চিঠি ও তার জবাবে সিএবির এই পদক্ষেপ কার্যত প্রশাসনিক দ্বন্দ্বকে প্রকাশ্যে এনে দিল। আগামী জুলাইয়ে সিএবির যুগ্ম সচিব নির্বাচনকে সামনে রেখে এই ঘটনাকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলে নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, সিএবির অন্দরমহলের সমীকরণও ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

কোহলিকে ছাড়িয়ে গেলেন গিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মুম্বই : ফিফা বিশ্বকাপ চলছে। এর মধ্যেই আফগান-ই-স্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ খেলছে ভারত। এই ম্যাচেই অসাধারণ এক কীর্তি গড়েছেন শুভমন গিল। স্বদেশী সতীর্থ বিরাট কোহলিকে পেছনে ফেললেন তিনি। একদিনের ক্রিকেটে দ্রুততম ব্যাটার হিসেবে ২৬ ইনিংসে ১০০০ রান পূর্ণ করলেন গিল। দ্বিতীয় স্থানে যথাক্রমে রয়েছেন বিরাট কোহলি ও শিখর ধাওয়ান। তারা দু'জনেই ২৪ ইনিংসে ১০০০ রানের গণ্ডি পেরিয়েছিলেন। ২৫ ইনিংসে নভজ্যোত সিং সিধু ও শ্রেয়স আইয়ার এই নজির গড়েছিলেন। খুব বেশি পিছিয়ে নেই ঈশান কিষাণও। ২৬ ইনিংসে হাজার রানের গণ্ডি পার করেন। এদিন ভারতের হয়ে জোড়া সেঞ্চুরি করেন শুভমন গিল ও ঈশান কিষান। শুভমন ১১০ বলে ১৫৪ রান করেন। ঈশান ৭৯ বলে ১২৫ রান করেন। রোহিত শর্মা করেন ৪৮। ভারত সব মিলিয়ে ৪০২ রান তোলে। জবাবে আফগান-ই-স্তান ২৩২ রানে আল আউট হয়ে যায়। ভারত ১৭০ রানে জিতে সিরিজ ২-০ তে এগিয়ে গেল।

সুখবর
এখন আরো কমে আরো ভোরে
WhatsApp-এ
প্রতি মাসে মাত্র ২০/- টাকা
প্রতি বছরে মাত্র ২৪০/- টাকা
অফারটি সীমিত সময়ের জন্য
যোগাযোগ : 9830624170

Name Change

I, **Sikha Basu** (Old Name) wife of Biswanath Bose resident of Near Sanhati Park,Dist-Hooghly, Pin-712103. West Bengal., do hereby declare that I have changed my name from **Sikha Basu** (Old Name) to **Sikha Bose** (New Name) in all purpose, vide affidavit no.- 005 sworn before the Notary Public at Kolkata CMM's court on 17.06.2026. That **Sikha Bose** (New Name) and **Sikha Basu** (Old Name) both are the same and one identical person.

I, **Tejas Dilip Mehta** (Old Name) son of Dilip Mehta resident of 13,Justice Chandra Madhav Road, P.O-L.R.Sarani, P.S-Bhawanipore, Kolkata-700020. West.Bengal., do hereby declare that I have changed my name from **Tejas Dilip Mehta** (Old Name) to **Tejas Mehta** (New Name) in all purpose, vide affidavit no.- 004 sworn before the Notary Public at Kolkata CMM's court on 17.06.2026. That **Tejas Mehta** (New Name) and **Tejas Dilip Mehta** (Old Name) both are the same and one identical person.

I,Biswambhar Bhukta, **Bishwambhar Bhukta** (old name) Son of Late Ratan Bhukta, residentof Vill & Po-Bikrampur, Ps-Debra, Paschim Medinipur Pin-721136, West Bengal, India, do hereby declare that I have changed my name from Biswambhar Bhukta, **Bishwambhar Bhukta** (old name) to **Bishwambhar Bhukita (**new name) and henceforth I Shall be known as **Bishwambhar Bhukita** (new name) in all purpose, vide affidavit no-08, sworn before the Notary public at Kolkataon17/06/2026. **Bishwambhar Bhukita** (new name) and **Biswambhar Bhukta, Bishwambhar Bhukta** (old name)both are same and one identical person.

I,**Swapan Mondal** (old name) Son of Lalit Mandal, residentof Vill-Chapra Christan Para, Po-Bangalijhi, Ps-Chapra, Nadia Pin-741123, West Bengal, India, do hereby declare that I have changed my name from **Swapan Mondal** (old name) to **Swapan Mandal** (new name) and henceforth I Shall be known as **Swapan Mandal** (new name) in all purpose, vide affidavit no-09, sworn before the Notary public at Kolkata on 17/06/2026. **Swapan Mandal** (new name) and **Swapan Mondal** (old name)both are same and one identical person.

I, **Zahir Khan** (old name) Son of Md Israil, residentof 19/3, Shah Aman Lane, Khidderpore, Kolkata-700023, West Bengal, India, do hereby declare that I have changed my name from **Zahir Khan** (old name) to **Md Zahir Khan** (new name) and henceforth I Shall be known as **Md Zahir Khan** (new name) in all purpose, vide affidavit no-12, sworn before the Notary public at Kolkataon17/06/2026. **Md Zahir Khan** (new name) and **Zahir Khan** (old name)both are same and one identical person.

I, **Ashit Dey** (old name) Son of Panchanan Dey, residentof Shibrampur, Bargachia, Howrah Pin-711404, West Bengal, India, do hereby declare that I have changed my name from **Ashit Dey** (old name) to **Asit Dey** (new name) and henceforth I Shall be known as **Asit Dey** (new name) in all purpose, vide affidavit no-13, sworn before the Notary public at Kolkataon17/06/2026. **Asit Dey** (new name) and **Ashit Dey** (old name)both are same and one identical person.

I, **Sk Miraj** (old name) Son of Md Elias, residentof 5/2/H/22, Bhu Kailash Road, Khidderpore, Kolkata-700023, West Bengal, India, do hereby declare that I have changed my name from **Sk Miraj** (old name) to **Sk Meraj** (new name) and henceforth I Shall be known as **Asit Dey** (new name) in all purpose, vide affidavit no-14, sworn before the Notary public at Kolkata on 17/06/2026. **Sk Meraj** (new name) and **Sk Miraj** (old name)both are same and one identical person.

I, **Mohammad Elias** (old name) Son of Sk Aziz, residentof 5/2/H/22, Bhu Kailash Road, Khidderpore, Kolkata-700023, West Bengal, India, do hereby declare that I have changed my name from **Mohammad Elias** (old name) to **Md Elias** (new name) and henceforth I Shall be known as **Md Elias** (new name) in all purpose, vide affidavit no-14, sworn before the Notary public at Kolkataon17/06/2026. **Md Elias** (new name) and **Mohammad Elias** (old name)both are same and one identical person.

Name Change

I **PRAVAT CHANDRA SARDAR** (old name) S/O BIMAL SARDAR residing of 1/3, Monohar Pukur 2nd Lane, P.S.-Rabindra Sarobar, District-Kolkata-700029, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name form **PRAVAT CHANDRA SARDAR** (old name) to **PROVAT CHANDRA SARDAR** (new name) and henceforth I shall be known as **PROVAT CHANDRA SARDAR** (new name) in all purpose, vide affidavit no 15/2026 sworn before the Notary Public at Alipore, Date 30/01/2026, **PROVAT CHANDRA SARDAR** (new name) and **PRAVAT CHANDRA SARDAR** (old name) both are same and one identical person.

I, **Bidyut Mukhopadhyay Mantu Mukherjee** (old name) S/o Mantu Mukherjee, residing at 4/3, Amulyakanan Housing Complex, Ph-1, Serampore, Near Ncc Camp, Po-Mallickpara, Hooghly, Pin- 712203, West Bengal do hereby declare that I have changed my name from **Bidyut Mukhopadhyay Mantu Mukherjee** (Old Name) to **Bidyut Mukhopadhyay** (New Name) and henceforth I shall be known as **Bidyut Mukhopadhyay** (new name) in all purpose, vide affidavit sworn before 1st Class Judicial Magistrate at Serampore Hoogly(SL No -1366), dated 19/01/2026(SL No- 41780), **Bidyut Mukhopadhyay** (New Name) and **Bidyut Mukhopadhyay Mantu Mukherjee** (Old Name) both are same and one identical person.

I, **Abdul Jabbar Mandal** (old name) S/o Abdul Sattar Mondal, residing at , Vill-Mohanpur, P.O- Dingalhati, P.S -Jangipara,Hooghly, Pin-712404, West Bengal do hereby declare that I have changed my name from **Abdul Jabbar Mandal** (Old Name) to **Abdul Jabbar Mondal** (New Name) and henceforth I shall be known as Abdul Jabbar Mondal (new name) in all purpose, vide affidavit sworn before 1st Class Judicial Magistrate at Serampore Hooghly, dated 16/06/2026 (SL No-10075)**Abdul Jabbar Mondal** (New Name) and **Abdul Jabbar Mandal** (Old Name) both are same and one identical person.

I, **ASADUL HOQUE** (old name) S/O -JEHER ALI residing at VILL - BENIPUR NADIPARA PO -TEJSINGHPUR PS - RANINAGAR DIST-MURSHIDABAD PIN -742304 (WB), do here by declare that I have changed my name from **ASADUL HOQUE** (old name) to **MONDAL ASADUL HOQUE** (new name) and henceforth, I shall be known as **MONDAL ASADUL HOQUE** (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court on 17/06/2026. **ASADUL HOQUE** (old name) and **MONDAL ASADUL HOQUE** (new name) both name are same and one identical person.

I, **UJJAL PRASAD RAM** (old name) S/O -PRAHALLAD PROSAD RAM residing at VILL & PO -TULSHIHATA PS -HARISHCHANDRAPUR DIST- MALDA PIN -732140 (WB), do here by declare that I have changed my name from **UJJAL PRASAD RAM** (old name) to **UJJAL PROSAD RAM** (new name) and henceforth, I shall be known as **UJJAL PROSAD RAM** (new name) in all purpose, vide anaffidavit sworn before the notary public at Berhampore court on 16/06/2026. **UJJAL PRASAD RAM** (old name) and **UJJAL PROSAD RAM** (new name) both name are same and one identical person.

I, **KAKALI CHOWDHURY** (old name) W/O -KRISHNENDU NARAYAN CHOUDHURY residing at VILL- GOLAPATTY BYE LANE POMALDA PS - ENGLISHBAZAR DIST-MALDA PIN -732110 (WB), do here by declare that I have changed my name from **KAKALI CHOWDHURY** (old name) to **KAKALI CHOUDHURY** (new name) and henceforth, I shall be known as **KAKALI CHOUDHURY** (new name) in all purpose, vide anaffidavit sworn before the notary public at Berhampore court on 16/06/2026. **KAKALI CHOWDHURY** (old name) and **KAKALI CHOUDHURY** (new name) both name are same and one identical person.

I, **MATIUR RAHAMAN** (old name) S/O - MD FAZLE HOQUE residing at VILL & PO - SALAR PS-SALAR DIST- MURSHIDABAD PIN -742401 (WB), do here by declare that I have changed my name from **MATIUR RAHAMAN** (old name) to **MD MOTIUR RAHAMAN** (new name) and henceforth, I shall be known as **MD MOTIUR RAHAMAN** (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court on 17/06/2026. **MATIUR RAHAMAN** (old name) and **MD MOTIUR RAHAMAN** (new name) both name are same and one identical person.

I, **MANNAN SHAIKH** (old name) S/O - SALAM SK residing at VILL. - UDAYCHANDPUR PO -JIBANTI PS - BERHAMPORE DIST- MURSHIDABAD PIN -742136 (WB), do here by declare that I have changed my name from **MANNAN SHAIKH** (old name) to **MANNAN SK** (new name) and henceforth, I shall be known as **MANNAN SK** (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court on 17/06/2026. **MANNAN SHAIKH** (old name) and **MANNAN SK** (new name) both name are same and one identical person.

I, **Neta Mondal** (old name) son of Kartik Mondal, resident of Vill: Mostafapur, P.O – Malidha, P.S – Bagdah, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743232, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from **Neta Mondal** (old name) to **Netai Mondal** (new name) and henceforth I shall be known as **Netai Mondal** in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 17/06/2026. **Netai Mondal** (new name) and **Neta Mondal** (old name) both are same and one identical person.

I, **Piar Ali Sk** (Old Name), S/O Aynuddin Seikh residing at Uttar Goara (Mondal Para), P.O-Nibhuji Bazar, P.S-Kalna,Dist-Purba Bardhaman, Pin-713434. W.B., do hereby declare that I have changed my name from **Piar Ali Sk** (Old Name) to **Piar Ali Seikh** (New Name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Kolkata at CMM's Court, on 17.06.2026., So **Piar Ali Sk** (Old Name) and **Piar Ali Seikh** (New Name) both are same and one identical person.

I, **Romio Dey Dey** (old name) son of Late Chitta Ranjan Dey, resident of 114/G, Beliaghata Main Road, P.O – Beliaghata, Kolkata – 700010, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from **Romio Dey Dey** (old name) to **Romio Dey** (new name) and henceforth I shall be known as **Romio Dey** in all purpose, vide affidavit no. 14, sworn before the Notary Public at Kolkata on 16/06/2026. **Romio Dey** (new name) to **Romio Dey Dey** (old name) both are same and one identical person.

I, **Sahanawaj Tamim** (Old Name), W/O Piar Ali Seikh residing at Uttar Goara (Mondal Para),P.O-Nibhuji Bazar,P.S-Kalna,Dist-Purba Bardhaman, Pin-713434. W.B., do hereby declare that I have changed my name from **Sahanawaj Tamim** (Old Name) to **Sahanwaj Tamim Begam** (New Name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Kolkata at CMM's Court, on 17.06.2026., So **Sahanawaj Tamim** (Old Name) and **Sahanwaj Tamim Begam** (New Name) both are same and one identical person.

গণবিজ্ঞপ্তি

আমি, প্রশান্ত নস্কর, পিতা- স্বর্গীয় ধীরেন্দ্র নাথ নস্কর, পিতামহ- স্বর্গীয় উপেন্দ্র নাথ নস্কর, সাং- ৫২, ব্রিজি পূর্বপাড়া, পোস্ট অফিস , গড়িয়া, থানা- পাটুলী, কলকাতা- ৭০০০৮৪, পশ্চিমবঙ্গ, এই মর্মে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাই যে, আমার পিতামহের প্রকৃত ও সঠিক নাম 'উপেন্দ্র নাথ নস্কর'। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর মৃত্যু সনদে তাঁর নাম 'উপেন নস্কর' হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে 'উপেন্দ্র নাথ নস্কর' হওয়া উচিত ছিল। আমি আরও ঘোষণা করছি যে, 'উপেন নস্কর' এবং 'উপেন্দ্র নাথ নস্কর' একই ও অভিন্ন ব্যক্তি, এবং এই মর্মে আমি মাননীয় ১ম শ্রেণির বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা-এর সম্মুখে ১৫.০৬.২০২৬ তারিখে এফিডেভিট নং, ১২০৬ দ্বারা শপথপূর্বক ঘোষণা করেছি।

বিনীত,
-স্বাক্ষরিত-
(প্রশান্ত নস্কর)

গণবিজ্ঞপ্তি

আমি, প্রশান্ত নস্কর, পিতা- স্বর্গীয় ধীরেন্দ্র নাথ নস্কর, পিতামহ- স্বর্গীয় উপেন্দ্র নাথ নস্কর, সাং- ৫২, ব্রিজি পূর্বপাড়া, পোস্ট অফিস- গড়িয়া, থানা- পাটুলী, কলকাতা-৭০০০৮৪, পশ্চিমবঙ্গ, এই মর্মে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাই যে, আমার পিতার প্রকৃত ও সঠিক নাম 'ধীরেন্দ্র নাথ নস্কর'। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে আমার আধার কার্ড, ভোটার পরিচয়পত্র এবং প্যান কার্ডে আমার পিতার নাম 'ধীরেন নস্কর' হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে 'ধীরেন্দ্র নাথ নস্কর' হওয়া উচিত ছিল। আমি আরও ঘোষণা করছি যে, 'ধীরেন নস্কর' এবং 'ধীরেন্দ্র নাথ নস্কর' একই ও অভিন্ন ব্যক্তি, এবং এই মর্মে আমি মাননীয় ১ম শ্রেণির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা-এর সম্মুখে ১৫.০৬.২০২৬ তারিখে এফিডেভিট নং, ১২০৭ দ্বারা শপথপূর্বক ঘোষণা করেছি।

বিনীত,
-স্বাক্ষরিত-
(প্রশান্ত নস্কর)

একজীবনলায়
বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর কলকাতার জন্য
কর্মসংস্থান, সাফল্য ও Appointment & Career News
সুখবর -এর
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ
UNIQUE MEDIA CHANNEL
(অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি অ্যান্ড কনসালটেন্ট)
GOVT. GST REGD.
M: 9051120373 / 9531785874
Email : bkrishnapal@gmail.com
বোলপুর-শান্তিনিকেতন
পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া
Manorama Ad Agency
Manorama Collection, P.N.Ghosh Street, Purulia - 723 101
Mob. : 9434219781/9851559301
Email : manoramaadagency@gmail.com
kunaldutta858@gmail.com
পূর্ব মেদিনীপুর
INOX ADD AGENCY
Mechogram (Biswakarma Mela Ground)
Panskura, Purba Medinipur
Mob. : 9800373880
8116470751
Email : inox.ad@gmail.com
উত্তর কলকাতা
SUPRIYA PUBLICITY
100, Aurobindo Sarani, Room No. E-15
Hatibagan, Kolkata - 700 006
Mob. : 8777258122
9830261403
Email : ashimchowdhury12@gmail.com
সংস্থান প্রকাশনের বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
খোলার জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে -
9830795430
appointmentnews@gmail.com

সঙ্গীতশিল্পীদের উদ্যোগে ফোরাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বাধীন সঙ্গীতশিল্পী ও মৌলিক গান শ্রোতাদের কাছে আরো বেশি পৌঁছে দেওয়ার জন্য তৈরি হল 'ফোরাম পারফরম্যান্স অফ বেঙ্গল'। উদ্যোক্তা শিল্পী প্রবীর দাস। সংগঠনের মুখপাত্র অনিন্দ্য বসু। শিল্পীরা তাঁদের সমস্যার কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন। এই কথা জানিয়ে বুধবার ১৭ জুন এক সাংবাদিক বৈঠক হয়। বিজেপি বিধায়ক তথা অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে আর্জি জানান শিল্পীরা। 'পারফরমেন্স অফ বেঙ্গল'এর এদিনের বৈঠক শিলাজিৎ মজুমদার, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, সিধু ও 'শহর' ব্যান্ডের অনিন্দ্য বসু ছিলেন।

এদিন নতুন গড়া ফোরামের মিটিং থেকে রুদ্রনীল ঘোষ সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'পারফরমেন্স অফ বেঙ্গল মঞ্চ তৈরি হল শিল্পীদের নিয়ে। এক্ষেত্রে যাঁরা গায়ক, গায়িকা রয়েছেন আর তার সঙ্গে মিউজিশিয়ানরা, তাঁদের পক্ষ থেকে একটা নিরপেক্ষ, অরাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি হল। তাঁরা সুস্থতার পক্ষে কথা বলছেন আর দাবি করছেন, যা অত্যন্ত ন্যায্য। এখানে যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই আমরা চিনি ও জানি। মানুষের ভালোবাসার যোগ্য তাঁরা। এই মঞ্চের আশেপাশে যাঁরা বসে রয়েছেন তাঁরাও প্রত্যেকে নিজ গুণে গুণী।' এদিন তিনি দাবি করেন 'গত ১০-১৫ বছর ধরে কে শিল্পী, কে শিল্পী নন, কে সারভাইভ করবে, কে নয়, একটা ফতোয়ার মাধ্যমে তা ঠিক করা হত, যে ব্যবস্থা চলত, মানুষের আশীর্বাদে বলুন বা সিদ্ধান্তে, সেই সিস্টেমের পরাজয় হয়েছে।'

নতুন ফোরাম গড়তেই পারফরমেন্স অফ বেঙ্গলের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কী কী দাবি জানান, তারও আভাস দিলেন রুদ্রনীল ঘোষ। গত কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্ন সময় শো করতে গিয়ে যে অসুবিধায় পড়েছেন তা সকলেরই জানা। বিশেষ করে মহিলা শিল্পীরা। সেই বিষয়ের পাশাপাশি সব এফএম চ্যানেলে হাল আমলে বাংলা গান, মূলত বাংলা অরিজিন্যাল গান বা অ্যালবামের গান সেই অর্থে বাজানো হয় না। কিন্তু বঙ্গে দাঁড়িয়ে এতে যাতে আলোচনার মাধ্যমে বদল আনা হয়, সব রেডিও চ্যানেলে বাংলা অরিজিন্যাল গান বাজানো হয় সেই আর্জি জানান শিল্পীরা। রুদ্রনীল ঘোষ এদিন তাঁদের এই দাবি গ্রহণ করেন আর বলেন, 'বর্তমান সরকার নারী নিরাপত্তার বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ আর কড়া দৃষ্টিভঙ্গি রাখছে। নারীদের নিরাপত্তা, শিল্পীদের সম্মান যাতে থাকে তা রয়েছে শিল্পীদের আর্জিতে। আপনাদের দাবি মুখ্যমন্ত্রীকে পৌঁছে দেব।'

বিশ্ব সঙ্গীত দিবসে নতুন প্রজন্মর চোখে লোকসঙ্গীত

সৈকত হালদার

সাংস্কৃতিক উদ্যোগের মাধ্যমে ২৬ বছর ধরে আর্থ - সামাজিক উন্নয়নের জন্য দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে 'বাংলানাটক ডট কম'। সংস্থার মূল লক্ষ্য লোকায়ত ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির(গান, নাচ, নাটক ও লোকসংস্কৃতি) প্রচার ও প্রসার। নতুন প্রজন্মকে ভারতীয় সংস্কৃতির শিকড় চেনানো। বাংলানাটক ডট কম ২০১২ থেকে কলকাতায় বিশ্ব সঙ্গীত দিবস পালন করে আসছে। এবার ২১ জুন অনুষ্ঠান হবে কলকাতা নেতাজী ভবনে। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-অধিকর্তা অমিতাভ ভট্টাচার্য জানান, 'আমাদের এবারের থিম নতুন প্রজন্মর চোখে লোকসঙ্গীত। এই প্রজন্ম লোকসঙ্গীত নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষামূলক কাজ করছেন। অসাধারণ সব প্রতিভাবান শিল্পী। যাঁরা দেশীয় বাজনা নিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেন, আমরা তাঁদের প্রাধান্য দিই।' তিনি আরো জানান,বাংলার লোকসঙ্গীতের ধারাকে কীভাবে বয়ে নিয়ে চলেছে নতুন প্রজন্ম, তা মাথায় রেখেই এবারের পরিকল্পনা। দর্শক ও শ্রোতারা শুনতে পাবেন তরুণ প্রজন্মর শিল্পীদের কণ্ঠে প্রচলিত ও তাঁদের লেখা লোকগান। এবারের ফোকাস শহর-গ্রাম মিলে আর তরুণ লোকশিল্পী।

গ্রাম ও শহরের নবীন শিল্পী সমন্বয়ে প্রকাশিত হবে ৪ টি নতুন গান। এই ৪অ্যালবামের মধ্যে রয়েছে – মেলোডি অফ দ্য ফ্লো, গান গেয়েছেন শম্পা বিশ্বাস, অনিন্দিতা রায়, সোনালি বর্মণ, প্রলয় মৃধা, শ্রীপর্ণা মিত্র, পূর্ণেন্দু দাস ও স্বরজিৎ রায়। দ্বিতীয় অ্যালবাম মিলন, গান গেয়েছেন রঞ্জিতা চক্রবর্তী, গিরিশ মণ্ডল, সঞ্জয় মণ্ডল, পিয়ালী পাল, লাভলি মণ্ডল ও অর্চনা হালদার। তৃতীয় অ্যালবাম সমর্পণ, গান গেয়েছেন বাবু ফকির, উত্তরা বৈদ্য, কুহুতান মৃধা, তোর্সা বোস, অনিন্দ্য রুজ, অরুণা নস্কর ও তন্ময় পান। চতুর্থ অ্যালবামের নাম স্ট্রিমস অফ ভক্তি, সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন রিনা দাস বাউল, কালাম ফকির, আতাহার ফকির, অর্ঘ্য চক্রবর্তী, প্রীতম গুহ ও ইন্দ্রজিৎ দাস। অনুষ্ঠান চলবে বিকেল ৪ থেকে রাত ৮ পর্যন্ত। প্রবেশ অবাধ।

রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটার সাপ্তাহিক অধিবেশনে উত্তম স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত মঙ্গলবার ১৬ জুন রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটার সাপ্তাহিক অধিবেশনে মহানায়ক উত্তম কুমারকে তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে স্মরণ করা হয়। বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চলচ্চিত্রাভিনেতা, রোটারিয়ান ড. শঙ্কর ঘোষ। মঞ্চে ছিলেন বর্তমান সভাপতি ডাঃ দেবনাথ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক অশোককুমার বসু, শুভা পাল আর প্রণব সরকার।

শুরুতে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন রোটারিয়ান সুজাতা পাইন। বক্তার পরিচয় সুন্দর করে তুলে ধরেন রোটারিয়ান শুভা পাল। উত্তম কুমারের নিষ্ঠা নিয়ে নানান তথ্য দিয়ে সাজানো ছিল ড. শঙ্কর ঘোষের বক্তব্য। প্রসঙ্গ সূত্রে এসেছে প্রযোজক, পরিচালক ও সঙ্গীতপরিচালক হিসাবে উত্তম কুমারের কৃতিত্বর কথা। উত্তম কুমারের সঙ্গে ছোটোবেলায় বক্তার সম্পর্কের কথাও উঠে এলো। বক্তব্যর ফাঁকে ফাঁকে সিনেমায় উত্তম কুমারের গাওয়া কিছু গানের অংশবিশেষ পরিবেশন করলেন বক্তা। করতালি দিয়ে বক্তাকে অভিনন্দিত করলেন শ্রোতারা। নানান স্লাইডের মাধ্যমে বক্তব্য প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের দায়িত্বে ছিলেন বক্তার মেয়ে অধ্যাপিকা ড. শ্রেয়সী ঘোষ। বক্তব্যর শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব। ধন্যবাদ জানান রোটারিয়ান প্রণব সরকার। বক্তার হাতে উপহার তুলে দেন রোটারিয়ান অনুসূয়া দাস।

প্রাচীন কলা কেন্দ্রর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্রীরামপুর টাউন হলে তবলাগুরু পণ্ডিত আনন্দমোহন অধিকারীর স্মৃতিতে সম্মান জানিয়ে ৬ জুন এক শাস্ত্রীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান করে প্রাচীন কলা কেন্দ্র।অনুষ্ঠানে শাহানা আলি খান সর্বপ্রথমে রাগ ইমনের অনুষ্ঠান শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে তবলায় আসিফ খান ও প্রদীপ পালিত হারমোনিয়ামে সঙ্গত করেন। দ্বিতীয় অনুষ্ঠান ছিল সিরাজ আলি খানের মনোজ্ঞ সরোদ বাদন। শিল্পী মিয়া মলহার রাগ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। তবলায় সঙ্গত করেন পণ্ডিত গোবিন্দ বসু। শেষ অনুষ্ঠান ছিল পণ্ডিত রুনু মজুমদারের বাঁশি। তিনি

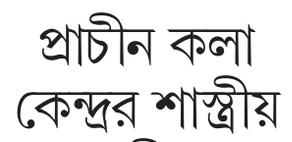

রাগ বাগেশ্বরীর ওপর বন্দিশ দিয়ে শুরু করেন আর শেষে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ভজন 'পায়োজি ম্যয়নে রাম রতন ধন পায়ো' বাজিয়ে শেষ করেন। শিল্পীকে তবলায় সঙ্গত করেন দেবাশিস অধিকারী।

উত্তর-পূর্ব সাংস্কৃতিক কেন্দ্রর অতিরিক্ত নির্দেশক আশিসকুমার গিরি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৬ জুন কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রর বর্তমান অধিকর্তা আশিসকুমার গিরি উত্তর পূর্ব সাংস্কৃতিক কেন্দ্রর অতিরিক্ত নির্দেশক হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনে উত্তর পূর্ব সাংস্কৃতিক কেন্দ্রর দায়িত্বে রয়েছে সিকিম, অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম-সহ মোট ৭ টি রাজ্য। আগে তিনি উত্তর মধ্য সংস্কৃতি কেন্দ্রর‌ও অতিরিক্ত নির্দেশকের দায়িত্ব সামলান। কেন্দ্রীয় সরকারের জোনাল সংস্কৃতি কেন্দ্রর গত বছরের এই ধরনের মাইলফলকের অধিকারী নির্দেশক শুধুমাত্র তিনিই। আশিসকুমার গিরি কোনোদিন শুধুমাত্র প্রশাসনিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না, তিনি বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পী, গবেষক ও সাহিত্যিকও। তাঁর কণ্ঠ ও কলম আপামর মানুষের হৃদয়ে বিরাজমান। শিল্প সাহিত্যর সর্বোচ্চ ক্ষেত্রর আঙিনায় তাঁর নিবিড় যাতায়াত। সারা দেশের ২২টি রাজ্যর সাংস্কৃতিক দায়িত্ব তাঁর মুকুটে পালক হয়ে আছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর এই সাফল্যে সংস্কৃতিপ্রেমীরাও গর্বিত।

'দেশবন্ধুর সুভাষ' বই প্রকাশিত

বিশেষ প্রতিনিধি : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মহাপ্রয়াণের ১০১তম দিবসে দক্ষিণ কলকাতার চেতলায় হিন্দ সংঘর এক অনুষ্ঠানে 'ব্যারিস্টার থেকে ফকির' নামে আলোচনা সভায় প্রকাশিত হয় নেতাজি বিশেষজ্ঞ ড. জয়ন্ত চৌধুরীর লেখা বই 'দেশবন্ধুর সুভাষ'। দীপ প্রকাশন থেকে বেরোনো এই বইতে অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ও চিঠিপত্রর আলোয় তুলে ধরা হয়েছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সম্পর্কর নানা অধ্যায়। বন্দেমাতরম সমবেত সঙ্গীতে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সভাপতি প্রণব গুহ বলেন, 'দেশবন্ধু, নেতাজী ও স্বামী বিবেকানন্দর সেবার আদর্শ সকলের পাথেয় হয়ে উঠুক।' লেখক ড. জয়ন্ত চৌধুরী বলেন, 'জাতীয় রাজনীতিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসুই প্রথম বাংলাকে প্রাসঙ্গিক করে তোলেন। তাঁদের দেশপ্রেম ও সেবাব্রতর মূল্যায়ন ইতিহাসের স্বার্থেই আজ জরুরি।'

দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ কলকাতা সেবক সমিতি আর দক্ষিণ কলকাতা সেবাশ্রম এই ২টি প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবৈতনিক সম্পাদক যথাক্রমে সন্দীপ দত্ত ও শুভেন্দ্র মৌলিক দেশবন্ধুর ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন আর এই ২ প্রতিষ্ঠানের সংগ্রামী ঐতিহ্য তুলে ধরেন। এদিন ছিলেন দীপ প্রকাশনীর সিইও সুকন্যা মণ্ডল,দীপ্তাংশু মণ্ডল, গবেষক ড.দীপক বড়পণ্ডা ও ক্রীড়া প্রশাসক অসিতবরণ ব্যানার্জি। গবেষক শুভাশিস চৌধুরী 'ব্যারিস্টার থেকে ফকির' বক্তৃতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সংগ্রামী জীবনের কথা তুলে ধরেন। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন গোপাল দাস। দেশবন্ধুর লেখা আবৃত্তির মাধ্যমে পার্থসারথি নাথ দেশবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

এদিন বিভিন্ন ক্ষেত্রের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি, স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারের লোকরা ছাড়াও অনেক ছাত্রছাত্রী ছিলেন। ধন্যবাদ জানান প্রিয়াঙ্কা কারতি, সঞ্চালনায় ছিলেন প্রিয়ম গুহ।

তিলোত্তমার প্রাণকেন্দ্রে প্রথম সনাতনী সূর্যোদয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি রোটারি সদনে ন্যাশনাল হিন্দু সনাতন ও বৈদিক রিসার্চ কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত সনাতনী সূর্যোদয় অনুষ্ঠান হয়। সনাতনী ধর্মাবলম্বীদের জমায়েতে সনাতনী ধর্মীয় চর্চা'য় অনুষ্ঠানের আড়ম্বর পূর্ণতা ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিভিন্ন ক্ষেত্রর গুণীদের সমাগমে কলকাতার বুকে এ ধরনের অনুষ্ঠান সরকারের পরিবর্তনের পর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অনুষ্ঠান আলোকিত করেন মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী প্রকাশানন্দজী মহারাজ।

তাঁর সঙ্গে ছিলেন গঙ্গাসাগরের অধ্যক্ষ শ্রীআধ্যাত্মনন্দ মহারাজ ও শ্রীশ্রদ্ধানন্দ মহারাজ। ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে কালচারাল সেলের ইনচার্জ ও টলিউড শিল্পী সুমন বন্দোপাধ্যায় ও ভারতীয় জনতা পার্টির এসসি সেলের রাজ্য কমিটি মেম্বার বলাই সাপুই। সব গুণীদের আলোচনায় অনুষ্ঠানের তাৎপর্যর আরো শ্রীবৃদ্ধি হয়। অন্যতম সমাজসেবক বাঙালিবাবুসহ আরো অনেক গুণীজন অনুষ্ঠানে আসেন। ন্যাশনাল হিন্দু সনাতন ও বৈদিক রিসার্চ কাউন্সিলের ১৮টি জেলার প্রতিটি শাখার সদস্যরা নতুনভাবে আর তাদের সংগঠনকে আরো শক্ত করে গড়ে তোলার জন্য দায়বদ্ধতার সঙ্গে শপথ নিলেন অনুষ্ঠানের শেষে। গীতাঞ্জলি সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা সঙ্গীতানুষ্ঠান করেন। তাঁদের দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন, সংগঠনের ভবিষ্যতে চলার পথকে আরো দৃঢ় করে গড়ে তোলে। ন্যাশনাল হিন্দু সনাতন আর বৈদিক রিসার্চ কাউন্সিলের সব সদস্যরা জেলাতে ফিরে যান নিজেদের সংগঠনের প্রতিটি শাখা আরো দৃঢ় ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার বার্তা নিয়েই।

রবিবারীয়

সুখবর ■ ২১ জুন ২০২৬ ■ রবিবার

৮ পাতার কাগজের মধ্যেই এখন ২ পাতা রবিবারীয়

এবারের বিষয়

শতবর্ষে হিমানীশ গোস্বামী

স্থূল হাসির গল্প নয়, তাঁর লেখায় রয়েছে মার্জিত, তীক্ষ্ণ আর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রসবোধ। শব্দ নিয়ে খেলা করা আর অতি সাধারণ কোনো পরিস্থিতি থেকে অসামান্য রস নিঙড়ে বের করে আনা কলমের মাত্র কয়েকটা আঁচড়েই তিনি এঁকে ফেলতেন চমৎকার সব মজার ছবি যার সব জায়গায় ছড়িয়ে থাকত 'রেডি উইট'। এবছর শতবর্ষ পেরোনো এই সাহিত্যিক-শিল্পীকে নিয়ে লিখছেন **পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী**

ফিচার

নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত ও গজল এখনো সমান জনপ্রিয় —ড. রমলা মুখার্জি

বিলেতে বাঙালিয়ানার জমাট আয়োজন —সুমনা আদক

গল্প

মহাশোল —রূপায়ণ ঘোষ

Printed and Published by Mousumi Ghosh on behalf of Sangsthaan Prakashan Pvt. Ltd. and Printed at Sangsthaan Prakashan Pvt. Ltd.,Vill. Nazirabad-Uchchepota, P.O. Uchchepota, Gram Panchayat : Kheadaha, Dist. 24 Parganas (South), Kolkata - 700 150 and Published at 12/3/4 Jamir Lane, Kolkata - 700 019, Dist. 24 Parganas (South) ■ *Editor :* Shamik Swapan Ghosh ■ Phone No. 98306 24170, (033) 2460-6211 / 6212 ■ E-mail : sukhabardaily@gmail.com